NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ মদন মিত্রর বিরুদ্ধে রুল জারি হাইকোর্টে

সংক্রমণ ছড়াচ্ছে পিরোলা, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা এক ৩

কলকাতা ২৪ মে ২০২৫ ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৪১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.05.2025, Vol.18, Issue No. 341, 8 Pages, Price 3.00

পদত্যাগ করতে চাইছেন ইউনূস!

ঢাকা, ২৩ মে: ইতিমধ্যেই মহম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ভার্সেস বাংলাদেশ সেনার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে। আর এবার সামনে এল বড় খবর। জল্পনা শোনা যাচ্ছিলই। দেশের বর্তমান অবস্থায় নাকি কাজ করতেই পারছেন না মহম্মদ ইউনূস। তিনি নাকি পদ ছাড়তে চান। এবার একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর দিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা নাহিদ ইসলাম। তিনি ইউনূসের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়েই চাঞ্চল্যকর দাবি করেন। এমন খবরই প্রকাশ বিবিসি বাংলায়। ইউনূসের 'ভাবনা' তাঁর কানে আসছিল। তাই নিজ-কানে কথাটা শুনতেই ইউনূসের 'যমুনা'য় পৌঁছেছিলেন তিনি। সেখান থেকে বেরিয়েই নাহিদ জানিয়ে দেন, সত্যই পদত্যাগের কথা ভাবছেন ইউনূস।

মোদীর পরই বঙ্গ সফরে শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের বাকি বছর খানেক। তারই মধ্যে প্রস্তুতির তোড়জোড় শুরু করেছে সমস্ত রাজনৈতিক দল। একুশের ফলাফল থেকে শিক্ষা নিয়ে ছাব্বিশ নিয়ে বোধহয় বেশিই সতর্ক বিজেপি। আরও ভালো ফল করতে আগে থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছে গেরুয়া শিবির। আগামী ২৯ মে আলিপুরদুয়ারে জনসভা ও প্রশাসনিক বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর দু'দিন পর, ৩১ মে রাতে কলকাতায় পা রাখতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দলীয় সূত্রে জল্পনা, আগামী ১ জুন দিনভর তিনি একাধিক বৈঠকে ব্যস্ত থাকবেন। এরপর ১ জুন রাত বা ২ জুন সকালে ফের দিল্লির উদ্দেশে উড়ে যাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

আইফোন নিয়ে ফের হুমকি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৩ মে: আমেরিকায় তৈরি না করে সেই আইফোন মার্কিন মুলুকে বিক্রি করলে অ্যাপলের উপরে ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে। এমনই হুমকি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রুথ সোশালে তিনি সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, আগেই টিম কুককে এমন প্রস্তাব দিয়ে রেখেছেন তিনি। ট্রাম্প লিখেছেন, 'আমি দীর্ঘ সময় আগেই অ্যাপলের টিম কুককে জানিয়েছিলাম যে, আমেরিকায় তৈরি আইফোনই আমেরিকায় বিক্রি হবে, এমনটাই আমার প্রত্যাশা। ভারতে বা অন্যত্র তৈরি হবে না। কিন্তু তা যদি না হয় সেক্ষেত্রে অন্তত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে অ্যাপলের উপরে। এই বিষয়ে আপনাদের মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ।'

বাতিল বহু 'ককটেল' ওষুধ

নয়াদিল্লি, ২৩ মে: এ বার একসঙ্গে প্রায় ২০০টি ওষুধ, ইঞ্জেকশন বাতিল করল 'সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন' (সিডিএসসিও)। বাতিল হওয়া ওষুধগুলির মধ্যে কোনওটি জ্বর, সর্দি-কাশির, কোনও ওষুধ আবার উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হত। শুধু তা-ই নয়, তালিকায় রয়েছে প্রসাধনী দ্রব্যও। সদ্য বাতিল হওয়া ওষুধগুলির প্রত্যেকটিই অতিপরিচিত এবং বহুলভাবে ব্যবহৃত ওষুধ, তাই তালিকা বেরোনোর পর থেকে মাথায় হাত অনেকেরই।

বাতিলের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে ১৯৬টি ওষুধ, ইঞ্জেকশন, প্রসাধনী দ্রব্যের উল্লেখ রয়েছে। সিডিএসসিও প্রতি মাসেই বিভিন্ন ওষুধের গুণগত মান পরীক্ষা করে। কোন ব্যাচের ওষুধ, সেই সব ওষুধ নির্দিষ্ট মানদণ্ড ছুঁতে পারছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়। তার পরই ওষুধের ছাড়পত্র দেয়। প্রতি মাসেই গুণগত মানসম্মত নয় (এনএসকিউ) এমন তালিকা দেয় সিডিএসসিও।

'অন্য কারও আগে জানুক দেশ'

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংসদের বিশেষ অধিবেশনের 'আর্জি' মমতার

মুর্শিদাবাদের ঘটনা সামনে আনার পাল্টা দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্ত্রাসবাদের নেপথ্যে পাকিস্তানের ভূমিকার কথা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে দেশে দেশে ঘুরছে ভারতের বহুদলীয় প্রতিনিধিদল। তার মধ্যেই পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাত এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের বিষয়ে যাতে দেশবাসী জানতে পারেন, সেই লক্ষ্যে সংসদের বিশেষ অধিবেশন চাইলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর এমন পোস্টের পাল্টা দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দাবি করে বলেছেন, আগে রাজ্যের মুর্শিদাবাদের ঘটনা সকলের সামনে তুলে ধরা হোক।

'অন্য যে কারও আগে' দেশবাসী জানুক। এবং দেশবাসীকে জানানোর জন্যই এ বার সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবি তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডলে মমতা লিখেছেন, 'আমি কেন্দ্রের কাছে আর্জি জানাচ্ছি, প্রতিনিধিদল নিরাপদে দেশে ফিরে আসার পরে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক।' এর পরেই মমতা লিখেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি, সংঘাত এবং তার পরবর্তী ঘটনাপরম্পরার বিষয়ে দেশবাসীর জানার অধিকার রয়েছে; অন্য যে কারও আগে।' মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের দরবারে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত দেখে আমি আনন্দিত। প্রতিনিধিরা নিরাপদে ফিরে এলে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার আবেদন জানাচ্ছি, কারণ দেশের মানুষের অধিকার আছে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার।'

ঘটনাচক্রে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির কথা প্রথম ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্পই। এ-ও বলেছিলেন, তিনিই দুই দেশকে বলেছেন, সংঘাত বন্ধ না-করলে বাণিজ্য বন্ধ করবে আমেরিকা। তার পর দু'দেশ যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়। মমতা তাঁর পোস্টে স্পষ্টই দাবি তুলেছেন, বিশেষ অধিবেশন ডেকে দেশবাসীকে সবটা জানানো হোক। যদিও এটিকে তিনি 'আর্জি' হিসাবেই উপস্থাপিত করেছেন।

তৃণমূলনেত্রীর পোস্টকে রিপোস্ট করেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনাচক্রে, অভিষেকও বিশ্বের দরবারে প্রতিনিধিত্ব করতে জাপান-সহ পাঁচটি দেশের সফরে রয়েছেন। মমতা লিখেছেন, 'বিশ্ব দরবারে ভারতের বহুদলীয় প্রতিনিধিদল যে ভাবে সন্ত্রাসবাদের স্বরূপ তুলে ধরছে, তা দেখে আমি খুশি। আমি আগেই বলেছি, জাতীয় স্বার্থ, সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার যে অবস্থান নেবে, দল হিসাবে তৃণমূল সরকারকে সমর্থন করবে।'

এর আগে কংগ্রেসের তরফে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবি জানিয়েছিলেন। কংগ্রেস ছাড়াও শরদ পাওয়ারের এনসিপি, তেজস্বী যাদবের আরজেডি, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি)-র পাশাপাশি সিপিআই, সিপিএমের মতো বিজেপি-বিরোধী দলগুলিও সংসদের বিশেষ অধিবেশন চেয়েছিল। ভারতের বহুদলীয় প্রতিনিধিদলগুলি যখন বিদেশে সফরে রয়েছে, সেই পর্বে একই দাবি তুললেন মমতা।

'পাকিস্তান প্রমাণ করেছে তারা সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা'

বিএসএফকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে তোপ শাহের

নয়াদিল্লি, ২৩ মে: অপারেশন সিঁদুরের পর বিএসএফকে দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে শাহ বললেন, কঠিন সময়ে দেশের সুরক্ষায় অবিচল থেকেছে সীমান্তরক্ষা বাহিনী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, বছরের পর বছর সীমান্তে ঢালের মতো দাঁড়িয়ে থেকে বিএসএফ প্রমাণ করেছে যে তারা বিশ্বের সেরা সীমা সুরক্ষা বল।

নয়াদিল্লিতে বিএসএফের অনুষ্ঠান থেকে পাকিস্তানকে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার শাহ জানান, কেবল পাক জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করতেই সামরিক অভিযান চালিয়েছিল ভারত। এই সূত্রেই তিনি বলেন, 'পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের উপর হামলাকে নিজেদের উপর হামলা বলে মনে করে।' একই সঙ্গে শাহ মনে করিয়ে দেন, ভারতের হানায় হত জঙ্গিদের শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন পাক সেনার আধিকারিকেরা। এই দুই উদাহরণ টেনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'ভারতে সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা যে পাকিস্তান, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।'

শাহ বলেন, 'যখন ঠিক হল আধাসেনার উপর সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্ব যাবে, তখন সবচেয়ে কঠিন দুই সীমান্তরক্ষার দায়িত্ব গিয়েছিল বিএসএফের উপর। একটা পাকিস্তান, অপরটা বাংলাদেশ। আর এই কঠিন দুই সীমান্ত নিজেদের যোগ্যতায় দারুনভাবে রক্ষা করেছে বিএসএফ।' শাহের বক্তব্য, শুধু সীমা সুরক্ষা নয়, দেশের অন্দরের বিভিন্নরকম বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সামলাতেও ঝাঁপিয়ে পড়ে সীমান্তরক্ষা বাহিনী। তাতেই বিএসএফের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। শাহের এই মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ এবং পাচার রুখতে বিএসএফের 'ব্যর্থতা' এবং 'বেনিয়ম' নিয়ে বিস্তর অভিযোগ তুলেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। শাহ এদিন বিএসএফের মঞ্চ থেকে সেই অভিযোগই যেন ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিলেন।

পহেলগাঁও কাণ্ডের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শাহ বলেন, 'পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ধর্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করে নিরীহ মানুষদের তাঁদের পরিবারের সামনেই খুন করেছিল। 'অপারেশন সিঁদুর' হল ওই হামলার জবাব। আজ বিশ্ব ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসিকতার প্রশংসা করছে।'

'অপারেশন সিঁদুর'-এর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন শাহ। শাহের দাবি, বহু দশক ধরে ভারত পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের শিকার। কিন্তু বহু বছর ধরে পাকিস্তানকে 'উচিত জবাব' দেওয়া হয়নি। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে যায় বলে জানান শাহ। উরির ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ওরা আমাদের জওয়ানদের পুড়িয়ে মারার দুঃসাহস দেখিয়েছিল। আমরা তার পরেই প্রথম বারের জন্য জঙ্গিঘাঁটিতে ঢুকে জঙ্গিদের সমুচিত জবাব দিয়ে আসি।'

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার পহেলগাঁও হামলার প্রত্যাঘাত নিয়ে রাজস্থানের বিকানেরের জনসভা থেকে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মোদী বলেছিলেন, 'ভারতমায়ের সেবায় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। পহেলগাঁও সন্ত্রাসে ১৪০ কোটি দেশবাসী আহত হয়েছিল। কিন্তু সিঁদুর যখন বারুদে পরিণত হয়, তার পরিণতি কী হয়, তা দেখল গোটা বিশ্ব!'

শুক্রবার সন্ধ্যায় হালকা বৃষ্টিতে ভেজে কলকাতা। নিউ মার্কেট চত্বরে বৃষ্টির ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

ফেরত পাঠানো হবে অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীদের

নয়াদিল্লি, ২৩ মে: প্রায় আড়াই হাজার বাংলাদেশি অবৈধভাবে বাস করছে ভারতে। এই তথ্য জানিয়ে ওই অভিবাসীদের নাগরিকত্ব যাচাই করতে বলা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারকে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বলেছেন।

তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমরা বাংলাদেশকে ওই অভিবাসীদের নাগরিকত্ব যাচাই করতে বলেছি। আমাদের কাছে ২ হাজার ৩৬৯ জনের তালিকা রয়েছে। এদের বহিষ্কার করা হবে।' পরে তিনি আরও বলেন, 'বিদেশিরা অবৈধভাবে এদেশে বাস করছেন। সেটা বাংলাদেশিই হোন বা অন্য দেশের নাগরিক, আইন মেনেই

ঢাকাকে জানাল নয়াদিল্লি

পদক্ষেপ করা হবে। বহিষ্কার করা হবে তাঁদের। আমাদের কাছে বাংলাদেশিদের যে তালিকা রয়েছে, তাঁদের ফেরত পাঠানো হবে।'

পরে রণধীর আরও জানান, ২০২০ সাল থেকে ওই অভিবাসীদের যাচাই প্রক্রিয়া বাকি রয়ে গিয়েছে। এঁদের অনেকেই এদেশে জেল খেটেছেন। কিন্তু পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে। তাই এবার বাংলাদেশ প্রশাসনের কাছে আবেদন করা হয়েছে, যাতে তাঁদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, গুজরাত, মহারাষ্ট্র থেকে ধরা হয়েছে বহু বাংলাদেশিকেই। এই অভিবাসীরা অবৈধ ভাবে এদেশে রয়েছে গিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। অনেককে বাংলাদেশে ফেরতও পাঠানো হচ্ছে। গত মাসে ৩০০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত পাঠানো হয়েছে। গত বুধবার ফেরত পাঠানো হয়েছে ১০৯ জনকে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক অশান্ত পরিস্থিতির কারণে ভারতে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা বাড়ছে। এই অবস্থায় গোটা দেশে ধরপাকড় শুরু হয়েছে। এবার প্রায় ২৩০০ জনের তালিকার উল্লেখ করল মোদি সরকার।

চাকরিহারাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগে 'ধীরে চলো' নীতির নির্দেশ

আন্দোলনে ছাড় হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৬-র এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে চাকরি হারানো শিক্ষকদের আন্দোলনে পুলিশ আর কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দেয়, বিকাশ ভবনের সামনে যাঁরা বিক্ষোভে বসেছেন বা যাঁদের নামে এফআইআর হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগে 'ধীরে চলো' নীতি নিতে হবে পুলিশকে।

বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ আরও জানান, 'যোগ্য' শিক্ষকদের অধিকার মঞ্চের সদস্যরা সেন্ট্রাল পার্কের পাশে অবস্থান চালিয়ে যেতে পারেন। ২০০ জনের বেশি নয়, পর্যায়ক্রমে আন্দোলন চলবে। প্রশাসন অস্থায়ী তাঁবু, পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করবে। পর্ষদের পাঠানো শোকজ নোটিসও কার্যকর করা যাবে না, নির্দেশ আদালতের।

এদিকে রাজ্য দাবি করে, ওই আন্দোলনে ২২ জন পুলিশ জখম হন, অসুস্থ ১৯ জন সাধারণ মানুষ। অথচ আন্দোলনকারীরা হাইকোর্টে গিয়ে পালটা অভিযোগ তোলেন, তৃণমূল সমর্থকেরা তাঁদের মারধর করেছেন। হাইকোর্ট তাতে মামলার অনুমতি দিয়েছে। এডিজি সুপ্রতিম সরকার অবশ্য দাবি করেছেন, পুলিশের সহ্যসীমা ছাড়িয়ে যাওয়াতেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তবে আদালতের রায়ে আন্দোলনকারীদের স্বস্তি মিলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

'আমাদের জওয়ানদের ভয় পেতে নেই'

রিষড়ার বাড়িতে ফিরেই গর্জন বীর জওয়ান পূর্ণমের

নিজস্ব প্রতিবেদন: উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বাড়ি ফিরলেন পাক রেঞ্জার্সদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম সাউ। শুক্রবার বিকেলে নিজের রিষড়ার বাড়িতে পা রাখেন তিনি। 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনিতে স্বাগত জানানো হয় জওয়ানকে।

তাঁকে ঘিরে হাওড়া স্টেশনে উচ্ছ্বসিত মানুষের ঢল দেখতে পাওয়া যায়। ভিড় সরিয়ে এক প্রৌঢ় এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন পূর্ণম সাউকে। বাবা-ছেলে, দু'জনের চোখেই জল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে যখন গাড়িতে উঠে বসেন পূর্ণম, তখনও জওয়ানকে ঘিরে একদল মানুষ। উঠল 'ভারতমাতা কি জয়' ধ্বনি। সকলকে নমস্কার জানান তিনি। বিএসএফ জওয়ানকে স্বাগত জানাতে 'ওয়েলকাম' (স্বাগত) লেখা গেট বাঁধা হয়েছিল হুগলির রিষড়া বাগখাল এলাকায়। হুডখোলা একটি গাড়ি সাজানো হয় পাক সেনার হাতে তিন সপ্তাহ বন্দি থাকার পর দেশে ফেরা পূর্ণমের জন্য। ব্যান্ড পার্টি নিয়ে বাগখাল থেকে র‍্যালি করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে পূর্ণমদের বাসভবন 'সাউ সদন'। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের ভিড়ে উৎসবের মেজাজ দেখতে পাওয়া যায় বিএসএফ জওয়ানের বাড়িতে।

গত ২৩ এপ্রিল পঞ্জাবের পাঠানকোটে কর্মরত অবস্থায় ভুল করে পাকিস্তানে ঢুকে গাছের তলায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন পূর্ণম। তখনই পাক রেঞ্জার্স তাঁকে ধরে। সীমান্তে এমন ঘটলে দু'দেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে 'ফ্ল্যাগ মিটিং'-এর পরে সংশ্লিষ্ট জওয়ানকে মুক্তি দেওয়াই দস্তুর। কিন্তু পূর্ণমকে তখন ছাড়েনি পাকিস্তান। শেষ পর্যন্ত গত বুধবার পাক সেনা মুক্তি দেয় তাঁকে। আট্টারি-ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে ভারতে ফেরেন তিনি। ভিডিয়ো কলে কথা হয় স্ত্রীর সঙ্গে। কর্মক্ষেত্রে যোগ দিলেও তখনই বাড়ি ফেরার অনুমতি পাননি পূর্ণম। তাঁর স্বাস্থ্যপরীক্ষা হয়। বেশ কিছু সরকারি কাজকর্ম ছিল। অবশেষে বাড়ি ফেরার ছাড়পত্র পান ওই বিএসএফ জওয়ান।

হাওড়া থেকে হুগলি যাওয়ার পথে লিলুয়ায় একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল পূর্ণমদের গাড়ি। সেখানে মিষ্টিমুখ করার পরে বিএসএফ কনস্টেবল বলেন, 'আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। সকলের আশীর্বাদে দ্বিতীয় জন্ম হল আমার। পরিবারের সকলকে দেখতে পেলাম।' বাড়ি ফেরার আগে পূর্ণম আরও বলেন, 'আমাদের জওয়ানদের ভয় পেতে নেই। আমাদের দিনরাত এক করে সীমান্ত পাহারা দিতে হয়। আমরা ভয় পেলে দেশবাসীর কী হবে! আমি ভয় পাইনি। তবে বাড়ির জন্য চিন্তা হয়েছিল।'

বাড়িতে পূর্ণমের স্ত্রী বলেন, 'এত দিন পরে ও বাড়ি ফিরবে, খুব ভাল লাগছে। কিন্তু ওর কাছে ফোন না থাকায় কথা বলতে পারিনি। ঠিক কখন ফিরছে, জানি না। দশ দিন আগে আমরা জেনে গিয়েছিলাম ভারতে ফিরেছে। আজ বাড়ি ফিরলে ওর প্রিয় লুচি-তরকারি, দই-মিষ্টির আয়োজন হবে। কেক কাটা হবে। আজ একাদশী, তাই কোনও আমিষ রান্না হবে না বাড়িতে। মাংস হবে রবিবার।'

পিএমএলএ মামলায় ইডির অভিযানে গ্রেপ্তার দুই

ফ্রিজ ১১৮টি অ্যাকাউন্ট, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পিএমএলএ, ২০০২ ধারার অধীনে বড়সড় তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সূত্রের খবর, কলকাতা জোনাল অফিসের অধীনে এলএফএস ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড এবং ওই সংস্থার পরিচালক ও ঘনিষ্ঠদের বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়।

অভিযানে ১১৮টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে ইডি। পাশাপাশি ৬৩টি স্থাবর সম্পত্তির লেনদেন বা হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত এই সম্পত্তিগুলির মধ্যে রয়েছে দু'টি হোটেল, একটি রিসর্ট, একাধিক জমির প্লট, একটি আবাসিক বাংলো, বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাট এবং দুবাইয়ের 'ইগল হাইটস'-এ একটি সম্পত্তি। সম্পত্তিগুলির বাজারমূল্য নির্ধারণের কাজ চলছে।

তল্লাশির পাশাপাশি ইডি গ্রেপ্তার করেছে দিলীপ কুমার মাইতি এবং মহম্মদ অনারুল ইসলাম নামে দু'জনকে। তাদের পিএমএলএ স্পেশাল কোর্টে হাজির করা হলে আদালত ১১ দিনের ইডি হেপাজতের নির্দেশ দেয়। তদন্তে পাওয়া আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে বলেই ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/০৪/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩ নং এফিডেভিট বলে Dilip Hazra S/o. Shashadhar Hazra ও Dilip Kr. Hazra S/o. S. Hazra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৫/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৯৬৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Binod Hari ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার মাতা Taria Harijan ও Tarodebi Hanri (Died on 15.04.2025), W/o. Late Khokan Hari @ Khokan Harijan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৫/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ২৯১২ নং এফিডেভিট বলে আমি Asoke Kumar Chawhan নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ramjit Chawhan নামে পরিচিত হইয়াছি। Asoke Kumar Chawhan, Ashok Kumar Chawhan ও Ramjit Chawhan S/o. Late Charitar Chawhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৫/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৩৭ নং এফিডেভিট বলে Rekha Kumar ও Rekharani Kumar W/o. Late Narayanpada Kumar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৯৭৭ নং এফিডেভিট বলে Monaj Naskar S/o. Shib Sankar Naskar ও Monaj Kr. Naskar S/o. S. Naskar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Mohua Chatterjee w/o Saibal Chatterjee, গ্রাম- Kushpata, পোঃ- Ghatal, জেলা- Paschim Medinipur। আমার সমস্ত Banking ও Tax documents Mahua Chatterjee নামে আছে। গত ইং- ২০/০৫/২০২৫ তারিখে in the court of Ld A.C.J.M (1st class) at Ghatal এর ২২ নং এফিডেভিট বলে, Mohua Chatterjee, Mahua Chatterjee, w/o Saibal Chatterjee এবং w/o Saibal Chatterjee Harh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৪ শে মে। ৯ ই জ্যৈষ্ঠ্য , শনি বার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র ও বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম পদবী সংশোধন

আমার আসল নাম **আব্দুল করিম মল্লিক**, পিতা মৃত মন্তাজ মল্লিক, জগন্নাথপুর মল্লিক পাড়া, রামকৃষ্ণ পল্লী, রাজপুর সোনারপুর (মিউ.), থানা- নরেন্দ্রপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৫০-এর বাসিন্দা, আমার জমির পর্চায় আমার ডাক নাম **ফজলে করিম মল্লিক** নথিভুক্ত হয়ে যাওয়ায় গত ইং ১৩.০৫.২০২৫ তারিখে এল.ডি ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর আদালতের হলফনামা বলে **আব্দুল করিম মল্লিক ও ফজলে করিম মল্লিক** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শ্রী কৃষ্ণা বাঁশফোড়, পিতা শ্রী শংকর বাঁশফোড়, সাং- অশোক মিত্র রোড, পোষ্ট কাঁচরাপাড়া, থানা বীজপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পিন ৭৪৩১৪৫, মহাশয় বিগত ইংরাজি ২৮/০৮/২০২৪ তারিখে নৈহাটী এ ডিএসআর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৮৩৭৮/২০২৪ নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে নিম্ন বর্ণিত সম্পত্তির মালিক চিহ্নিত হন, উক্ত দলিলের পূর্বতন দলিলের অন্দরে ০৫৯৯৮/২০২৩ নং রেজিষ্টার্ড পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি -র উল্লেখ আছে, এবং আমমোক্তরের নাম শ্রীমতী সায়নী চক্রবর্ত্তী, পিতা স্বর্গীয় আশীষ কুমার -চক্রবর্ত্তী। উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. BKP-I Shyamnagar অফিসে উপযুক্ত কাগজপত্র সহ উপস্থিত হইবেন, অন্যথায় কোন প্রকার আপত্তি মঞ্জুর হইবে না।

--: তপশীল সম্পত্তির পরিচয়:-

জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, থানা বীজপুর, এ ডি এসআর অফিস নৈহাটী, হালিশহর পৌরসভা, মৌজা হালিশহর, জে এল নং ০৬, এলআর খতিয়ান ২২০৭১, এল আর দাগ ৮৪৬৫, -জমির পরিমাপ -১.৬৫ শতক।

PRASUN MUKHOPADHYAY, Advocate
Kalyani Judge's Court

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শ্রীমতী টুম্পা দাস, স্বামী শ্রী রাজু দাস, সাং- নৃপেন সরকার রোড, পোষ্ট- কাঁচরাপাড়া, থানা- বীজপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩১৪৫, মহাশয়া বিগত ইংরাজি ২৫/০৪/২০২৫ তারিখে নৈহাটী এ ডিএস আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪১২২/২০২৫ নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে নিম্ন বর্ণিত সম্পত্তির মালিক চিহ্নিত হন, উক্ত দলিলের পূর্বতন দলিলের অন্দরে ০৮৫৫/২০১৭ নং রেজিষ্টার্ড পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি -র উল্লেখ আছে, এবং আমমোক্তরের নাম শ্রী দুলাল চন্দ্র ঢালি, পিতা- শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঢালি। উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. BKP-I Shyamnagar অফিসে উপযুক্ত কাগজপত্র সহ উপস্থিত হইবেন, অন্যথায় কোন প্রকার আপত্তি মঞ্জুর হইবে না।

-: তপশীল সম্পত্তির পরিচয়:-

জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, থানা বীজপুর, এ ডিএসআর অফিস নৈহাটী, হালিশহর পৌরসভা,মৌজা- হালিশহর, জে এল নং ০৬, এলআর খতিয়ান ২০৩৩০, এল আর দাগ ১৬৮১, জমির পরিমাপ -১.৬৫ শতক।

PRASUN MUKHOPADHYAY, Advocate
Kalyani Judge's Court

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রীমতি ডালিয়া দে, স্বামী- অরুন কুমার দে, ৯৩ নং গোয়াড়ী মৌজায় আর.এস. ৪৮৭ ও এল.আর. ১১২৯ নং খতিয়ানে আর.এস. ও এল.আর. ৪৩/৮০৯ নং দাগে ০.০৫৬৪ একর জমি গত ইং- ০৪/১২/২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I- ১১৮৮৩/২০২৪ এবং একই অফিসে গত ইং ২৬/১১/২০২৪ তারিখে I- ১১৪৬৭/২০২৪ রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা মূলে কৃষ্ণ রিয়েল এস্টেট পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত (১) শ্রী অখিল কৃষ্ণ গুহ, পিতা- মৃত নির্মল কৃষ্ণ গুহ (২) শ্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ, পিতা- মৃত সুনীল কুমার ঘোষ-এর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছি এবং কৃষ্ণনগর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিব উক্ত খতিয়ানে বা আমমোক্তার নামায় কারোর কোন প্রকার অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে এসে যোগাযোগ করিবেন।

Bidesh Pramanik, Advocate
Krishnanagar Judge's Court

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)অশোক কুমার মালিক, ২)শ্রী কিশোর মালিক, ৩)শ্রী অনুপ মালিক**, সকলের পিতা ৺পাঁচু মালিক, সকলের সাকিম বাগনান, বাগনান চৈতন্যবাটী, ধনিয়াখালি, হুগলী-৭১২৩০১, **৪)শ্রীমতী ডলি বাগ** স্বামী শ্রী তপন বাগ, পিতা ৺পাঁচু মালিক, সাকিম রাধাবল্লভপুর, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-৭১২৪০৪, **৫)শ্রীমতী কৃষ্ণা বাউল** স্বামী শ্রী বাবলু বাউল, পিতা ৺পাঁচু মালিক, সাকিম উত্তম চাঁদপুর, চক্ষনজাদী, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান- ৭১৩১২৪ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৯/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, ধনিয়াখালি, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-00671/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **জমির আলি মল্লিক** পিতা মৃত কাসেম আলি মল্লিক সাকিম নওপাড়া, বাগনান চৈতন্যবাটী, ধনিয়াখালি, হুগলী-৭১২৩০১ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং ২২/০৪/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, ধনিয়াখালি, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1468/2025 নং দলিল মূলে **অমর আলি মল্লিক** পিতা জমির আলি মল্লিক, সাকিম নওপাড়া, বাগনান চৈতন্যবাটী, ধনিয়াখালি, হুগলী- ৭১২৩০১ মহাশয়কে ০৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। <u>তপশীল</u> – জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালি, মৌজা বাগনান, জে.এল. নং ১৯৯, সাবেক ৪৭৮ তথা হাল এল. আর ৬০৭, ৬৩৯, ৬৭৯, ৬৮৭, ৬৯৭ ও ৬৯৮ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২২ তথা হাল এল. আর ২৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০৯ শতকের মধ্যে ০৫ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত খরিদা সম্পত্তি **অমর আলি মল্লিক** পিতা জমির আলি মল্লিক, নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালি অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of District Delegate Midnapore
<u>Probate Case No. 28/2024</u>
ভারতী রানী দে .....দরখাস্তকারী
বনাম
গুরুপদ দে দীং .... প্রতিপক্ষগন

এতদ্বারা সর্ব সাধারগনকে অবগত করানো যাইতেছে যে, অত্রস্থ ডেবরা থানার অনন্তর্গত সাং - ফতেবাড় প্রঃ লোয়াদা, পোঃ- লোয়াদা, থানা- ডেবরা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর সাকিনের **শ্রী কৃষ্ণপদ দে মহাশয়** তাহার নামিত ফতেবাড় মৌজার নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির বাবদ একটি উইল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন গত ইংরেজী ২৩.০৯.২০২০ বাংলা ৬ই আশ্বিন ১৪২৭ সাল। উক্ত উইলের প্রবেট গ্রহন জন্য দরখাস্তকারী উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন মধ্যে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

<u>উইলভুক্ত সম্পত্তির বিবরণ</u>
<u>(ক) তপশীল</u>

District - Paschim Medinipur, P. S. - Debra, Mouza - Fatebarh, J.L. No. 142, L. R. Khatian No. 36.

Plot No.	Nature	Total Area (in Acre)	Share	Area (in Acre)
209	Jal	0.13	0.2917	0.03
22	Jal	0.22	0.0684	0.01
278	Jal	0.33	0.2917	0.10
327	Jal	0.06	0.0834	0.01
74	Bastu	0.05	0.0312	0.00
76	Doba	0.12	0.312	0.00
80	Kala	0.04	0.547	0.00
83	Udbastu	0.01	0.417	0.00
84	Bastu	0.01	0.312	0.00
85	Bastu	0.01	0.312	0.00

Total-0.15 Acre

District Paschim Medinipur, P.S. Debra, Mouza- Fatebarh, J.L. No. 142, L.R .Khatian No.26

Plot No.	Nature	Share	Area (in Acre)
135	Jal	0.2917	0.0800
184	Pukur	0.610	0.0600
191	Kala	0.0833	0.0200
192	Mota Aile	0.2917	0.0100
193	Kala	0.1458	0.1200
194	Kala	0.1458	0.0400
195	Kala	0.1458	0.0200
196	Doba	0.1458	0.0100
200	Kala	0.0833	0.0000
208	Doba	0.1458	0.0200
231	Jal	0.2917	0.1200
239	Jal	0.2917	0.1600
244	Kala	0.2916	0.2300
329	Jal	0.2917	0.1100
335	Jal	0.2916	0.3300
375	Jal	0.1235	0.1400
395	Jal	0.2917	0.0800
341	Jal	1/3rd	0.0375

Total 1.5875 Acre

District - Paschim Medinipur, P.S.- Debra, Mouza - Sebakram, J.L. No, 161, L.R. Khatian No. 26,

Plot No.	Nature	Total Area (in Acre)	Share	Area (in Acre)
135	Jal	26	.2917	08
329	Jal	39	.2917	11
239	Jal	54	.2917	15
231	Jal	39	.2917	12
191	Kala	23	.0833	02
200	Kala	03	.0833	00
395	Kala	27	.2917	08
193	Kala	78	.1458	12
194	Kala	27	.1458	04
195	Kala	13	.1458	02
208	Kala	14	.1458	02
244	Kala	79	.2916	23
375	Jal	1.21	.2916	33
335	Jal	1.12	.2916	33
192	Mota Aile	05	.2917	01
184	Pukur	1.21	.0610	06
196	Doba	04	.1458	01

Total 1.73 Acre.

<u>(KHA) SCHEDULE</u>

District - Paschim Medinipur, P.S.- Debra, Mouza - Fatebarh, J.L. No. 142, Hal Khatian No. 319

Plot No.	Nature	Total Area	Share	Area
76	Doba	12 Satak	1250	02 Satak
84	Bastu	1 Satak	1250	0 1/8 Satak
87	Bastu	1 Satak	1250	0 1/8 Satak

Total 2 1/4 Satak.

District Paschim Medinipur, P.S.- Debra, Mouza - Fatebarh, J.L. No. 142, Hal Khatian No. 180

Plot No.	Nature	Total Area	Share	Area (in Acre)
85	Bastu	01 Satak	1250	0 1/8 Satak
74	Bastu	05 Satak	1250	0 5/6 Satak
83	Udbastu	01 Satak	1667	0 1/6 Satak
80	Kala	05 Satak	2188	01 Satak

Total 3 1/12 Satak

District - Paschim Medinipur, P.S.- Debra, Mouza -Talberha Ghunghunipatna, J.L. No. 140, Hal Khatian No. 100

Plot No.	Nature	Total Area	Share	Area (in Acre)
229	Mandir	15 Satak	1250	02 Satak
2.25 Satak out of 1/3rd share of 08 1/3 Satak				2 1/4 Satak 2 1/12 Satak 02 Satak

আদেশানুসারে -
Laxman Sing (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর।
২৯.০৩.২০২৫

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ
করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE

My clients, Sri Bammidi Shyam Sunder Rao and Sri B. Santosh Kumar, sons of Bammidi Ranga Rao, residents of H.No. 1064/4, Ward No. 10, Khidirpur, P.O. Nimpura, P.S. Kharagpur (Town), District Paschim Medinipur, have purchased a plot of land measuring 03.12 satak in Mouza Khidirpur (J.L. No. 140), under Kharagpur-I Block, by Sale Deed No. 3158 dated 25.04.2025, registered at the office of the A.D.S.R., Kharagpur. The seller, Smt. Lakshmi Rani Giri, D/o. Late Gobardhan Chandra Barik, was represented by her constituted attorney Nitu Panda, W/o. Sadeo Panda, under Power of Attorney Deed No. I-8704 dated 01.11.2023, registered at the office of the D.S.R.-II, Paschim Medinipur. The said land is recorded under R.S. Plot No. 384 and L.R. Plot No. 496, included in Khatian No. 2350. The purchasers now intend to apply for the mutation of the said land in their respective names. If anyone has any objection regarding the said transaction or mutation, they are hereby requested to approach the office of the B.L.& L.R.O., Kharagpur-I Block, along with proper documents and evidence, within 30 days from the date of this notice.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রীমতি পিঙ্কি দাস বসাক, স্বামী- পলাশ দাস, পিতা-দিলীপ চন্দ্র বসাক, ৯৩ নং গোয়াড়ী মৌজায় আর.এস. ৪৮৭ ও এল.আর. ১১২৯ নং খতিয়ানে আর.এস. ও এল.আর. ৪৩/৮০৯ নং দাগে ০.০৩৩০ একর জমি গত ইং- ০৪/১২/২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-১১৮৮৪/২০২৪ এবং একই অফিসে গত ইং ২৬/১১/২০২৪ তারিখে I- ১১৪৬৭/২০২৪ রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা মূলে কৃষ্ণ রিয়েল এস্টেট পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত (১) শ্রী অখিল কৃষ্ণ গুহ, পিতা- মৃত নির্মল কৃষ্ণ গুহ (২) শ্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ, পিতা- মৃত সুনীল কুমার ঘোষ-এর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছি এবং কৃষ্ণনগর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিব উক্ত খতিয়ানে বা আমমোক্তার নামায় কারোর কোন প্রকার অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে এসে যোগাযোগ করিবেন।

Bidesh Pramanik, Advocate
Krishnanagar Judge's Court

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী বেঙ্কটেশ নারায়ণ সিং** পিতা ৺রাম বাহাদুর সিং, সাকিম ১৬/৭, জি.আই.এস. কটন মিল চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয় বিগত ইং ২৭/০৪/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1332/ 2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী নীরজ মিশ্র** পিতা রাম কৃপাল মিশ্র সাকিম ৩৯/১/১, আর.কে.এম. লেন চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৯/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-795/ 2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **Shri Panagana Shankar Rao** S/o. Sri Panagana Salda Rao R/o. Gobindo Moyee Debi Lane near Biss free Primary School, Telinipara, Bhadreswar, Hooghly-712125 মহাশয়কে ১ কাঠা ২ ছটাক ১৫ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা গৌরহাটী-চাঁপদানী, ২২১ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক ৭৬৯ নং তথা হাল এল.আর. ১১১৬০ নং খতিয়ানে, সাবেক ৪৪৫৭ নং তথা হাল এল.আর. ৪৬৬১ দাগে বাস্তু জমি ১ কাঠা ২ ছটাক ১৫ বর্গফুট বা ০.০১৮ একর সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **Shri Panagana Shankar Rao** S/o. Sri Panagana Salda Rao তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর এট মানকুন্ডু ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

Deo Kumar Prasad (Advocate),
Chandernagore Court, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শঙ্কর রায়, পিতা- নিরাপদ রায়, বিগত ২০১০ সালের A.D.S.R.O. কদম্বগাছি অফিসে বুক নং ৪, নকলীকৃত ৫৩২ নং এবং ২০১১ সালের A.D.S.R.O. কদম্বগাছি অফিসে বুক নং ৪, নকলীকৃত ২৮৬ নং আমমোক্তার নামা মূলে ১) আজিজুল হক, পিতা- মোঃ রাজ্জাক আলি, ২) শ্রী বিকাশ চন্দ্র বাগচী, পিতা- বিমান কৃষ্ণ বাগচী নিকট, ন' পাড়া মৌজায় জে.এল. নং ৮৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৭০৩, আর.এস. দাগ নং ৩২ নং দাগে ১২৮৯ নং দলিলে ১ কাঠা ১২ ছটাক, বিগত ইং ২৪/০৮/২০১২ তারিখে ডি.এস.আর.-II বারসাত, সাফ বিক্রয় দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কারোর কোন আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে Barasat-I, B. L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

মোবাইল নং- ৯০৫১৮১৪৫৮৮

Mohiruddin Mondal
Advocate
Barasat Judges' Court
North 24 Parganas

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী উমা দেবী স্বামী শঙ্কর রাম বর্মা, চিৎপুর থানার অন্তর্গত কাশীপুর গ্রামের বাসিন্দা। হরিপাল ব্লক মধাস্থ জে.এল নং ৯৬ এ থাকা পোরড়া মৌজায় অবস্থিত হাল এল. আর ১৮৩ নং দাগের ২৫৬ নং খতিয়ানে থাকা Recorded Owner মৃত মামসুর নেহার বিবি এর ওয়ারিশান তথা খোদেজা বেগম এর নিকট হইতে গত ইং ৩০/১০/২০০৯ তারিখে ডি.এস.আর-১ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-276 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আবদুল্লা সরকার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার পর উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে আবদুল্লা সরকার গত ইং ২৬/০৩/২০১৮ তারিখে ডি.এস.আর-২ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৪৬/২০১৮ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে আমার উপরিউক্ত মক্কেলকে উক্ত সম্পত্তিটি বিক্রয় করিয়াছেন। এমতাবস্থায়, উক্ত মিউটেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল. এ্যান্ড এল.আরও অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় এক তরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Chinsurah, Serampore Court
Reg No- WB- 1593/2015

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রিনা মিস্ত্রী, স্বামী- সুনীল মিস্ত্রী, বিগত ২০২৩ সালের A.D.S.R.O কদম্বগাছি অফিসে, বুক নং ১, নকলকৃত ৪১৬৮ নং আমমোক্তার নামা মূলে সজল কুমার চক্রবর্ত্তী, পিতা-মৃত নারায়ন চক্রবর্ত্তী নিকট, কয়ড়া মৌজায় জে.এল. নং ১৪২, এল.আর. খতিয়ান ৭৪৮, ১০৪৩, ৩৬৩, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৭৭৩ নং দাগে ৪৩৭৫ নং দলিলে মোট ৩টি খতিয়ানে একই দাগে কমবেশী ৩.০৩৬৯ শতক বিগত ইং ২৮/০৮/২০২৩ তারিখে ডি.এস. আর.-কদম্বগাছি সাফ বিক্রয় দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কারোর কোন আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে Barasat-I, B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

মোবাইল নং-৯০৫১৮১৪৫৮৮

Mohiruddin Mondal
Advocate
Barasat Judges' Court
North 24 Parganas

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ত্রিনাথ দাস, পিতা- আনন্দ দাস, বিগত ২০২০ সালের D.S.R -I বারাসাত অফিসে, বুক নং ১, লিপিবদ্ধ ০৬৫৭১ নং আমমোক্তার নামা মূলে সুব্রত চৌধুরী, পিতা- মৃত অশ্রু চৌধুরী নিকট, কোদালিয়া মৌজায় জে.এল. নং ৩৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৬৮, এল.আর. ৫১৪, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১২৮/৬০৩ নং দাগে ১৩৩১০ নং দলিলে ২ কাঠা ১৪ ছটাক ৩৬ বর্গফুট, বিগত ইং ০১/১১/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-I বারসাত, সাফ বিক্রয় দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কারোর কোন আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে Barrackpore-II, B. L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

মোবাইল নং-৯০৫১৮১৪৫৮৮

Mohiruddin Mondal
Advocate
Barasat Judges' Court
North 24 Parganas

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>অ্যাড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

<u>রাজ টেলিকম,</u>
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

<u>সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,</u>
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

<u>অবসর,</u>
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

<u>সবিতা কমিউনিকেশন,</u>
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

<u>আইনক্স অ্যাড এজেন্সি</u>
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

<u>শ্যাম কমিউনিকেশন,</u>
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

<u>মানসী অ্যাড এজেন্সি,</u>
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

<u>মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি</u>
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

<u>শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,</u>
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

<u>মুর্শিদাবাদ</u>

<u>পি' অ্যাডস সলিউশন,</u>
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

<u>বীরভূম</u>

<u>সংবাদ সারাদিন,</u>
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

চাকরিহারা গ্রুপ সি ও ডি শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ শ্রম দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাকরিহারা গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল শ্রম দপ্তর। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পয়লা এপ্রিল, ২০২৫ থেকে গ্রুপ সি শিক্ষাকর্মীদের মাসে ২৫ হাজার টাকা ও গ্রুপ ডি শিক্ষাকর্মীদের মাসে ২০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হবে। যে শিক্ষাকর্মী যে জেলায় কর্মরত ছিলেন, সেখানকার ডিআই অফিসে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। সেই আবেদনপত্র যাবে শিক্ষা দফতর। সেখান থেকে আবেদনপত্রটি পাঠানো হবে শ্রম দপ্তরে। এই আবেদনপত্রগুলি খতিয়ে দেখার জন্য স্ক্রিনিং কমিটি তৈরি করেছে শ্রম দপ্তর। এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন শ্রম কমিশনার। এছাড়াও থাকবেন শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম সচিব স্তরের আধিকারিক এবং অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার। আবেদনপত্র খতিয়ে দেখে এই কমিটি ভাতা দেওয়ার কাজ শুরু

করবে। প্রসঙ্গত, চাকরিহারা গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি শিক্ষাকর্মীদের এই মুহূর্তে যাতে সংসার চালাতে অসুবিধে না হয় তার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর জন্য রাজ্য সরকারের তরফে ' ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভলিহুড অ্যান্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি ইন্টারিম স্কিম ২০২৫' নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। যতদিন না তাঁদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে, ততদিন তাঁরা এই প্রকল্পের আওতায় ভাতা পাবে।

চিটফান্ড কাণ্ডে প্রতারিতদের টাকা ফেরত প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালতের নির্দেশে রোজ ভ্যালি চিটফান্ড কাণ্ডে প্রতারিতদের সপ্তম দফায় টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে চলছে ওই বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার সম্পত্তি নিলাম করে অর্থ সংগ্রহ। রোজ ভ্যালির বিনিয়োগকারীদের অর্থ ফেরত দিতে গঠিত অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটির চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ডি.কে শেঠ জানিয়েছেন, ফের আরেক দফায় রোজ ভ্যালি সম্পত্তি নিলামের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই পর্যায়ে ৩০টি জায়গায় ওই সংস্থার ৫৩টি সম্পত্তি নিলামে তোলা হবে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৪০৯ কোটি টাকা। তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত ওই বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এ রাজ্যের পাশাপাশি আসাম,ত্রিপুরা, ওড়িশা সহ প্রতিবেশী রাজ্য গুলি থেকে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একইসঙ্গে প্রতারিতদের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়াও চলছে। এর আগে ছয় দফায় ৩৯ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা আমানতকারীদের ফেরত দেওয়া হচ্ছে। সপ্তম দফায় ১৮ হাজার ৪১৭ প্রসারিত কে ২১ লক্ষ টাকারও বেশি ফেরত দেওয়া হবে। টাকা ফেরতের জন্য আবেদন নেওয়ার প্রক্রিয়াও চালিয়ে যাচ্ছে কমিটি। এপর্যন্ত টাকা ফেরত চেয়ে আবেদন করেছেন ৩১ লক্ষ ১৮ হাজারের বেশি মানুষ। তাদের আবেদন যাচাই করে ধাপে ধাপে টাকা ফেরত দিচ্ছে কমিটি।

ফসল নষ্টে সৌরশক্তি চালিত কোল্ড চেন তৈরির ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কৃষকদের ফসল নষ্ট হওয়া রুখতে রাজ্য সরকার সৌরশক্তি চালিত কোল্ড চেন ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা করছে। রাজ্যের অপ্রচলিত শক্তি দপ্তরের সচিব বরুণ কুমার রায় বলেন, ফল ও সবজি দ্রুত পচনশীল। উপযুক্ত ঠাণ্ডা শৃঙ্খল না থাকায় কৃষকদের অনেক সময় ফসল ফেলে দিতে হয়। সৌর ঠাণ্ডা শৃঙ্খল সেই সমস্যা কমাবে এবং কৃষকরা তাদের ফসলের ভাল দাম পাবেন। তিনি আরও জানান, ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনের সহায়তায় সল্টলেক সেক্টর ফাইভ-এ একটি গ্রিন জোন তৈরির পরিকল্পনা চলছেসেখানে ছাদের উপর সৌর প্যানেল বসানো সহ সমস্ত পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হবে। সেক্টর ফাইভ-এ আরও বেশি ইলেকট্রিক ভেহিকল চালু করাও এই পরিকল্পনার অংশ। চলতি বছরের শেষের দিকেই এই পরিকল্পনা রূপায়িত হবে বলে তিনি জানান। তিনি স্বীকার করেন যে পারমাণবিক, সৌর ও হাইব্রিড শক্তির সম্ভাবনা বাড়লেও এখনও দেশ অনেকটাই থার্মাল পাওয়ারের উপর নির্ভরশীল। রাজ্যে ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ স্থাপনের জন্য কিছু বিদ্যুৎ সংস্থার সঙ্গে কথাবার্তা চলছে বলেও জানান রায়। রাজ্যে অপ্রচলিত শক্তিতে বিনিয়োগ আগামী পাঁচ বছরে ৭০ হাজার কোটি টাকা ছুঁতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মিড ডে মিলের বরাদ্দ বৃদ্ধি কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে মিড ডে মিলের বরাদ্দ বাড়িয়েছে। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রের পিএম পোষণ দপ্তর প্রাথমিকে পড়ুয়া পিছু বরাদ্দ ৬ টাকা ১৯ পয়সা থেকে বাড়িয়ে করেছে ৬ টাকা ৭৮ পয়সা এবং উচ্চ প্রাথমিকে পড়ুয়া পিছু বরাদ্দ ৯ টাকা ২৯ পয়সা বাড়িয়ে করেছে ১০টাকা ১৭ পয়সা। এবার প্রাথমিকে কেন্দ্র দেবে ৪ টাকা ৭ পয়সা এবং রাজ্যকে দিতে হবে ২ টাকা ৭১ পয়সা। অন্য দিকে, উচ্চ প্রাথমিকে কেন্দ্র দেবে ৬ টাকা ১০ পয়সা এবং রাজ্য দেবে ৪ টাকা ৭ পয়সা। এর আগে, মিড ডে মিলের বরাদ্দ বেড়েছিল গত বছর ডিসেম্বর মাসে।

এদিকে বিকল্প পদ্ধতিতে মিড ডে মিলের রান্নার উদ্যোগ রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে। স্বনির্ভর হয়েই তারা পড়ুয়াদের জন্য তৈরি করবে মিড ডে মিল। সেইমতো রাজ্যে প্রথম একটি সরকারি স্কুলে বসানো হয়েছে রান্নার জন্য যন্ত্র, যা চলবে সৌরশক্তিতে। ইন্ডাকশন জাতীয় সেই যন্ত্রে হবে প্রায় ২২০০ জন পড়ুয়ার রোজকার রান্না। রাজ্যের একটি মাত্র স্কুলেই পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে এই কাজ শুরু করেছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। আগামী দিনে এই পদ্ধতি ব্যবহার করার ভাবনা রয়েছে অন্যান্য স্কুলেও।

হাওড়া-এসপ্ল্যানেডে চালু হল রিলাক্সেশন চেয়ার ও ডিজিটাল লকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে নতুন পরিষেবা চালু করল কলকাতা মেট্রো। শুক্রবার হাওড়া ও এসপ্ল্যানেড স্টেশনে উদ্বোধন করা হল বডি রিলাক্সেশন চেয়ার ও ডিজিটাল লকার। দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে হাওড়া ও ১টা ১৫ মিনিটে এসপ্ল্যানেড স্টেশনে এই পরিষেবার সূচনা করেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি. উদয় কুমার রেড্ডি।

এই আধুনিক পরিষেবার ফলে যাত্রীরা স্টেশনে বসেই স্বল্পমূল্যে মাসাজ ও শারীরিক ক্লান্তি দূর করার সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিরাপদে রাখতে পারবেন ডিজিটাল লকারে। হাওড়া ও শিয়ালদা ইতিমধ্যেই ফুট ম্যাসাজিং, ফুড কর্নারের মতো

পরিষেবা চালু রয়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও দুটি সুবিধা। মেট্রো রেল সূত্রে খবর, ভবিষ্যতে অন্যান্য স্টেশনেও এই পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যই কলকাতা মেট্রোর অগ্রাধিকার, এমনটাই জানানো হয়েছে কর্তৃপক্ষের তরফে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৪ মে ২০২৫, ৯ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার

ডিএন দে হোমিও-মেডিক্যালের ক্যাম্পাস নির্মাণ থমকে, কাঠগড়ায় শাসক-কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রথম সারির হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে বহুকাল ধরেই পরিচিত ডিএন দে হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ। কনভেন্ট লেনে এই কলেজের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণকাজে ছাড়পত্র দিয়েছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। স্বাস্থ্য দপ্তরের এই প্রকল্পে বাধাদানের অভিযোগ উঠল কলকাতা পৌরনিগমের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারের বিরুদ্ধে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যে প্রকল্পে সম্মতি দিয়েছিলেন, কাউন্সিলরের 'বাধা'-য় এক বছর ধরে থমকে সেই ৫৮ লাখ টাকার প্রকল্প। যদিও অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার। ডিএন দে হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছিলেন পড়ুয়ারা। মুখ্যমন্ত্রীর 'সম্মতি'-র রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর ডিএন দে হোমিপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজের জন্য ৫৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। এই হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল

কলেজের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস হওয়ার কথা কনভেন্ট লেনে। আর সেই কাজই গত এক বছর ধরে থমকে রয়েছে। বিরোধীদের বাধায় নয়। কাজ নাকি থমকে যায় শাসকদলের কাউন্সিলরের বাধায়। শুধু তাই নয়, ডিএন দে কলেজের অধ্যক্ষ শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় অসহযোগিতারও অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দারের বিরুদ্ধে। সঙ্গে এও জানান, একবার নয়, তিন-তিনবার কাউন্সিলরের অনুগামীদের বাধায় কাজ বন্ধ রেখেছে পূর্ত বিভাগ। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে আর্থিক মঞ্জুরির পর পূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় প্রকল্পের জমিতে সীমানা দেওয়াল তৈরির কাজ। কিন্তু বারবার বাধার সম্মুখীন হতে হয়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ৬০ শতাংশ কাজ হওয়ার পর তা আটকে দেন কাউন্সিলরের অনুগামীরা। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে চলতি সপ্তাহে কাজ করতে গেলে একই অভিজ্ঞতা হয় পূর্ত বিভাগের। তৃণমূল কাউন্সিলরের বাধায় স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকল্প ঘিরে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। নিরুপায় হয়ে স্বাস্থ্য ভবনের দ্বারস্থ হয়েছে হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। অভিযোগপত্রে কাউন্সিলরের নির্দেশে স্থানীয়রা প্রকল্পের কাজে বাধা দিচ্ছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ডিএন দে হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'কয়েকমাস আগে পিডব্লিউডি-এর তরফ থেকে জানানো হয়, স্থানীয় দুষ্কৃতীদের বাধায় কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এরপর লিখিতভাবে জানাতে বলি। তারপর কাজ শুরু হলেও আবার বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় কাউন্সিলর সহযোগিতা করলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।' তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেন মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার। এ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই জানান, 'অভিযোগ যে কেউ তুলতে পারেন। প্রকল্প এলাকায় একটি শিশু উদ্যান রয়েছে। মতিঝিল এলাকার নিকাশি পরিকাঠামোও রয়েছে।' এইকারণেই স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্বিগ্ন বলে মত কাউন্সিলরের। অধ্যক্ষের অভিযোগ রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। এই প্রসঙ্গে স্বপন সমাদ্দার এও জানান, 'মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের কাজ আটকে রাখার ক্ষমতা কি আমার রয়েছে?'

মাঠপুকুর থেকে ধাপার পথে প্রায় ৪০ অস্থায়ী কাঠামো গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন: অগ্নিকাণ্ডের জেরে ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ধাপা এলাকায়। সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের পর এবার পুরসভার জায়গাতে অবৈধভাবে গজিয়ে উঠেছিল প্লাস্টিক-সহ দাহ্য বস্তুর এক গোডাউন। যা ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিল পুর প্রশাসন।

প্রসঙ্গত, এপ্রিল মাসেই ধাপায় একটি ট্রান্সফর্মারে আগুন লাগে। কাছেই ছিল একাধিক প্লাস্টিক ও প্লাস্টিক সামগ্রী মজুত করা অস্থায়ী এক গোডাউন। ফলে এই গোডাউনে দাহ্য বস্তু ঠাসা থাকাতে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এমন ঘটনা কিন্তু একটা নয়, ধাপা রোড চত্বরে যেখানে সেখানে গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ মজুত রাখা গোডাউনে বারবার আগুন লাগার ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। এই প্রসঙ্গে এটাও বলতে হয়, ধাপায় একের পর এক ঝুপড়ি গড়ে উঠেছিল সরকারি জমিতে। মাঠপুকুর থেকে ধাপায় পুরসভার বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে যাওয়ার পথে রাস্তার দু'ধারে একাধিক জায়গায় একাধিক ঝুপড়ি রয়েছে। পাশাপাশি, সেখানে পুরসভার যে গ্যারাজ কিংবা অন্য প্লান্ট রয়েছে, তার বাইরে আশপাশেও বিভিন্ন অঞ্চলে পুরসভার জমিতে একাধিক দখলদার দখল নেয় সরকারি জমি। কোথাও তাতে দরমার ঘর টিনের শেড দেওয়া, কোথাও আবার বেড়ার ঝুপড়ি বানিয়ে সেখানে প্লাস্টিক, রবার-সহ বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ মজুত করে ব্যবসা করা হতো। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অভিযোগের আঙুল উঠেছে অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা এই প্লাস্টিক জাতীয় ব্যবসার দিকে। এবার এরই বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে নামল কলকাতা পুরসভা। পুরসভার জমিতে গজিয়ে ওঠা অবৈধ ঝুপড়িগুলি ভাঙতে নামল পুর কর্তৃপক্ষ। পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে এই ঝুপড়ি উচ্ছেদ করা হয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এই ঝুপড়িতেই অবৈধভাবে এই ব্যবসার কাজ চলে। বৃহস্পতিবার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে চালানো হয় এই যৌথ অভিযান। বিভিন্ন জায়গায় দখলদার সরিয়ে এই ধরনের ঝুপড়িগুলিকে আর্থ মুভার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এলাকা জুড়ে প্রায় ভাঙা হয় এমন প্রায় ৪০টি অস্থায়ী গোডাউন ও ঝুপড়ি। রীতিমতো পে লোডার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে একের পর এক এরকম টিনের শেড কিংবা বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা থাকা গুদাম আর ঝুপড়ি।

'ফেল' হলে এবার ভরসা বিজ্ঞান!

উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের সিদ্ধান্তে প্রশ্নচিহ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দু'বছর ধরে আর্টস বা কমার্সে ফেল, এবার তাদের জন্য বিজ্ঞানের দরজা খুলছে! উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, একাদশ ও দ্বাদশে অকৃতকার্য পড়ুয়ারা চাইলে নতুন করে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা শুরু করতে পারবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, যারা মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে পাস করতে পারেনি, তারা কীভাবে বিজ্ঞানের জটিল বিষয় সামলাবে?

সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের দাবি, বহু পড়ুয়া বিষয় বদলাতে চেয়ে আবেদন করেছিল, তাই এই বিশেষ ব্যবস্থা। কিন্তু প্রধান শিক্ষকদের একাংশ বলছেন, শিক্ষার মান ও ভিত্তি নিয়ে এ সিদ্ধান্তে ধস নামতে পারে। ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের এমন 'স্ট্রিম শিফট' কতটা যুক্তিসংগত, তা নিয়েও উঠেছে বিতর্ক। সংসদের যুক্তি, পুরনো বার্ষিক পদ্ধতিতে অনুত্তীর্ণদের নতুন সেমেস্টার পদ্ধতির সুযোগ দেওয়াই লক্ষ্য। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শিক্ষার গুণমান রক্ষা করতে হলে এই সিদ্ধান্ত আরও

পর্যালোচনার দরকার। নইলে শুধু সংখ্যা বাড়বে, ফল নয়। ছাত্রের ভবিষ্যৎ কি শুধু পদ্ধতির হাতেই ছেড়ে দেওয়া যায়? প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

সংক্রমণ ছড়াচ্ছে পিরোলা, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোভিড আবহে লকডাউনের সেই ভয়াবহ স্মৃতি এখন ফিকে হয়নি মানুষের মন থেকে। এদিকে সূত্রে খবর মিলছে, ফের নব রূপে মাথা চাড়া দিচ্ছে কোভিড। প্রতিবারই ভ্যারিয়েন্ট বদলে, নয়া নাম নিয়ে হানা দেয় কোভিড। এবার ভ্যারিয়েন্টটির নাম পিরোলা। ওমিক্রনেরই ই-সাব ভ্যারিয়ান্ট।

সিঙ্গাপুর-হংকংয়ে এই সংক্রমণ ছড়াচ্ছে দ্রুত গতিতে। আর এই ঘটনায় ফের সিঁদুরে মেঘ দেখছে ভারতীয়রাও। কারণ, ভারতের একাধিক শহরে নতুন করে ছড়িয়েছে এই সংক্রমণ। শুধু তাই নয়, কয়েকটি রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখীও। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, ওমিক্রনের এই সাব ভ্যারিয়েন্ট শরীরের থাবা বসালে ঠাণ্ডা লাগা, গলা ব্যথা, কাশি ও শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা তৈরি হচ্ছে। চোখের যন্ত্রণা, স্বাদ-গন্ধ চলে যাওয়া, পেশিতে ব্যথার মতো উপসর্গও নজরে পড়েছে এবার। এর পাশাপাশি চিকিৎসকেরা এও জানান, প্রবীণ নাগরিক,গর্ভবতী ও কোমোর্বিড রোগীদের মধ্যে সংক্রমণের আশঙ্কা বেশি। ফলে জনবহুল জায়গায় গেলে তাদের মাস্ক পরার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। এছাড়াও ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার উপরও জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, জেএনওয়ান কোভিড-১৯ এর ৩০ বার মিউটেশন হয়ে গিয়েছে। যার ফলে এই ভ্যারিয়েন্ট সংক্রামক বেশি এবং সহজেই মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এদিকে তথ্য বলছে, দেশের মধ্যে ফের সবচেয়ে বেশি করোনার এই নয়া ভ্যারিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়েছে কেরলে। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ১৮২। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য র‍্যাপিড রেসপন্স টিমকে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। যাদের মধ্যে সামান্যতম উপসর্গও চোখে পড়ছে তাদের টেস্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালগুলিকে ও আরটি-পিসিআর কিট ও অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থা পর্যাপ্ত রাখতে বলা হয়েছে। কেরলের কোট্টায়াম জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ৫৭, এরনাকুলামে ৩৪ এবং তিরুবনন্তপুরমে ৩০। কেরলের পর সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের হদিশ তামিলনাড়ুতে। সেখানে মোট অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যা ৬৬। তৃতীয় স্থানে রয়েছে মহারাষ্ট্র। সেখানে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬ জন। এরপর তালিকায় রয়েছে যথাক্রমে কর্নাটক ১৬, গুজরাত ১৫, পুদুচেরি ১২, দিল্লি ৫, হরিয়ানা ৪, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং সিকিমে আক্রান্ত ১ জন করে। ফলে কিছুটা হলেও স্বস্তির জায়গায় রয়েছে বাংলা।

শিক্ষকদের 'হুলিগান' বলে বিতর্কে কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এফআইআরে নাম থাকা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না, শুক্রবার এমনই নির্দেশ দিতে দেখা গেছে কলকাতা হাইকোর্টকে। এমনকী শিক্ষা দপ্তরের করা শোকজও কার্যকর হবে না বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এদিন ওই চাকরিহারা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সওয়াল করতে গিয়ে তাঁদের 'হুলিগান' বলে আখ্যা দিতে দেখা যায় রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কল্যাণের এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা।

আদালত সূত্রে খবর, এদিন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'হুলিগানদের জন্য স্তব্ধ হয়ে পড়েছে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল, ভিজিল্যান্স কমিশন ও এসবিআই-এর শাখা।' তাঁর এই মন্তব্যর পরই সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রশ্ন ওঠে চাকরি হারিয়ে যারা রাস্তায় বসে আন্দোলন করছেন তাঁদেরকে কীভাবে 'গুণ্ডা' আখ্যা দিলেন বর্ষীয়ান এই আইনজীবী। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এক আন্দোলনকারী জানান, 'সুখের জীবন ছেড়ে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। হতদরিদ্রের মতো রাস্তায় বসে। আর আমাদেরই হুলিগান বলছেন!' প্রায় একই সুর আর এক চাকরিহারা আন্দোলনকারীর গলায়। তিনি বলেন,'আমরা এত বছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়েছি। এই নোংরা মন্তব্য করলে তাদের কাছে কী বার্তা পৌঁছবে?' এক আন্দোলনকারী বরং পুলিশের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান,'শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাঝে সেদিন হঠাৎ পুলিশ লাঠিচার্জ করে। গুণ্ডা তো পুলিশ।' এরপর এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'যেখানে হুলিগান বলার, সেখানে হুলিগান বলতে হবে।' একইসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, '১৫ মে যা হয়েছে, তাকে আপনি কী বলবেন? যেভাবে সব ভেঙে ফেলছে, সেগুলো বলব না?' এদিকে এই ঘটনায় ছেড়ে কথা বলতে রাজি নয় বঙ্গের স্যাফ্রন ব্রিগেড। পাল্টা আক্রমণে গিয়ে কল্যাণকে বিঁধেছেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, 'এই শিক্ষকরাই কোনও একদিন এদের পড়িয়েছে। সেই শিক্ষকদের কেউ যদি কেউ এভাবে হুলিগান বলে, তাহলে কিছু বলার নেই। আসলে উনি তৃণমূলের ভিতরের কিছু শিক্ষককে দেখে গোটা শিক্ষক মহলকে বিচার করছেন।'

পুলিশের ইউনিফর্ম চুরি করে তোলাবাজি, কাঠগড়ায় সিভিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের কাঠগড়ায় সিভিক ভলান্টিয়ার। কলকাতায় পুলিশের ইউনিফর্ম চুরি করে তোলাবাজির ঘটনায় জড়াল সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম নীরজ সিং। অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে আটক করেছে কসবা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে এও জানানো হয় যে, বৃহস্পতিবার রাতে কসবার বাসিন্দারা ১০০ নম্বরে ডায়াল করে জানান, একজন সিভিক ভলান্টিয়ার এলাকায় পুলিশের কনস্টেবলের উর্দি পরে লাগামছাড়া তোলাবাজি করছেন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কসবা থানার পুলিশ। এরপরই নীরজ সিং নামে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে আটক করে তারা। পুলিশ সূত্রে এও খবর মিলছে যে, ধৃত সিভিক প্রগতি ময়দান থানার তত্ত্বাবধানে কর্মরত। যখন পুলিশ তাকে আটক করে, সেই সময় মদ্যপ ছিলেন অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার। এই ঘটনায় কসবা থানার তরফ থেকে জানানো হয়েছে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ক'দিন আগেই ট্রাক ও গাড়ি থেকে জুলুম করে পুলিশের বিরুদ্ধে টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছিল বরাহনগর থানার অন্তর্গত বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশের বিরুদ্ধে এক মহিলার প্রতিবাদের একটি ভিডিও ভাইরালও হয়েছিল। ওই ভিডিওর জেরেই ক্লোজ করা হয় ব্যারাকপুর কমিশনারেটের অভিযুক্ত এক এসআই ও সিভিক ভলান্টিয়ারকে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরুও হয়েছে।

সিএসটিসির পিএফ নিয়ে অবমাননা!

মদন মিত্রর বিরুদ্ধে রুল জারি হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র, রাজ্য অর্থসচিব ও সিএসটিসি-র শীর্ষ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে রুল জারি করলেন বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। সিএসটিসি-র এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্টের চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন মদন মিত্র। অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও বহু অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এখনও তাঁদের পিএফের টাকা পাননি।

এই পরিস্থিতিতে আগামী ৪ জুলাই মদন-সহ অভিযুক্ত সবাইকে

আদালতে হাজির থাকতে হবে। কেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তার ব্যাখ্যা শুনতে চান বিচারপতি। প্রসঙ্গত, সিএসটিসির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইনি জটিলতা ও পদ্ধতিগত কারণে বিলম্ব ঘটেছে। পিএফ টাকা আদায় সংক্রান্ত মামলায় এর আগেই আদালত টাকা মেটানোর নির্দেশ দিয়েছিল। তবু তা কার্যকর না হওয়ায় আদালত কড়া পদক্ষেপ করল। তবে এখনও পর্যন্ত মদন মিত্র বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এই ঘটনাকে ঘিরে প্রশাসনিক গাফিলতি ও আদালতের প্রতি অবহেলার অভিযোগে শোরগোল রাজ্য প্রশাসনে।

বঙ্গে নতুন রাজ্যপাল হতে পারেন বেলা ত্রিবেদী

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীঘ্রই বদল আসছে বাংলার রাজভবনে। কেন্দ্রীয় সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমান রাজ্যপাল ড. সি ভি আনন্দ বোস তার মেয়াদ শেষ করতে চলেছেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন সুপ্রিম কোর্টের সদ্য প্রাক্তন বিচারপতি বেলা মাধুর্য ত্রিবেদী।

জুনে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা থাকলেও তিনি ইতিমধ্যেই তা সেরে ফেলেছেন। এক সপ্তাহব্যাপী বিদেশ সফরের পর তিনি দায়িত্ব নেবেন বলে জানা গিয়েছে। গুজরাতের এই আইনজীবী এর আগে নরেন্দ্র মোদির মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে রাজ্যের আইন সচিব ছিলেন। পরে তিনি গুজরাত হাই কোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। বিচারপতি থাকাকালীন একাধিক বিতর্কে জড়িয়েছিলেন বেলা। বিলকিস বানোর মামলার শুনানি থেকে সরে যাওয়া-সহ নানা ইস্যুতে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। দিল্লির কংগ্রেসঘনিষ্ঠ আইনজীবীদের একাংশের অভিযোগ, তিনি বিজেপি ঘনিষ্ঠ। কেন্দ্র এবার এক মহিলা রাজ্যপালের হাত ধরে বাংলায় পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সব ঠিকঠাক থাকলে শীঘ্রই রাজভবনে রাজ্যপাল হয়ে বসবেন বেলা ত্রিবেদী।

সোদপুর ভগ্নদশায় মহাপ্রভুর আবক্ষ মূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পানিহাটির ঐতিহ্যবাহী দন্ড মহোৎসব অর্থাৎ দই-চিঁড়ে উৎসব এবারে ৫০৯ তম বর্ষে পদার্পন করতে চলেছে। আগামী ৯ জুন পানিহাটির মহোৎসবতলা ঘাটে অনুষ্ঠিত হবে এই দন্ড মহোৎসব। রাজ্যের অন্যতম এই প্রাচীন উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের কাহিনী। তবে মহাপ্রভুর পদধূলিধন্য এই পানিহাটির প্রাণকেন্দ্র কিন্তু সোদপুর ট্রাফিক মোড়। সেখানেই রয়েছে চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি সুদৃশ্য আবক্ষ মূর্তি। অভিযোগ, সংস্কারের অভাবে শ্রী চৈতন্যের সেই আবক্ষ মূর্তিটির মাথার ওপর থাকা কংক্রিটের ছাতাটি ভেঙে গিয়ে মূর্তিটি ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তাছাড়া মূর্তি-সহ অন্যান্য পার্শ্ববর্তী সাজসজ্জায় ব্যবহৃত রঙ-ও ফিকে হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিন বাদেই পানিহাটির মহোৎসবতলা ঘাটে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে চৈতন্য

মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত প্রাচীন সেই দন্ড মহৎসব। অথচ মহাপ্রভুর আবক্ষ মূর্তি সংস্কারের ব্যাপারে পুরসভার কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। যদিও মহাপ্রভুর এই মূর্তির বিষয়ে পানিহাটি পুরসভার পুরপ্রধান সোমনাথ দে বলেন, দুই-একদিনের মধ্যেই মূর্তি সংস্কারের কাজে হাত লাগানো হবে। আগামী ৯ জুন দন্ড মহোৎসবের আগেই মহাপ্রভুর মূর্তি-সহ স্থানটিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হবে।

আবার ফিরতে চলেছে আমহার্স্ট স্ট্রিট আম উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: আম নিয়ে একটা গোটা 'উৎসব' এর আয়োজন করে ফেলা বাঙালির পক্ষেই সম্ভব! গরম পড়তেই সব ফলকে ব্যাকফুটে ফেলে আমের মরশুম শুরু হয়েছে। কাঁচা-পাকা আমের বিভিন্ন পদ নিয়ে মেতেছে আম-জনতা। তাই এক বছর বিরতির পর ফের আয়োজিত হতে চলেছে আমহার্স্ট স্ট্রিট আম উৎসব। আয়োজনে ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা সোমা চৌধুরী। দ্বাদশ বর্ষে পা দিল এই আম উৎসব। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে দিলেন সোমা চৌধুরী ও প্রিয়াল চৌধুরী। সঙ্গে উৎসবের পোস্টারের উন্মোচন করা হয়। সোমা চৌধুরী জানান, তিনি নিজে আম বিলাসী, তাই এই ধরনের একটা উৎসবের কথা মাথায় আসে তাঁর। প্রতি বছর এই আম উৎসবে আম দিয়ে বিশেষ পদ তৈরি করে চমক দিয়ে থাকেন তাঁরা, এ বছরও সেই চমক থাকবে। তবে কী সেই চমক এখনই খোলসা করতে চাননি সোমা চৌধুরী। তিনি জানান, আম ফুচকা, আমের শরবত, আমের চপ, আম-দই, আম মিষ্টি ও আমের ফিরনি, আমের মোমো তো মিলবেই, সঙ্গে থাকবে কাটা আম।

সব মিলিয়ে প্রায় এক হাজার কেজি আম আনা হচ্ছে এবার। ১৬ থেকে ১৭টি স্টলে পাওয়া যাবে আমের বিভিন্ন পদ। এই আম উৎসব উদ্বোধন করবেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ও উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব। এদিন চৌধুরী দম্পতি জানান, এই উৎসবে থাকছে না কোনও প্রবেশ মূল্য। যে কেউ এসে যোগ দিতে পারবেন এই উৎসবে, চেখে দেখতে পারবেন আমের নানান পদ।

গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্সকে দেওয়া অর্ডার বাতিল বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেখ হাসিনার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্সকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী একটি অত্যাধুনিক 'ওশাল-গোয়িং টাগ' বা বিশেষ ধরনের জাহাজ নির্মাণের অর্ডার দিয়েছিল। অর্ডারটি ছিল প্রায় ২১ মিলিয়ন ডলারের। যা ভারতীয় মুদ্রায় ১৮০ কোটি টাকা। তবে সেই অর্ডার বাতিল করা হয়েছে বলেই সূত্রে খবর।

শেখ হাসিনা সরকারের আমলে নেওয়া বহু সিদ্ধান্ত আগেও আটকে দিয়েছে মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। মনে করা হচ্ছে, বর্তমানে দুই প্রতিবেশির মধ্যে সম্পর্কের অবনতির কারণেই গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্সের এই অর্ডারও বাতিল করা হল। যদিও বাংলাদেশ কেন এই জাহাজ তৈরির অর্ডার বাতিল করেছে, সে বিষয়ে কোনও অফিসিয়াল বার্তা মেলেনি। সূত্রে খবর, দৈর্ঘ্যে ৬১ মিটার এবং প্রস্থে ১৫.৮ মিটার আকৃতির একটি 'ওশান-গোয়িং টাগ' নির্মাণের বরাত পেয়েছিল গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স। এর গভীরতা হওয়ার কথা ছিল প্রায় ৭ মিটার। প্রতিরক্ষা কাঠামো শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই এই জাহাজ নির্মাণের বরাত দিয়েছিল বাংলাদেশ। এই জাহাজটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৩ নটিক্যাল মাইল গতিবেগে যেতে পারবে বলে চুক্তিতে উল্লেখ করা ছিল। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ডিফেন্স পারচেজ এবং গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স সংস্থার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২০২৪ সালের ১ জুলাই। ঠিক তার আগের মাসেই শেখ হাসিনা ভারত সফরে এসেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানেও। সেই সময়েই দুই দেশের মধ্যে এই চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়। চুক্তি অনুয়ায়ী জাহাজটি তৈরি করে সর্বোচ্চ ২৪ মাসের মধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ডেলিভারি দেওয়া হবে বলেও শর্তে উল্লেখ ছিল। ফলে ২০২৬ সালের মাঝামাঝি নাগাদ এটি বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ছিল গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্সের। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বছর না ঘুরতেই অর্ডারটি এখন বাতিল করে দেওয়া হল।

উল্লেখ্য, ওশান-গোয়িং টাগ হল অত্যন্ত শক্তিশালী ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষ এক ধরনের জাহাজ, যা মাঝসমুদ্রে বা উন্মুক্ত সাগরেও বিপন্ন জাহাজকে 'টোও' করে টেনে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসতে পারে। এই ধরনের জাহাজকে 'টাগবোট'ও বলা হয়। এর একটি বিশেষত্ব হল, জাহাজটি নিজের থেকে বড় আকার জাহাজকে সামনে পা পিছনে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। পৃথিবীর সব বড় বড় বন্দর ও হারবারে টাগবোট একটি অপরিহার্য অংশ। বড় বড় জাহাজের ডকিং ও বার্থিং-এর সময় এই ধরনের ছোট ও শক্তিশালী জাহাজের প্রয়োজন পড়ে।

সম্পাদকীয়

মোদি সরকারের সাতটি বহুদলীয় প্রতিনিধি দল গঠন নিঃসন্দেহে কূটনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক

‘অপারেশন সিঁদুর’-এর পর ভারতের আন্তর্জাতিক সমর্থন অর্জনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের সাতটি বহুদলীয় প্রতিনিধি দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে কূটনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত বিশ্বের সামনে একটি ঐক্যবদ্ধ, বহুধর্মীয়, বহুজাতিগত, এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে নিজেদের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করতে চায় এবং সেই সঙ্গে সন্ত্রাসের মদতদাতা হিসাবে পাকিস্তানের প্রকৃত ছবিটি তুলে ধরতে চায়। এই পদক্ষেপে ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। বিভিন্ন ধর্ম, জাতি, ভাষা এবং রাজনৈতিক মতবাদের মানুষকে একত্রে গেঁথে একটি জাতি গঠনের যে-স্বপ্ন নিয়ে ভারত স্বাধীন হয়েছিল, এই প্রতিনিধি দলগুলির বহুত্ববাদী গঠন সেই স্বপ্নেরই এক জাগ্রত প্রকাশ। একদিকে যখন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির ‘দ্বিজাতি তত্ত্ব’-কে ফের উসকে দিয়ে বলছেন যে, হিন্দু ও মুসলিম একসঙ্গে থাকতে পারে না, তখন ভারতের পক্ষ থেকে এই ঐক্যর বার্তা বিশ্বের সামনে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। যে রাষ্ট্রগুলি ভারত ও পাকিস্তানকে এখনও ‘অভিন্ন’ বলে মনে করছে, তাদের এখন এই বার্তাটি দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে, পাকিস্তানের পথ বিভাজনের, আর ভারতের পথ হল সংহতির। তাছাড়া, বিদেশি রাষ্ট্রগুলির এই দৃষ্টিভঙ্গি ভাঙার জন্য ভারতের একান্ত প্রয়াস দরকার রয়েছে। বহু দশকের পরিশ্রম ও ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র এবং দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির মাধ্যমে আমরা যে ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছি, তা টিকিয়ে রাখতে হলে এখন আরও সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ অবস্থান দরকার।

শব্দবাণ-২৮২

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সহযোগ না করা ৪. নিকৃষ্ট, বাজে ৫. আভরণ ৭. রাবণ, দশানন ৯. দ্রুত গতি ১১. নাজেহাল।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ব্যর্থ, কারণহীন ২. বাজার ৩. মিলের অভাব ৬. চাকলা, জেলার অংশ ৮. কাঠঠোকরা পাখি ১০. বীজ।

সমাধান: শব্দবাণ-২৮১

পাশাপাশি: ১. মতবিরোধ ৩. কমল ৫. হাবিব ৭. পিরীচ ৮. রসদ ১০. অনিন্দনীয়।

উপর-নীচ: ১. মহিম ২. রোজহাসর ৩. কদাপি ৪. লপচপানি ৬. বলদ ৯. সময়।

জন্মদিন

আজকের দিন

বাচেন্দ্রি পাল

১৯৫৪ *বিশিষ্ট পর্বতারোহী বাচেন্দ্রি পালের জন্মদিন।*

১৯৫৫ *বিশিষ্ট সুরকার রাজেশ রোশনের জন্মদিন।*

১৯৬৫ *বিশিষ্ট সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাইয়ের জন্মদিন।*

দুর্নীতির জাঁতাকলে পড়ে শিক্ষাক্ষেত্রই আজ সবচেয়ে বেশি অস্তিত্ব সংকটে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

কল্যাণকামী চেতনায় জীবনযাপনের ক্ষেত্রে মানুষ কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলে। সেখানে নিয়মের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে নীতির আদর্শ আমাদের মানবিক অস্তিত্বকে শুধু স্বতন্ত্র করে তোলে না, শ্রেষ্ঠ জীবের পরিচয়েও মহিমান্বিত করে। সেক্ষেত্রে নিয়ম-রীতির চেয়ে নীতির পাল্লা আপনাতেই ভারী। কেননা মনুষ্যেতর প্রাণীদেরও কিছু নিয়ম-রীতি আছে । নীতির আদর্শেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিমায়িত হয় । আবার দুর্নীতি মানেই নীতিহীনতা নয়। অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প নীতিকেও অনেকের কাছে দুর্নীতি মনে হয় । মানুষের মানবিক মূল্যবোধের মধ্যেই নীতি-আদর্শের বিস্তার । অর্থাৎ তার মূল্যবোধ এমন একটা নীতিতে বাঁধা থাকে যার মধ্যে মানুষ তার নৈতিক আদর্শ খুঁজে পায়। কোনো মূল্যেই মানুষ তা বিক্রি করে না। তার মধ্যে তার চরিত্রের সততা, ন্যায়, নিষ্ঠা,আদর্শ প্রভৃতি মূর্তি থেকে প্রতিমা হয়ে ওঠে। এইজন্য মানুষের নৈতিক আদর্শ চলে গেলেই তার পশুত্ববোধ জেগে ওঠে। তার মধ্যেই মানুষের ‘বাঁচো ও বাঁচাও’-এর মনুষ্যত্ববোধ সক্রিয় থাকে। পশু শুধু নিজে বাঁচে, মানুষ মানুষকে বাঁচিয়ে বেঁচে থাকে । দুর্নীতির মহামারীতে সব আজ বিপর্যস্ত মনে হয় । নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নীতিকে অস্বীকার করার প্রবণতায় বিশ্বাসের পৃথিবীটাই আজ ঠিকানাহীন শূন্যতায় নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত মনে হয়। নীতির অভাববোধে দুর্নীতির বাড়বাড়ন্তেই শুধু নয়, দুর্নীতিকে মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার অনৈতিক নীতিও আমাদের পীড়িত করে না, আমাদের জাগিয়ে তোলে না, বিস্ময়কর হলেও তা ভয়ঙ্কর সর্বনাশী সত্যের মুখোমুখি আমরা । আসলে শরীর যখন অবশ হয়ে আসে, তখন তার শারীরিক চেতনা লুপ্ত হয় । তারপরেও মগজে মানুষ সাড়া দেয়। সেই মগজটাই যখন প্রতিক্রিয়াহীন হয়ে পড়ে, তখন আর কিছু বাকি থাকে না। সমাজজীবনে দুর্নীতির লাগামহীন চলন ক্রমশ দেহ ছেড়ে মগজেও তার বিস্তার করে চলেছিল । সেখানে দুর্নীতিই হয়ে ওঠে আত্মপ্রতিষ্ঠার সোপান, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জাদুদণ্ড, ইচ্ছাপূরণে আলাদীনের প্রদীপ । তখন দুর্নীতিই নীতিকে গ্রাস করে, মূল্যবোধকেই নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে। অনেক আগেই তার সূচনা হয়েছিল। ক্রমশ তা সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হয়ে ধরা পড়ছে মাত্র । অথচ তার সর্বগ্রাসী প্রভাব প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

জন্মেই কেউ মানুষ হয় না । তাকে মানুষ হয়ে উঠতে হয়। না-মানুষ থেকে মানুষে পরিণত হতে থাকে ক্রমশ । সেখানে নীতি মানার মধ্যেই তার মানবিকতার বিকাশ চলে নিরন্তর। সেই নীতির আলোতেই তার মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটে । আর সেখানেই তার সকলের তরে সকলে আমরার অমরাবতী । এজন্য পশুর মতো নীতিহীন স্বেচ্ছাচারী আচরণ করলেই লোকে তাকে অমানুষ বলে চিহ্নিত করে । মানুষে উত্তরণের পথেই নীতির আলোই পথপ্রদর্শক । অবশ্য নীতির আদর্শকে যে সবসময় সবাই রক্ষা করতে পারে, তাও না। কিন্তু রক্ষা করাটা জরুরি। তাতে বোঝা যায় যে একটা মানুষ তার সংযম, তার মানবতাবোধ, তার মূল্যবোধ কতটা সুনিয়ন্ত্রিত পথে সক্রিয় রেখেছে । এজন্য নীতিবোধ হারিয়ে গেলেই মানুষ আর পশুর পার্থক্য ঘুচে যায়। সেদিক থেকে মানুষের জীবনে চারিত্রিক আদর্শই তার অমূল্য সম্পদ। সেকালে বিদ্যা-শিক্ষার লক্ষ্যেও ছিল সেই চরিত্র গঠন । সেখানে আধুনিক শিক্ষায় মার্কশিট রাঙিয়ে জীবন রাঙানোর আয়োজনে সেই চরিত্র গঠনের লক্ষ্যই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে । অথচ আদর্শ শিক্ষার পরিচয়ে মানুষের নৈতিক চরিত্র মহার্ঘ বিশেষ। একজন মানুষের যদি কোন গুণ না থাকে, বিশেষ করে সে প্রতিভাশালী নাও হয়, যদি তার নৈতিক আদর্শ ঠিক থাকে, তবুও সে মানুষের কাছে সম্মান-সমাদর লাভ করে। মনে রাখতে হবে পশুদের স্বভাব থাকে, মানুষের চরিত্র। পশুদের স্বভাব একই রকম থেকে যায়, কিন্তু মানুষের চরিত্রের উত্তরণ ঘটে। আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, সামান্য থেকে অসামান্য, সাধারণ থেকে অসাধারণ, তুচ্ছ থেকে মহৎ-এর দিকে এগিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, বাহুবলে নয়, চরিত্রবলেই মানুষ বৃহৎ ও মহৎ । সেখানে মানুষের নীতিবোধই আদর্শ হয়ে ওঠে । স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের নৈতিক অধঃপতন শুধু ব্যক্তিগত সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, সমাজজীবনেও তার তীব্র প্রভাব বিস্তার করে । দুর্নীতি নিয়ে সেই অস্তিত্ব-সংকট আজ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। ব্যাধি এখন শরীর ছেড়ে মগজে প্রবেশ করেছে।

আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে ব্যাপক হারে, আধুনিকতার আলোর বিস্তারও চোখে পড়ার মতো। লোকে আগে নিরক্ষরকে চোখ থাকতেও অন্ধ বলত, তখনও দুর্নীতি নিয়ে হইচই হত না। এখন বিদ্যাশিক্ষায় চক্ষুষ্মানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তাদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির হদিশে বিস্মিত হয় সেই অন্ধরাই। আসলে সেটাই তো স্বাভাবিক । শিক্ষা আমাদের আত্মসচেতন করে। আর সেখানেই মনধনের চেয়ে মূলধনের হাতছানি যত তীব্র হয়ে ওঠে,ততই তার নীতিবোধের আদর্শ অকেজো হয়ে পড়ে। আধুনিক জীবনে অর্থের গুরুত্ব যত বেড়েছে,ততই তার মোহ ও মায়ায় নীতিবোধ গুরুত্ব হারিয়েছে। সেখানে শিক্ষায় জীবনবোধ জেগে না উঠলেও অর্থবোধ তীব্র গতিতে ছড়িয়ে পড়ে । তাতেই থ্দ্র:ত্রাহ্ন্স্দ্রত্রএঠত্র ঠস্তু: ড্র:ত্রা মনে হয় । আর তা লাভ করার ক্ষেত্রে শিক্ষিতদের মধ্যে নীতিহীন প্রতিযোগিতা স্বাভাবিকতা লাভ করে। কে কাকে কীভাবে ঠকিয়ে বা প্রতারণা করে কতটা বড় হতে পারে,তার অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। সেক্ষেত্রে বিদ্যাশিক্ষার আলোতে নীতিবোধকেই উপেক্ষা করে দুর্নীতির হাতছানি আমাদের বিপথগামী করে তুলেছে । আর সেই বিপথই আমাদের সমূহ বিপদ। বিদ্যাশিক্ষার আলো আমাদের প্রাণিত করেনি, তার অন্ধকার আমাদের উজ্জীবিত করেছে । হিসাব শিখে না ঠকার সঙ্গে না ঠকানোও নৈতিকতা প্রত্যাশিত ছিল । অথচ তা শিখে ঠকানোর মাধ্যমে যদি বড় হওয়ার স্বপ্ন জেগে ওঠে, তাতে শিক্ষাই দুর্নীতির সহায়ক হয়ে যায়। অন্যদিকে বৈধ পথে সীমিত আয়ের চেয়ে অবৈধ পথে অসীম আয়ের বিপুল সম্ভাবনা আপনাতেই হাতছানি দেয় । শুধু তাই নয়, আয়ের চেয়ে অবৈধ উপরি আয়ের আকর্ষণ মোহ বিস্তার করে । সেক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধ হাতধরাধরি করে চলে। ক্রমশ সেই বৈধ আয়ের পথটিই যখন অবৈধ পথে চলে আসে, তখন নীতিহীনতা শুধু দুর্নীতি শব্দে ধরা যায় না । কেননা দুর্নীতি বললে তাতেও কিছু নীতির ছায়া থাকে। আমরাও আমাদের ছাত্রছাত্রীদের আগে সবটা না হলেও কিছুজন তো বৈধ হবে বলে আশ্বস্ত করতে পারতাম । তাতেই হওয়ার কথা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছি। সেই বিশ্বাসটিও আজ অস্তগামী সূর্য । সামনে তার ঘোরতর অন্ধকারের অশনি সংকেত, লক্ষ্যহীন জীবনের অরাজকতা ।

আসলে সবটাই যখন নীতিহীন হয়ে পড়ে,তখন দুর্নীতিটাই নীতি হয়ে ওঠে। শিক্ষাক্ষেত্রেও তার পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠেছে । আগে পরীক্ষা মানে ছিল যাচাই, এখন তাতে ফাঁক আর ফাঁকি । যাচাই হয়েছে যা চাই । অর্থাৎ শিক্ষা নয়, যা হতে চাই, তাই জরুরি । শিক্ষার্থীর কাছে বড় হওয়া মানে বড়লোক বা ধনী হয়ে উঠেছে, বড় মানুষ মনে হয়নি । শিক্ষার লক্ষ্যই যেখানে যা চাই হয়ে ওঠে, সেখানে নীতির আশ্রয়ের চেয়ে দুর্নীতির প্রশ্রয় স্বাভাবিকতা লাভ করে । দুর্ভাগ্যের বিষয়, যেখানে নীতিবোধে জীবনের ইমারত গড়া প্রয়োজন, সেখানেই দুর্নীতির ইট-কাঠ- পাথরের নিবিড় আয়োজন । শিক্ষক থেকে শিক্ষাকর্মী সর্বত্র তার বিস্তার । তাতে শিক্ষানিকেতন পাকা হলেও শিক্ষাই কাঁচা হয়ে পড়ল। তাতে শিক্ষার আলো নিভে যায়, শিক্ষার্থীর জীবন দিশাহীন অন্ধকারে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে । এজন্য বর্তমানে শিক্ষার সিস্টেমটাই ভেঙ্গে পড়েছে। বৈধ পথে যোগ্যতাই শেষ কথা, মূল্যায়নই নীতি, প্রতিযোগিতাই তার সোপান। তার জন্য কঠোর শ্রম ও সাধনা জরুরি । তার চেয়ে অবৈধ পথ সহজ ও সুগম । তাতে প্রতিযোগিতার বালাই নেই, নির্বিচারে ও নির্বিরোধে সহজলভ্য । তাতে যোগ্যতা নয়,যোগাযোগই আসল। কেনাবেচার বাজারের মতোই তার ক্রেতাবিক্রেতার সম্পর্ক,আবার পাইয়ে দেওয়ার দানপ্রতিদানে দাতাগ্রহিতার ছদ্মবেশী গোপন আয়োজন।

অন্যদিকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দুর্নীতির মিশ্রণ ঘটেছে নানা কারণে। ভোগবাদী সমাজে আমাদের চাহিদা বেড়ে গেছে অনেক বেশি । চারাদিকে চাহিদার অস্থির প্রতিযোগিতা। তার ফলে আমরা খুব অল্প সময়ে আমরা অনন্ত চাহিদা পূরণের মরিয়া হয়ে উঠেছি। আমরা কী চাই জানিনা, কতটা চাই, তাও জানিনা। আমাদের কী পেলে আমাদের উন্নতি হবে তাও স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে সব থেকেও আমাদের অতৃপ্ত মন। আসলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শুধু আয় করতে শেখায়, ব্যয় করতে শেখায় না। তার ফলে বর্তমান শিক্ষা আমাদেরকে উপার্জনক্ষম করে বড়লোক হওয়ায় মোহ বিস্তার করে, জীবনবোধই গড়ে তুলতে অসফল হয় । সেখানে সেই মোহ আমাদের দুর্নীতির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে ! অন্যদিকে আমাদের লক্ষ্যই হয়ে গেছে বেশি করে আয় করে সুখ ভোগ করা, বেশি করে আরও বেশি আনন্দের উপকরণ কেনা, আর্থিক নিশ্চয়তা সুনিশ্চিত করা। অথচ যে-কোনও ভাবে প্রচুর টাকা ইনকাম করা গেলেও আনন্দকে কেনা যায় না। যেমন, ঘড়ি কেনা যায়, কিন্তু সময় কেনা যায় না। বিছানা কেনা যায়, ঘুম কেনা যায় না। সেক্ষেত্রে আমাদের ভোগবাদী মনের বিকৃত কামনাবাসনা ও লালসাও শিক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। একটা অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাচ্ছে। যে ছাত্ররা আজ দুর্নীতির পথে এগিয়ে গিয়েছে, শিক্ষকসমাজও তার জন্য দায়ী। রিক্রুটমেন্টে তো শিক্ষকরাও যুক্ত থাকেন। কেউ তো বিদ্রোহ করছি না। মানবো না বলে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছি না। তার মানে গোটা সিস্টেমটাই নীরবে নিভৃতে আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেদিন থেকে অর্থ বড় হয়ে উঠেছে, ধন উপার্জন করাটাই জীবনের লক্ষ্য মনে হয়েছে, সেইদিন থেকেই আমাদের চৈতন্য মরক লেগেছে। ভোগবিলাস মানুষকে শুধু সমাজবিচ্ছিন্ন করে না,স্বার্থপর দৈত্যে পরিণত করে,পারস্পরিক সম্পর্ককেই অস্বীকার করতে শেখায় । যেনতেন প্রকারে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দই তাতে প্রাধান্য পায় । সেখানে নিজের স্বার্থপূরণে শুধু নীতিকে অমান্য করে না, পশুকেও হার মানায় । পশু তার প্রয়োজনের বেশি শিকার করে না, মানুষের শিকার অন্তহীন পথে চলে। যতই তার মনে ইচ্ছে পূরণের বিকৃত রূপকথা জেগে ওঠে,ততই দুর্নীতির সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। তাতে দুর্নীতির শিকারে যোগ্যতাই অস্বীকৃত হয় না, মানুষের নৈতিকতা নিঃস্ব হয়ে পড়ে । কেননা সেখানে নিজে ভোগবিলাসে থাকাই শেষ কথা,অন্যকে বাঁচানোর কোনো দায় নেই । সর্বগ্রাসী দুর্নীতির সেই পথে বিচার ব্যবস্থাই আমাদের শেষ ভরসা। কিন্তু তাতে কি আমরা আমাদের দায় এড়াতে পারি? আমাদের নীরবতাও কি এই দুর্নীতিকে ক্রমশ প্রশ্রয় দেয়নি ? অতি সামান্য ছিদ্রই জলের তোড়ে বড় হতে থাকে, সময়ে শক্ত বাঁধকেই ভেঙে ফেলে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতীয় ধ্রুপদী শাস্ত্রীয় সংগীতকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছান পণ্ডিত রবিশঙ্কর

প্রদীপ মারিক

পূব আকাশের রূপ প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হয়। স্নিগ্ধ বাতাবরণ সৃষ্টি করে ভোর পেরিয়ে যায়। পাখিরা নীড় থেকে উড়ে যায় মেঘেদের কোল ঘেঁষে। শুভ সকালের বার্তা নিয়ে আসে। এই ভোরের স্নিগ্ধতায় সৃষ্টি হয় ‘ভৈরবী’ রাগ। সকাল মানেই আবার একটা কর্মব্যস্ত দিন। গাছেরা সালোকসংশ্লেষ শুরু করে খাদ্য তৈরি করে। পাখিরা সারা দিনের খাদ্যের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এ গাছ থেকে ও গাছে। এই সময় যেন অপেক্ষা করে রাগ ‘বিলাবল’। আবার সারা দিনের ক্লান্তির পর পাখিরা যে যার বাসায় ফিরে আসে। পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে সূর্য। গোধূলির রঙে খেলে পশ্চিম আকাশ। পরিবেশ ও প্রকৃতি ঠান্ডা হয়ে আসে। জোনাকির মিটিমিটি আলো ভরিয়ে দেয় চরাচর। এই প্রকৃতির মাধুর্যে সৃষ্টি হয় ‘ইমন রাগ’। সারা দিনের ক্লান্তির পর সবাই চায় শান্তির ঘুম। নিশিরাত সাক্ষী থাকে। এক অপূর্ব মূর্ছনায় জন্ম নেয় রাগ ‘কাফী’। প্রকৃতি থেকেই জন্ম রাগের। তাই শাস্ত্রীয় রাগ সংগীতের সুর মূর্ছনার মধ্যেই ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়। তাই যে রাগসংগীত ঈশ্বরের জন্যই নিবেদিত। ‘মেঘমল্লার রাগ’ যেমন বৃষ্টি আনতে পারে। আবার ক্ষুদীপক রাগক্ষু আগুন জ্বলতে পারে। এই রাগ সংগীত যারা চর্চা করেন তারাই তো ঈশ্বরের প্রতিনিধি। স্বয়ং সরস্বতী তাদের মধ্যেই বিরাজ করেন। পেক্ষাগৃহে সেতার হাতে এমনি সব রাগের জন্ম দিয়ে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ধ্রুপদী রাগের মূর্ছনায় ভরিয়ে রাখতেন সেতার বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর। তার হাতের ছোঁয়া মনে করিয়ে দিত ভোর হচ্ছে, পাখিরা ঘুম থেকে উঠে ডেকে চলেছে। ‘কাফী’ রাগের সুর নিশিরাতের অপূর্ব স্নিগ্ধতা ভরিয়ে রাখতো। ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতে বিশাল এবং রীতিমত সুনির্দিষ্ট পরিবেশনায় স্বতন্ত্র শৈলীর নিদর্শন রাখতে পারেন তিনিই। ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা ছাড়া এটা কোনদিন সম্ভব হতো না। তিনি প্রতিটি অনুষ্ঠান করার আগে ধূপকাঠি জ্বেলে ঈশ্বর বন্দনা করে শুরু করতেন অনুষ্ঠান। ১৯৩৮ সালে বড় ভাই উদয়শঙ্করের নাচের দল ছেড়ে দীক্ষা নেন শাস্ত্রীয় সংগীতের বিখ্যাত সেতার শিল্পী আলাউদ্দিন খান সাহেবের কাছে। গুরু আলাউদ্দিন সাহেবের কাছে শিক্ষা গ্রহণের সময় থেকেই তিনি ভোরবেলায় শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা করতেন। আলাউদ্দিন সাহেব সব বাজনা বাজালেও সেতার তিনি বাজাতেন না, তিনি মুখে বোল দিতেন। রবিশঙ্কর কথায় ক্ষুওঁর বাজনায় ওঁর মেধায় যে একটা তপস্যার ভাগ ছিল তা আমাকে মুগ্ধ করতো। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় তা উপলব্ধি করেন রবিশঙ্কর গুরুজী আলাউদ্দিন সাহেবের কাছে এসে। বাজনা বাজাতে বসে দু মিনিটের মধ্যে চোখে জল এনে দিতে পারতেন তিনি। রবিশঙ্কর বলতেন মালকোষ রাগ বাজাতে এসে বাজনা ধরে কাঁদছেন তিনি। কাঁদছেন রবিশঙ্কর। এ কান্না আনন্দের-পরম প্রাপ্তির এবং অনুভূতির। ১৯৩৯ সালে আমেদাবাদ শহরে রবিশঙ্কর প্রথম সেতার পরিবেশনা করেন। সেখান থেকেই শুরু হওয়া সেতারের সুর আমৃত্যু কাল পর্যন্ত বহন করেছিলেন। নিজেকে তুলে ধরেছেন একজন বৈশ্বিক সংগীতজ্ঞ, সংগীত স্রষ্টা, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের এক মেধাবী দূত হিসাবে। ১৯৪৯ সালে দিল্লীতে অল ইন্ডিয়া রেডিওর সংগীত পরিচালক হিসাবে তিনি যোগ দেন। গতানুগতিক নয় সৃষ্টিশীল কাজে তিনি ডুবে থাকতে বেশি ভালোবাসতেন। সত্যজিৎ রায়ের অমর সৃষ্টি ছায়াছবি ‘পথের পাঁচালি’, ‘অপুর সংসার’, ‘অপরাজিত’ সংগীত পরিচনায় ছিলেন এই অমর সেতার শিল্পী। তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতকে মর্যাদা দিয়েছেন বলেই ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত এবং লোকসংগীতকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছতে পেরেছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের প্রচার এবং মানবিক সহায়তা করার জন্য নিউয়ার্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার্ড গার্ডেনে আয়োজিত হয়, ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’। পণ্ডিত রবিশঙ্কর এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিখ্যাত ব্যান্ড শিল্পী জর্জ হ্যারিসনকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই মুক্তি যুদ্ধের সময় ‘কনসার্ট অফ বাংলাদেশ’ একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা। জর্জ হ্যারিসন তাই বলেছেন, ‘রবিশঙ্কর হলেন বিশ্ব সংগীতের দেবপিতা’। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক একাধিক সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, ভারতরত্ন, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, দেশিকোত্তম, বিদেশ থেকে তিনি ফুকোদা এশিয়ান কালচারাল প্রাইজেস এর গ্র্যান্ড প্রাইজ, সুইডেনের পোলার মিউজিক প্রাইজ, ফরাসি সর্বোচ্চ সিভিলিয়ান এওয়ার্ড লিজিওন অফ অনার, রানী এলিজাবেথ কতৃক প্রদত্ত অনারারী নাইটউড, দুটি গ্র্যামি এওয়ার্ড ছাড়াও দেশি বিদেশি অজস্র পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন। এর থেকেই বোঝা যায় তিনি কত বড় সুর সাধক ছিলেন। একবার ত্রিবেণী কালাসঙ্গীমের পক্ষ থেকে এক আসরের আয়োজন করা হয়। সেখানে আলি আকবর আর রবিশঙ্করের যুগলবন্দি দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে যান। এরা দুজনেই ছিল সম্পর্কে শালা-ভগ্নিপতি। দুজনেই দিকপাল গুরুর শিষ্য। দুজনেই মঞ্চে ছোটখাট খুনসুটিতে মেতে থাকতেন। দুজনেই রাগের জন্ম দিতেন নতুন রূপে। কেউ কম যায় না। কি কোমল স্বর কি চড়া স্বর সব কিছুতেই যেন দুজন দুজনকে ছাপিয়ে যায়। কিন্তু কোন সময় আলী আকবরের একটু সুরের তাল কাটে। রাগ পরিবেশন করা শেষ হলে দর্শকরা হাততালি দিয়ে যখন দুজনকে অভিবাদন করছেন ঠিক এই সময় সঞ্চালকের কাছ থেকে মাইক নিয়ে রবিশঙ্কর বলেন আলী আকবর ভাইয়ের ঠিক এগারোটা কুড়ি মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেন্ডে হাত মিস হয়ে গেছে নোট করুন। সকলে হো হো করে হেসে ওঠেন। আলী আকবরও মাথা ঝুঁকিয়ে সেই ভুল স্বীকার করেন। এমনি ছিল তার সেতারের পাণ্ডিত্য। তিনি যেন সেতারকে কথা বলাতে পারতেন। দিল্লির ললিতকালা একাডেমিতে বাজাচ্ছেন রবিশঙ্কর। অনুষ্ঠানের থিম, ‘মেলোডি এন্ড রিদিম’। সেন্ট্রাল বক্সে বসে আছেন সয়ং নেহেরু। রবিশঙ্কর রাখলেন একটা লোরি বা ঘুমপাড়ানি গান। ‘শো যা রে লাডলা, তারে বিছৌনা বন্ধন কে পানা’। একটা নিস্তব্ধ ঘুম ঘুম পরিবেশ। অনুষ্ঠানের শেষ হওয়ার পরও একটাও হাততালি নেই। রবিশঙ্কর তো অবাক অনুষ্ঠান কি ভালো হয় নি! ভুল ভাঙলো একটু পরেই । রবিশঙ্কর শুনলেন সেতারের মূর্ছনায় ঘুমিয়ে পড়েছেন নেহেরু। পাছে তার ঘুম ভেঙে যায় তাই ভালো লাগার ওমটা সবাই চেপে রেখেছিলেন। নেহেরু অবশ্য মুহূর্তের নিদ্রা ভেঙে সরাসরি এসে রবিশঙ্করকে জড়িয়ে ধরেন। এটাই তো শাস্ত্রীয় সংগীতের মাহাত্ম্য। তিনি সকল প্রজন্মের কাছে ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের দূত হিসাবে সর্বজনগ্রাহ্য।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভাবাদিঘিতে জমি জরিপের কাজ শুরু করল রেল দপ্তর, জট কাটার আশায় আমজনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভাবাদিঘির জট কাটাতে এবার ময়দানে রেল। তার সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনও। শুক্রবার অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনীতে ভাবাদিঘি এলাকায় মাপজোক শুরু করা হয়। এই মাপজোকে হাজির ছিলেন রেলওয়ের আধিকারিকগণ। হাজির ছিল আরপিএফের একাধিক আধিকারিক। পাশাপাশি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকগণ। গোঘাট থানার পক্ষ থেকে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এদিন প্রায় সারাদিনই ভাবাদিঘির উত্তর পাড় থেকে এই মাপ শুরু হয়। মাপজোকের সময়ে এলাকায় হাজির ছিলেন ভাবা দিঘি আন্দোলনের একাধিক জন। মাপজোকের সময়ে রেলের পক্ষ থেকে হাজির হওয়া আধিকারিক গণ, এমনকী আরপিএফের আধিকারিকেরাও গ্রামবাসীদের গোটা বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করেন। আন্দোলনের সম্পাদক সুকুমার রায় বলেন, ওনারা মাপ জোক করছে করুক না। তাতে আমাদের আপত্তির কি আছে। এটা আদালতের বিচারাধীন, আমরা আমাদের দাবিতেই অনড় আছি। একটাই কথা দিঘি বাঁচিয়ে রেল করুক। কোনও আপত্তি দেব না। এর আগের দিনই এসডিও অফিসে মিটিং হল। উল্লেখ্য, ২০১৭ সাল থেকে গোটা বিষয়টি ঝুলে রয়েছে। তবে শুক্রবার মাপ জোক শুরু হওয়ায় একটু হলেও আশার আলো দেখতে শুরু করেছে রেল দপ্তর। এলাকার মানুষ জনের দাবি, সারাদিন ধরেই তো মাপজোক হল। তবে আমরা সবাই চাই রেল হোক। এলাকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পুরোটাই পালটে যাবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে হাওড়া থেকে গোঘাট পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করছে। ওদিকে কামারপুকুরেও স্টেশনের কাজও প্রায় সম্পূর্ণ। বাঁকুড়ার দিকে জয়রামবাটি পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করছে। মাঝে ছয় কিমির কাজও চলছে জোরকদমে। গোঘাট থেকে কামারপুকুর পর্যন্ত কাজ চলছে। শুধু ভাবাদিঘিতেই কাজ বন্ধ। মাত্র কিছু অংশ বাকি। আর এই অংশ টুকু কাজ শেষ হলেই তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত রেল চলাচল শুরু হয়ে যাবে।

১৯ থেকে ২৪ ২০২৫, এইচ এম এডুকেশন সেন্টার স্কুলের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল ভারতীয় ভাষা সামার ক্যাম্প। 'আমি একটি নতুন ভাষা শিখেছি' এই কথাই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল উপজীব্য বিষয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে, সঙ্গে ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু ভাষা শেখানো হয়েছে। অক্ষর পরিচয়ের পাশাপাশি তাদের এই অঞ্চলের খাদ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ও পরিচয় করানো হয়। প্রায় ৮০ জনের কাছাকাছি ছাত্রছাত্রী উৎসাহের সঙ্গে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

মদ্যপ অবস্থায় পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে ভাঙচুর, মারধরের অভিযোগ, আটক দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: মদ্যপ অবস্থায় পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে ভাঙচুর, মারধরের অভিযোগে দুই মদ্যপ ব্যক্তিকে আটক করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার বেলা তিনটে নাগাদ রানিগঞ্জ বিধানসভার খান্দরা পঞ্চায়েতে।

অভিযোগ, শুক্রবার বিকেল তিনটে নাগাদ রানিগঞ্জ বিধানসভার খান্দরা পঞ্চায়েত অফিসের ভিতরে ঢুকে ভাঙচুর চালায় কয়েকজন মদ্যপ ব্যক্তি। এমনকি অফিসে থাকা পঞ্চায়েত সদস্যদের ওপর হাত তোলারও অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় বিকাশ ধাঙ্গর ও সন্দীপ মাল নামে দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ। রাকেশ দুশাদ নামে একজন পলাতক। ধর্মেন্দ্র যাদব নামে ইসিএলের এক নিরাপত্তা রক্ষী জানান, ঘটনার সময় তিনি কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি বলেন 'দেখি পঞ্চায়েত অফিসের সামনে কয়েকজন মদ্যপ যুবক পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান ও সদস্যদের গালিগালাজ করছে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি, কী হয়েছে? তারা উত্তর দেয়, তারা কাজ পাচ্ছে না, অন্যরা পাচ্ছে, সে কারণেই এই ঝামেলা। সে সময় আমি বাইক নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতেই হঠাৎ ওই তিন যুবক আমার উপর চড়াও হয় এবং ব্যাপক মারধর করে।' ধর্মেন্দ্রবাবু বলেন, যেভাবে সরকারি অফিসের ভেতর ঢুকে মদ্যপ অবস্থায় ভাঙচুর এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের ওপর হাত তোলা হল, তা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। এই ধরনের মদ্যপ দুষ্কৃতীদের কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

অন্য দিকে, খান্দরা পঞ্চায়েতের প্রধান অপর্ণা বাদ্যকর জানান, পঞ্চায়েত অফিসের মধ্যে সদস্যদের একটা মিটিং চলছিল। ঠিক সেই সময় কয়েকজন মদ্যপ যুবক অফিসে ঢুকে গালিগালাজ করতে শুরু করে। এমনকি পঞ্চায়েত সদস্যদের গায়ে হাত তুলতে যায় তারা। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি পুলিশকে খবর দেন। প্রধান বলেন, পুলিশ এখন এই বিষয়টি তদন্ত করছে।

মিনাখাঁয় ক্ষণিকের টর্নেডো, লন্ডভন্ড এলাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: মিনাখাঁর চৈতল নেরুলী এলাকায় হঠাৎই টর্নেডোর মতো এক আজব প্রাকৃতিক দৃশ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরল। দেখা যায়, একটি জলাশয় থেকে হঠাৎই বিশাল জলরাশি ঘূর্ণিবায়ুর টানে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। ক্রমে সেই জলরাশি একটি কুণ্ডলী পাকিয়ে আরও উপরে উঠতে থাকে, যা দেখে এলাকাবাসীর মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়ায়।

এই দৃশ্য ছিল যেন সিনেমার মতো; গ্রামাঞ্চলের মানুষ এমন প্রাকৃতিক দৃশ্য আগে কখনও দেখেননি। কেউ কেউ প্রথমে ঘর থেকে বের হতে ভয় পান, আবার অনেকেই বাইরে এসে মোবাইলে ভিডিও করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই সেই দৃশ্য ভাইরাল হয়ে গেছে। প্রায় কয়েক মিনিট ধরে চলা এই টর্নেডোর মতো ঘটনা শেষ হতেই আশেপাশের এলাকা লন্ডভন্ড হয়ে যায়। গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ছোটখাটো কাঁচাবাড়ির ছাউনি উড়ে গেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনো গুরুতর আহতের খবর মেলেনি, তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটি একটি জলঘূর্ণি হতে পারে, যা সাধারণত জলের উপর তৈরি হয় এবং স্থলভাগে আসলে টর্নেডোর রূপ নেয়।

INDIAN INSTITUTE OF EDUCATION
Naul, Shyampur, Howrah

Wanted

Assistant Professor in Mathematics Philosophy and Hindi as per NCTE Norms for B.Ed. section within 10 days.
Email:-iie3620@gmail.com,
M-9123885195, 9674834107

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ সংস্থান অধীনে)
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন,কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত

এবং

ইএসজেএওয়াই কমার্স লিমিটেড, ("কোম্পানি") (CIN : U51226WB1982PLC035354) রেজিস্টার্ড অফিস : ৮, ক্যামাক স্ট্রিট, রুম নং ১৫, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭ সম্পর্কিত

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে **০৭ মে ২০২৫ তারিখে** কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী **ইএসজেএওয়াই কমার্স লিমিটেড** কোম্পানির পাবলিক লিমিটেড থেকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।

যেকোনও ব্যক্তির কোম্পানির প্রস্তাবিত অবস্থা/ পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর ঠিকানা, রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট ভবন, প্লট নং IIIF/16, অ্যাকশন এরিয়া III প্রেমিসেস নং ০৫০৮৫২, ৭ম তল, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
৮, ক্যামাক স্ট্রিট, রুম নং ১৫, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭

ইএসজেএওয়াই কমার্স লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
শরৎ নাহাটা
ডিরেক্টর
ডিন-০২৭২৫৬৫৪
ঠিকানা : ১, ডিআর ইউ এন ব্রহ্মচারী স্ট্রিট
তারিখ : ২৪.০৫.২০২৫ কলকাতা - ৭০০০১৬
স্থান : কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট এবং জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০ ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট IV-A
[দ্রষ্টব্য রুল ৯(১)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ০৪.০৭.২০২৫ **তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বকেয়া উদ্ধারের জন্য।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১	**মেসার্স দুর্গা কনস্ট্রাকশন লেবার সাপ্লাই**, স্বত্বাধিকারী শ্রী কৌশিক সাহা (ঋণগ্রহীতা), পিতা প্রয়াত লক্ষ্মী নারায়ণ সাহা, দামোদর কলোনি, পো : বড়বাহেরা, নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৪৬, পব, এবং শ্রী কৌশিক সাহা, স্বত্বাধিকারী **মেসার্স শ্রী দুর্গা কনস্ট্রাকশন লেবার সাপ্লাই** (ঋণগ্রহীতা), পিতা প্রয়াত লক্ষ্মী নারায়ণ সাহা, দামোদর কলোনি, পো : বড়বাহেরা, নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৪৬, পব। **শাখা : কোন্নগর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক দোকান পরিমাণ ২৭৬ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ)এবং ২৪০ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া) কমবেশি একতলায় জি-৪ তলা বসবাসের ভবন গিরিধারী রেসিডেন্সি নামে, নং জি-৬, অবস্থিত মৌজা : বড়বাহেরা, জেএল নং ৫, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৪, আরএস দাগ নং ৬৯৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৮৭, এলআর দাগ নং ১৫৫৮, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পব, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১২৬৭-২০১৯ সালের তারিখ ০৩.০৪.২০১৯, রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৯,পৃষ্ঠা ৩৯৯৮১ থেকে ৪০০১৪, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর উত্তরপাড়া, হুগলি, পব, সম্পত্তি শ্রী কৌশিক সাগা পিতা প্রয়াত লক্ষ্মী নারায়ণ সাহা এর নামে।	৩১৪১৬৯৮ টাকা (একত্রিশ লাখ একচল্লিশ হাজার ছশো আটানব্বই টাকা) ২২.০৫.২০২৫ অনুযায়ী	ক) **১০,৬৮,০০০ টাকা (দশ লাখ আটষট্টি হাজার টাকা)** খ) **১,০৬,৮০০ টাকা (এক লাখ ছয় হাজার আটশ টাকা)** গ) **২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা)** ঘ) **IDIB50498123807** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**
		সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৪৩০ বর্গফুট (সুপার বিল্টআপ) এবং ৩৭৪.২১ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া) কমবেশি একতলায় জি-৪ তলা বসবাসের ভবন গিরিধারী রেসিডেন্সি নামে, ফ্ল্যাট নং জি-৩, অবস্থিত মৌজা : বড়বাহেরা, জেএল নং ৫, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৪, আরএস দাগ নং ৬৯৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৮৭, এলআর দাগ নং ১৫৫৮, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পব, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১২৬৮-২০১৯ সালের তারিখ ০৯.০৭.২০১৯, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৯, পৃষ্ঠা ৭৮৬১২ থেকে ৭৮৬৪৬, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর উত্তরপাড়া, হুগলি, পব, সম্পত্তি শ্রী কৌশিক সাহা, পিতা প্রয়াত শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ সাহা এর নামে। **(উক্ত সম্পত্তি এইচবিএল- শ্রী কৌশিক সাহা এবং শ্রীমতি উমা সাহা জন্য বন্ধকদত্ত-(এ/সি নং ৫০৪৬৫৭৩৩৫০৫) প্রাথমিক জামিন হিসেবে এবং ২য় দায়বদ্ধতা এ/সি - মেসার্স শ্রী দুর্গা কনস্ট্রাকশন লেবার সাপ্লাই, স্বত্বাধিকারী শ্রী কৌশিক সাহা পিতা প্রয়াত লক্ষ্মী নারায়ণ সাহা এর তরফে)।**	৩১৪১৬৯৮ টাকা (একত্রিশ লাখ একচল্লিশ হাজার ছশো আটানব্বই টাকা) ২২.০৫.২০২৫ অনুযায়ী	ক) **৯,২৯,০০০ টাকা (নয় লাখ উনত্রিশ হাজার টাকা)** খ) **৯২,৯০০ টাকা (বিরানব্বই হাজার নশো টাকা)** গ) **২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা)** ঘ) **IDIB50465733505** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**
২	**শ্রীমতি ঝুমা দাস,** ক) ফ্ল্যাট নং ২০১, ৩য় তল, মহামায়া অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ১০৮, শীতলা তলা লেন, ওয়ার্ড নং ৫, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা অধীন, পো হিন্দমোটর, থানা : উত্তরপাড়া, হুগলি ৭১২২৩৩। খ) ২১৮, দেবাই পুকুর রোড, উত্তরপাড়া, কোতরং, হিন্দমোটর, হুগলি ৭১২২৩৩। **শাখা : কোন্নগর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২০১ পরিমাণ আনুমানিক ৭৮৫ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৩য় তলে, উত্তর পশ্চিম দিকে ভবনের নাম মহামায়া অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত বাস্তু জমি এরিয়া ৬ কাঠা ৪ ছটাক অবস্থিত মৌজা : কোতরং, জেএল নং ৮, আরএস দাগ নং ১৩৬৮, আরএস খতিয়ান নং ১১৭০/১, এলআর দাগ নং ৩১৬৮, এলআর খতিয়ান নং ৭৯০২, পুরসভা হোল্ডিং নং ১০৮, শীতলা তলা লেন,ওয়ার্ড নং ৫, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা অধীন,পো হিন্দমোটর, থানা : উত্তরপাড়া, হুগলি : ৭১২২৩৩। **চৌহদ্দি :** ফ্ল্যাট নং ২০১ : (স্বত্ব দলিল নং ০৬২১০২৪৪০/২০১৯ অনুযায়ী) : **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ২০২; **পশ্চিমে :** সকলের ব্যবহারের ফাঁকা জায়গা; **উত্তরে :** সকলের ব্যবহারের ফাঁকা জায়গা।	১৫১৩৪১৮ টাকা (পনের লাখ তেরো হাজার চারশ আঠারো টাকা) ২৩.০৫.২০২৫ অনুযায়ী	ক) **১৭,৯৩,০০০ টাকা (সতের লাখ তিরানব্বই হাজার টাকা)** খ) **১,৭৯,৩০০ টাকা (এক লাখ উনআশি হাজার তিনশ টাকা)** গ) **২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা)** ঘ) **IDIB50479461421** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৪.০৭.২০২৫, সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.baanknet@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. অশ্বিন কুমার দাস, অনুমোদিত অফিসার (মো : ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫) ২. বিশ্বজিৎ বৈদ্য শাখা ম্যানেজার (মো : ৮৪৭৩৮২৯৯৫২)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২৩.০৫.২০২৫ স্বা/-
স্থান : ব্যান্ডেল অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইউ.ওয়াই. ফিনকর্প লিমিটেড
(পূর্বতন গোল্ডেন গোয়েঙ্কা ফিনকর্প লিমিটেড নামে পরিচিত)
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার : L65993WB1993PLC060377
রেজি. অফিস : ৯০৮বি, ১০ম তল, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
ওয়েবসাইট : **www.uyfincorp.com** বিনিয়োগকারীগণের জন্য ইমেল : **contact@uyfincorp.com**
ফোন : +৯১ ৩৩ ৬৬০৭ ৪১১২

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০২১ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ডিলিস্টিং অব ইক্যুইটি শেয়ারস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৬(১)(সি) সংশোধিত মতে সংস্থান অধীনে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) (স্ক্রিপ কোড : ১০০১৭০৫৯) থেকে স্বেচ্ছায় তালিকামুক্ত করার আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়াধীন।
তালিকামুক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য :-
কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহের লেনদেন না থাকা সত্ত্বেও ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডকে লিস্টিং ফি বাবদ ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য। কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেডে তালিকাভুক্ত রয়েছে এবং তাদের সারা দেশে লেনদেনের ব্যবস্থা রয়েছে, ফলে সিএসই থেকে ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ তালিকামুক্ত করলেও বিনিয়োগকারীগণের ক্ষতির কোনও সম্ভাবনা নেই।
কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেডে তালিকাভুক্ত থাকছে।

ইউ ওয়াই ফিনক্রপ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
দীনেশ বর্মন
স্থান : কলকাতা **(এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর)**
তারিখ : ২৩.০৫.২০২৫ **(ডিন : ০০৬১২৯০৪)**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
শাখা রাধাগোবিন্দনগর
পরিশিষ্ট - IV (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০
ইমেল : zochinsurah@indianbank.co.in

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৩.০৩.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ **শ্রীমতী মুক্তা ব্রহ্ম (ঋণগ্রহীতা) স্বামী শ্রী বাপন ব্রহ্ম, দক্ষিণপাড়া, রিষড়া, পো- মোরেপুকুর, থানা - রিষড়া, জেলা - হুগলি, ৭১২২৫০, পব (ঠিকানা)/ফ্ল্যাট নং ১০, ৫ম তল, নিগমালয় ১, পো- উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি-৭১২২৫০ পব, রাধাগোবিন্দনগর শাখার নিকট** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৪৮১৪৯৩ টাকা (চোদ্দ লাখ একাশি হাজার চারশ তিরানব্বই টাকা) ০৩.০৩.২০২৫ অনুযায়ী** এবং **০৪.০৩.২০২৫ থেকে** উক্ত পরিমাণ চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২২ মে ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১৫১৩১০৩ টাকা (পনের লাখ তেরো হাজার একশ তিন টাকা) ২২.০৫.২০২৫ অনুযায়ী এবং ২৩.০৫.২০২৫ থেকে উক্ত পরিমাণ চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ পুনরায় আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত।** এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৬১১ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ঢাকা এরিয়া ৪৮৯ বর্গফুট কমবেশি ফ্ল্যাট নং ১০ পঞ্চম তলে, ভবনে নাম নিগমালয় অ্যাপার্টমেন্ট ১, আরএস দাগ নং ১৯০, এলআর দাগ নং ১০২৪/১৩৪৮, এলআর খতিয়ান নং ২৫৬৩, অবস্থিত মৌজা : খোরদা বহেরা, জেএল নং ৬, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআর উত্তরপাড়া, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-৩ কলকাতায়, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-১৯০৩০০১১১-২০১৮ সালের তারিখ ১৯.০১.২০১৮,নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৩-২০১৮ পৃষ্ঠা ৭৩২৫ থেকে ৭৩৫০, সম্পত্তি মুক্তা ব্রহ্ম এর নামে।

তারিখ : ২২.০৫.২০২৫, স্থান : নবগ্রাম স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
এসবিআই এইচএলসি, পুরুলিয়া (৬৪২১৮)
২য় তল, পাটকুম এনক্লেভ, সার্কিট হাইসের নিকট, রাঁচি রোড, জেলা - পুরুলিয়া, পিন - ৭২৩১০১, ই-মেল - sbi.64218@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No. 34956875349

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১২.১০.২০২২** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী রমেশ চন্দ্র কুমার এবং গণেশ চন্দ্র কুমার উভয়ের পিতা রাধা গোবিন্দ কুমার ঠিকানা মিরদিতলা, পো - রিজিড, থানা - কটসিলা, জেলা - পুরুলিয়া, পিন - ৭২৩২০২** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৮,৫৬,৬৩৮.০০ টাকা ইউআরআই এবং সুদ সহ ২১.০৬.২০২২ (তারিখ) থেকে (আট লাখ ছাপান্ন হাজার ছশো আটত্রিশ টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২২ মে ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ঝালদা শাখার** নিকট বকেয়া **৮,৫৬,৬৩৮.০০ টাকা ইউআরআই এবং সুদ সহ ২১.০৬.২০২২ থেকে** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধকদত্ত সম্পত্তি -১ : - সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ **২ ডেসিমেল,** এডিএসআর অফিস ঝালদা, মৌজা : ঝালদা, জেএল নং ১৩১, আরএস খতিয়ান নং ৪৪৫, আরএস ৪২১৩/৪ (সংশোধিত), প্লট নং ৪৭৪০, দলিল নং ১-২০৬২/২০০৯, **গণেশ চন্দ্র কুমার এবং রমেশ চন্দ্র কুমারের অনুকূলে।**
চৌহদ্দি : উত্তরে : ফনী ভূষণ গোরাঞ। **দক্ষিণে :** ক্রেতার জমি; **পূর্বে :** মেতোষ এবং ফানু লায়েক, **পশ্চিমে :** ৬ ফুট রাস্তা।
বন্ধকদত্ত সম্পত্তি ২ :- সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ **৩.৫ ডেসিমেল,** এডিএসআর অফিস ঝালদা, মৌজা : ঝালদা, জেএল নং ১৩১, আরএস খতিয়ান নং ৪৪৫, আরএস ৪২১৩/৪ (সংশোধিত) প্লট নং ৪৭৪০, দলিল নং ১-২১৭১/২০০৮, **গণেশ চন্দ্র কুমার এবং রমেশ চন্দ্র কুমার এর অনুকূলে।**
চৌহদ্দি : উত্তরে : বাঘাম্বর লায়েকের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ৬ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক, **পূর্বে :** ফনী ভূষণ গোরাঞ এর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** সড়ক।
দ্রষ্টব্য : ২৫.০৯.২০২৩ তারিখে ১৩(৪) অধীনে দখল নোটিশ বাতিল এবং ১৩(৪) অধীনে চলতি তারিখ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ - ২২.০৫.২০২৫ **অনুমোদিত অফিসার,**
স্থান - পুরুলিয়া **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SBI
রিজিওনাল বিজনেস অফিস (৬২৯৫৭)
বহরমপুর, আর-২, এ.ও. বিধাননগর, ১৫, স্কোয়ার ইস্ট রোড পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭৪২১০১, ই-মেল - agmr2.zobid@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/C No. - 37369827993 (C.C), 40253214405 (FITL)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১১.০২.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা "হালদার ব্রিক ফিল্ড"** অংশীদারগণ **(১) শ্রী অজিত হালদার (২) শ্রীমতী ছবি হালদার (৩) শ্রী অনির্বান হালদার** গ্রাম - হরিদাসমাটি, পো- বলরামপুর, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ **অংশীদারগণ (১) শ্রী অজিত হালদার (২) শ্রীমতী ছবি হালদার (৩) শ্রী অনির্বান হালদার** সকলের ঠিকানা ২৮/২, এস এন বাগচি রোড, পো এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ পিন - ৭৪২১০১ (বসবাসের ঠিকানা) নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৭,১৫,২২৭.২৩ টাকা (সতের লাখ পনের হাজার দুশো সাতাশ টাকা এবং তেইশ পয়সা) ২৮.০২.২০২৪ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২১ মে ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **১৭,১৫,২২৭.২৩ টাকা (সতের লাখ পনের হাজার দুশো সাতাশ টাকা এবং তেইশ পয়সা) ২৮.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ২৯.০২.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী অজিত হালদার।
জেলা : মুর্শিদাবাদ, থানা : বহরমপুর, মৌজা : হরিদাসমতি, জেএল নং ৮৭, এসআরও-বহরমপুর, খতিয়ান নং -এলআর -২৬১৩, প্লট নং ১১৩৯, শ্রেণি- ইটখোলা, এরিয়া - ০.৩৯ একর।
চৌহদ্দি :- উত্তরে : অন্যান্যর খালি জমি, **দক্ষিণে :-** মালিকের খালি জমি, **পূর্বে :** মালিকের খালি জমি, **পশ্চিমে :** অন্যান্যর খালি জমি এবং পঞ্চায়েত সড়ক।
১) দলিল নং ২৮৯২, বর্ষ -১৯৯৪, ২) দলিল নং ২২২১, বর্ষ -১৯৯৫, ৩) দলিল নং ২২২২, বর্ষ -১৯৯৫, ৪) দলিল নং ২৭২৩, বর্ষ -১৯৯৭, ৫) দলিল নং ২৪০০, বর্ষ - ১৯৯৯।

তারিখ - ২১.০৫.২০২৫ **অনুমোদিত অফিসার,**
স্থান - বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন নং : ০৩৩-৬৬৫৫৭৭৬৬/৮৩৯ ওয়েবসাইট : **www.idbibank.in**
CIN : L65190MH2004GOI148838

সারফেসি আইন অধীনে জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ, বন্ধকদাতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত **২৯.০৩.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে

ক) ঋণগ্রহীতা খ) জামিনদাতা/স্বত্বাধিকারীর নাম এবং ঠিকানা	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ই-নিলামের তারিখ
রজত পঞ্চামিয়া (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বা : রজত এন্টারপ্রাইজ, ৫৮-ডি,নেতাজি সুভাষ রোড, গণেশ মার্কেট, রুম নং ৫১৭, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা- ৭০০০০১, **আরও ঠিকানা :** ১১১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ফ্ল্যাট - ৩১-এ, মেডিকেল কলেজের বিপরীতে, কলকাতা- ৭০০০৭৩। **প্রতি, স্বত্বা - মেসার্স রজত এন্টারপ্রাইজ,** ১১১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ফ্ল্যাট - ৩১-এ, মেডিকেল কলেজের বিপরীতে, কলকাতা- ৭০০০৭৩। **রীতা পঞ্চমিয়া (সহ ঋণগ্রহীতা),** ৫৮-ডি,নেতাজি সুভাষ রোড,গণেশ মার্কেট, রুম নং ৫১৭, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা- ৭০০০০১, **আরও ঠিকানা :** ১১১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ফ্ল্যাট - ৩১-এ, মেডিকেল কলেজের বিপরীতে, কলকাতা- ৭০০০৭৩। **প্রতি, স্বত্বা : মেসার্স রজত এন্টারপ্রাইজ** ৫৮-ডি,নেতাজি সুভাষ রোড,গণেশ মার্কেট, রুম নং ৫১৭, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা- ৭০০০০১	**ক) ০৭.০১.২০২৩ খ) ২৭.০২.২০২৪ গ) ১,৮৫,০৬,৩২৬.০০ টাকা** (এক কোটি পঁচাশি লাখ ছয় হাজার তিনশ ছাব্বিশ টাকা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩১এ, পরিমাণ আনুমানিক ১৮৪২ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া), ৬ষ্ঠ তলে, ভবনে নির্মিত প্লট এবং জমি পরিমাণ আনুমানিক ১২ কাঠা ১১ ছটাক ৩৭ বর্গফুট, অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ১১১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, পুরসভা ওয়ার্ড নং ৪৪,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, এবং **চৌহদ্দি : পূর্বে :** চিত্তরঞ্জন এভিনিউ; **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ৩৮, কলুটোলা স্ট্রিট, **উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ১১৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ; দক্ষিণে : পুরসভা সড়ক কবিরাজ রো নামে।	**ক) ১,৭৩,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১৭,৩০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ১২.০৬.২০২৫**
শ্রী সমীর প্রামাণিকের আইনি উত্তরাধিকারী, বি/২/১, রামগড় কলোনি, ওয়ার্ড নং ৯৯, থানা : যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৪৭, **শ্রীমতি শ্যামলী প্রামাণিক (সহ ঋণগ্রহীতা)** বি/২/১, রামগড় কলোনি, ওয়ার্ড নং ৯৯, থানা : যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৪৭	**ক) ৩০.০৫.২০২২ খ) ০৮.০৯.২০২২ গ) ৪১,১৫,৫২২.০০ টাকা** (একচল্লিশ লাখ পনের হাজার পাঁচশ বাইশ টাকা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট (মোজাইক মেঝে),নং এফ১,পরিমাণ আনুমানিক ১২১৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি একতলায় ১০ বছরের পুরানো ভবন, ০৩ বেড রুম, ১ লিভিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট , ১ ডব্লু সি এবং ১ বারান্দা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগঅংশ এবং জমি পুরপ্রেমিসেস নং ৮৭/১২/৬৪বি/১, রাজা এস সি মল্লিক রোড, বিকল্প নাম বি/২/১, রামগড় কলোনি,কেএসসি ওয়ার্ড নং ৯৯ অধীন, থানা : যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৪৭, দক্ষিণ ২৪ পরগনা অধিক্ষেত্রে অবস্থিত **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৮৭/১২/৬৪বি/১, রাজা এস সি মল্লিক রোড; **দক্ষিণে :** ই পি নং ২৮৪; **পূর্বে :** ইপি নং ২৮৩ এবং ২৮৩এ; **পশ্চিমে :** ১০ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক।	**ক) ৩৯,৮৭,২০০.০০ টাকা খ) ৩,৯৮,৭২০.০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ১২.০৬.২০২৫**
প্রসেনজিৎ পাল (ঋণগ্রহীতা), এ/২৫৬, সুভাষিনী অ্যাপার্টমেন্ট, ৪র্থতল, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, এইচ বি টাউন রোড নং ৬,সোদপুর,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড : ৭০০১১০, মোবাইল নং ৭০০৩২৩৯৮১১। **আরও ঠিকানা: প্রসেনজিৎ পাল (ঋণগ্রহীতা)** এ৭৭, পূর্বায়ণ সোদপুর, কলকাতা : ৭০০১১০, **টুম্পা পাল (সহ ঋণগ্রহীতা),** এ/২৫৬, সুভাষিনী অ্যাপার্টমেন্ট, ৪র্থ তল, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, এইচ বি টাউন রোড নং ৬,সোদপুর,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড : ৭০০১১০, মোবাইল নং ৭০০৩২৩৯৮১১। **আরও - টুম্পা পাল (সহ ঋণগ্রহীতা)** এ৭৭, পূর্বায়ণ সোদপুর, কলকাতা : ৭০০১১০	**ক) ২৫.০১.২০২৩ খ) ১৮.০৩.২০২৫ গ) ১৯,১৫,৯৩৯ টাকা** (উনিশ লাখ পনের হাজার নশো উনচল্লিশ টাকা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক পাঁচ কাঠা কমবেশি অবস্থিত মৌজা : নাটাগড়, জেএল নং ১৫, আরএস নং ১০১, তৌজি নং ১৫৫, , খতিয়ান নং ৩৮৫-, দাগ নং ২০২১,পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩১ অধীন, রোড নং ৬,এইচ বি টাউন, সোদপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং এ-১২০, শ্রী কে পি মজুমদারের ভবন; **দক্ষিণে :** প্লট নং এ/২২,শ্রীমতি রায়ের ভবন; **পূর্বে :** সাধারণ সড়ক নং ৬; **পশ্চিমে :** প্লট নং এ/১৬, শ্রী পি রায়ের ভবন। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ নির্মিত স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট চতুর্থতলে, দক্ষিণ পূর্ব কোনে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ৬৩০ বর্গফুট কমবেশি, এক বেড রুম, এক কিচেন, ডাইনিং সহ, এক ব্যালকনি, এক টয়লেট, প্রেমিসেস বর্ণিত তপশিল এ উক্ত, নাম এবং ধরন "সুভাষিনী অ্যাপার্টমেন্ট"।	**ক) ২০,৯৫,০০০.০০ টাকা খ) ২,০৯,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ২৭.০৬.২০২৫**
সুভাশিস সেন (ঋণগ্রহীতা) পিতা দিলীপ কুমার সেন, পূর্বাচল, বারাসত-১, পো : দত্তপুকুর,থানা : বারাসত, দত্তপুকুর -১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,পিন : ৭৪৩২৪৮, **আরও ঠিকানা : সুভাশিষ সেন (ঋণগ্রহীতা),** পিতা দিলীপ সেন, কনেক্ট ওয়ার্ল্ড, পূর্বাচল, বারাসত-১ দত্তপুকুর, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৪৮। **দেবাশিষ সেন (সহ ঋণগ্রহীতা)** পিতা দিলীপ সেন, ২/১/১সি, ডা.পঞ্চানন মিত্র লেন, কে জি বোস সরণি, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা : ৭০০০৮৫	**ক) ১৭.০৩.২০২৩ খ) ০৭.০৪.২০২৫ গ) ১৫,৪১,৭৪৯.৫১ টাকা** (পনের লাখ একচল্লিশ হাজার সাতশ উনপঞ্চাশ টাকা এবং একান্ন পয়সা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩ ছটাক ২৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : দত্তপুকুর,জেএল নং ১২২, তৌজি নং ১৪৬, , আরএস নং ২১২, সিএস দাগ নং ১৩৭(অংশ), এলআর খতিয়ান নং ৯১৭ এবং ১১২৬, দত্তপুকুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বারাসত, পূর্বাচল, বারাসত-১। জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭৪৩২৪৮। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** জমি প্লট নং ১৪; **দক্ষিণে :** জমি প্লট নং ১৬; **পূর্বে :** জমি প্লট নং ৩৫ দাগ নং ১৩৭; **পশ্চিমে :** দত্তপুকুর স্টেশন রোড। এবং সংশ্লিষ্টস্থিত সকল এবং একক নির্মাণ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সহ।	**ক) ১৩,৪১,০০০.০০ টাকা খ) ১,৩৪,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ২৭.০৬.২০২৫**

টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত নিয়ম এবং শর্তাদির সংক্ষিপ্ত :
১. বিক্রয় ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম ওয়েবসাইট https://baanknet.com সম্পাদিত হবে।
২. টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে কলকাতা জোনাল অফিস, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা ৭০০০১৭থেকে যেকোনও কাজের দিন (সকাল ১০ টা থেকে সন্ধে ৬টার মধ্যে) এবং ওয়েবসাইট www.idbibank.in ডাউনলোড করা যাবে।
৩. উক্ত সম্পত্তিতে জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কোনও দখলদারি নেই।
৪. ২০০২ সালের সারফেসি আইন সংশোধনী মতে অনুযায়ী রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণের উদ্দেশ্যেও প্রকাশিত।
৫. আরও বিস্তারিত এবং সাধারণ নিয়ম এবং শর্তাদি সম্পর্কে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট [www.idbibank.in] এবং উল্লিখিত শাখার আধিকারিকগণ এর সঙ্গে যোগাযোগ এবং টেন্ডার নথি দেখতে পারেন।
৬. অনুমোদিত অফিসার কোনও কারণ না দেখিয়েই যোকোনও বা সকল টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন বা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করতে পারেন।

তারিখ : ২৪.০৫.২০২৫ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক

শিল্পের জমিতে প্রোমাটারি নয়, শিল্পই হবে, সরব সৌমিত্র খাঁ

আন্দোলনে তৃণমূল-জমিদাতারাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শিল্পের জমিতে শিল্প না হয়ে হচ্ছে প্রোমোটারি, সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে সরব হয়েছেন বিষ্ণুপুর লোকসভার বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। প্রোমোটারি নয় শিল্পের জমিতে হবে শিল্প, দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামছে তৃণমূল। শিল্পের জন্য দেওয়া চাষ জমি শিল্পের কাজে না লাগিয়ে প্রোমোটারি হলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে পালটা হুঁশিয়ারি জমিদাতাদেরও। বাঁকুড়ার ওন্দার দেশবাঁধে বিশাল জায়গা এবার প্রোমোটারের হাতে, গুঞ্জন এখন সব মহলে।

প্রায় ৪ দশক আগে বাম আমলে তৈরি হয়েছিল ওন্দার দেশবাধ সংলগ্ন এলাকায় প্রায় সাড়ে তিনশ বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছিল সার কারখানা। কারখানা চালু হওয়ার পর এলাকার চেহারা বদলে যায়। কিন্তু বেশ কয়েক বছর চলার পর বাম আমলেই বন্ধ হয়ে যায় সারের কারখানা। প্রায় ৩ দশক ধরে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকার পর এবার প্রোমোটার থাবা কি পড়ল বিশাল জায়গার উপর? সামাজিক মাধ্যমে ছবি সহ পোস্ট করে সরব হয়েছেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তার অভিযোগ শিল্পের নামে নেওয়া জায়গা তৃণমূলের মদতে প্লট করে বিক্রি করছেন প্রোমোটাররা। শিল্পের জায়গায় শিল্প হবে প্রোমোটারি হলে আন্দোলনে নামার হুংকার দিয়েছেন সাংসদ। তৃণমূলের কেউ জড়িত নয় আমাদের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী শিল্পের স্থানে শিল্প হবে প্রোমোটারি নয় এই দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামার কথা জানালেন ওন্দার তৃণমূল সভাপতি। শিল্পের জমিতে প্লট করতে দেখে এলাকার কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। এলাকার জমিদাতা কৃষকদের দাবি, শিল্প করার স্বার্থে সব কিছু ত্যাগ করে কৃষকরা জমি বিক্রি করেছিল কম দামে। এখন সেই শিল্পের নামে দেওয়া জায়গা প্রোমোটারি করে প্লট করে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে এটা মেনে নেওয়া যাবে না। শিল্পের নামে দেওয়া জায়গায় শিল্প না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার কথা ঘোষণা এলাকার কৃষকদের। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হলে রীতিমতো হুম্বিতম্বি কর্তৃপক্ষের। ক্যামেরা বন্দি করে দেখে নেওয়ার হুংকার কর্তৃপক্ষের। তবে যারা দেখাশোনা করছেন পরিষ্কার করা হচ্ছে বলে দাবি উড়ালেন তাঁরা।

দিঘার জগন্নাথ মন্দির দেখার জন্য বাস চালু সিউড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: দিঘার জগন্নাথ মন্দির দেখার জন্য বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে যাতে সাধারণ মানুষ পৌঁছতে পারেন তার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিঘা জগন্নাথ মন্দির দর্শনের জন্য জনসাধারণের সুবিধার্থে শুক্রবার সিউড়ি থেকে দিঘা বাস পরিষেবার উদ্বোধন করলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল সহ আধিকারিকেরা।

সিউড়ি বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন সরকারি বাসস্ট্যান্ড থেকে সকাল ৬.৩০ মিনিটে এই বাস ছাড়বে। সিউড়ি থেকে দিঘা পর্যন্ত ভাড়া ২৯৯ টাকা। এদিন রাজনগর থেকে কলকাতাগামী দক্ষিণবঙ্গ পরিবহন সংস্থার নতুন বাসের ও উদ্বোধন করা হয়।

COSMIC CRF LIMITED

CIN:L27100WB2021PLC250447
Registered Office:19, Monohar Pukur Road, 2nd Floor, Kolkata - 700029
email :cs@cosmiccrf.com, Phone :- +91 33796 47499 website: www.cosmiccrf.com

AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(₹ in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Standalone					Consolidated
		Half Year Ended			Year Ended		Year Ended
		31.03.2025 (Audited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31-03-2025 (Audited)
1	Total Income from operations	14,315.61	15,864.75	13,014.15	30,180.36	25,363.92	40,196.99
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra ordinary items)	894.51	1,616.71	797.10	2511.22	1570.40	3,149.36
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional items and/or Extra ordinary items)	894.51	1616.71	797.10	2511.22	1570.40	3,740.94
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (Exceptional and/or Extra ordinary items)	634.79	1235.46	596.03	1870.25	1275.49	3,081.48
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	-	-	-	-	-	-
6	Paid-up Equity Share Capital	918.76	819.80	819.80	918.76	819.80	918.76
7	Earning Per Share						
	Basic (in Rs)	7.58	15.07	8.07	22.65	19.35	37.59
	Diluted (in Rs.)	7.53	15.07	8.07	22.60	19.35	37.51

Notes on Standalone and Consolidated Financial Results:

1. The above results which are published in accordance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Ragulations , 2015 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 23rd May 2025. The Financial results have been prepared in accordance with the Accounting Standards (""AS"") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of Companies (Accounts) Rules 2014 by the Ministry of Corporate Affairs and amendments thereof.
2. As per Ministry of Corporate Affairs Notification dated February 16, 2015, Companies whose securities are Listed on SME Exchange as referred to in Chapter XB of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 are exempted from the compulsory requirement of adoption of Ind AS.
3. The company operates in one segment hence no separate segment reporting is required.
4. Earning per share have been calculated on the weighted average of the share capital outstanding during the end of the half year i.e. 30th September/ or at the end of the year. Half Yearly EPS is not annualised.
5. The legal issue of arbitration matter involving the Contingent Liability of Rs.1,034.33 Lakhs is pending for adjudication with the Ex-Supreme Court Judge as the Sole Arbitrator and financial effect if any will be provided on settlement of the issue.
6. The Company has revalued the Property, Plant & Equipment of the company during the year 2023-24 resulting in Revaluation Reserve of Rs. 4,473.95 Lakhs and corresponding increase in Property, Plant & Equipment. In view of the same increamental depreciation of Rs. 199.31 Lakhs has been adjusted against Revaluation Reserve and transfer to Retained Earnings.
7. In view of the Resolution Plan submitted by the company as approved by the Hon'ble NCLT, Kolkata dated 12th March 2024 , the company has paid the amount committed Rs.2,876.01 lakhs along with its SPV M/s AVB Endeavors Private Limited .The payment was made towards acquisition of shares of M/s N. S. Engineering Projects Pvt Ltd resulting it being subsidiary of the Company & payment of Rs.1,438.69 lakhs was made as a capital advance.
8. In regards to profit from Operataion and Exceptional Items from the subsidiary company M/s N. S. Engineering Projects Pvt Ltd, by virtue of Order of the NCLT, waiver of Income Tax/ MAT etc has been approved on any income arising out of write off/ write back /settlement of of liabilities or assets of the company on implementation of the Approved Resolution Plan.
9. During the year the company has acquired 91.70 % of Shares in M/s Cosmic Springs & Engineers Ltd (CSEL) and CSEL became a subsidiary company of Cosmic CRF Ltd with effect from 24th February 2025.
10. The consolidated financial results include the financial results of its both subsidiaries M/s N. S. Engineering Projects Pvt Ltd and M/s Cosmic Springs & Engineers Ltd which became subsidiary of the company during the financial year 2024-25, therefore previous year's comparative figures are not applicable.

Place : Kolkata
Date : 23rd May 2025

For and on behalf of the Board of Directors
Cosmic CRF Limited
Aditya Vikram Birla
Managing Director
DIN:06613927

নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড

(পূর্বতন এসএসআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
রেজিঃ অফিস : ''বৈভব'' (৪এফ), ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN No: L74300WB1983PLC036342 টেলি নং: ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২/০৫৪
ই-মেল আইডি : smifscap@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.smifscap.com

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (₹ লক্ষ -তে)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
	৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫-এ শেষ হওয়া বর্তমান সময়ের জন্য বছর থেকে তারিখ পর্যন্ত পরিসংখ্যান (নিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছরের ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া অনুরূপ ৩ মাস (নিরীক্ষিত)	৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫-এ শেষ হওয়া বর্তমান সময়ের জন্য বছর থেকে তারিখ পর্যন্ত পরিসংখ্যান (নিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছরের ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া অনুরূপ ৩ মাস (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১,১১৫.৬৬	৪,৪২১.৮২	৭৮২.৭৭	১,১২৩.৪৮	৪,৪৪১.০২	৭৮৬.৬০
ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-)	৫৬.৩০	২৬৪.৩৫	৯০.৪৪	৫৭.৫০	২৬২.৭০	৮৯.৮৩
ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী কর পূর্ব নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-)	৫৬.৩০	২০৫.৮২	৯০.৪৪	৫৭.৫০	২০৪.১৭	৮৯.৮৩
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-)	২৯.৪৪	১১৭.৯৬	৬৭.৫০	৩০.৭৪	১১৬.৬৫	৬৫.৬৬
সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় {এতে কর পরবর্তী মুনাফা/(লোকসান) এবং কর পরবর্তী অন্যান্য ব্যাপক আয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে}	(১,৪৩২.১৮)	২,০২১.৬৯	(১৭.৭৮)	(১,৪৩১.৮৫)	২,০২৫.২৯	(১৮.১৮)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকার প্রতি শেয়ার)	৫৮৭.৭	৫৮৭.৭	৫৫৮.৫	৫৮৭.৭	৫৮৭.৭	৫৫৮.৫
শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
ক) মূল (₹)	০.৫০	২.০৭	১.২১	০.৫২	২.০৪	১.১৮
খ) মিশ্রিত (₹)	০.৪৬	১.৯৯	১.২১	০.৪৮	১.৯৭	১.১৮

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের জন্য স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। এই আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com -এ।

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৩.০৫.২০২৫

নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
কিশোর শাহ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

দ্য গ্রোব টি কোং লিঃ

CIN : L15494WB1895PLC000963
রেজিঃ অফিস: ''হাউটি স্ট্রিট'' ১০তম তল, ৮৬এ, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬
দূরভাষ নং. +৯১-৩৩-৪০০৩-১৩২৫/২৬
ই-মেল: grobtea@rawalwasia.co.in, ওয়েবসাইট : www.grobtea.com

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/১২/২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৪	আর্থিক বর্ষ সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৫	আর্থিক বর্ষ সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৪
	(উল্লেখ্য নীচের দ্রষ্টব্য)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	১,৬১৪.১০	২,৬৯১.২৭	১,৫৪১.৪১	১১,৮৫১.৪৪	৯,৯৯৬.৪৫
২	নিট লাভ সময়কালের জন্য, কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফাপূর্ব	(১,৭০৬.৫২)	৬৫.০৯	(১,৩৮৩.২৮)	১,২১৩.৭৫	১৩.০৫
৩	নিট লাভ সময়কালের জন্য করপূর্ব, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী	(১,৭০৬.৫২)	৬৫.০৯	(১,৩৮৩.২৮)	১,২১৩.৭৫	১৩.০৫
৪	নিট লাভ সময়কালের জন্য কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী	(১,৯১৪.৬৪)	৬৫.০৯	(১,৩৯৭.০৬)	১,০০৫.৬৩	(০.৭৩)
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ কর পরবর্তী এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় কর পরবর্তী]	(২,০৬৭.৩৮)	৫৫.০৪	(১,৩৫৩.৯৫)	৯৩১.৩০	১১৫.২৩
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত পূর্ব হিসাব বর্ষের ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো)	-	-	-	৮,৬৫৯.৫১	৭,৭৫১.৪৫
৮	ক) শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি, চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) :					
	১. মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব (বার্ষিকীকৃত নয়)	(১৬৪.৭৩)	৫.৬০	(১২০.১৯)	৮৬.৫২	(০.০৬)
	২. মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী (বার্ষিকীকৃত নয়)	(১৬৪.৭৩)	৫.৬০	(১২০.১৯)	৮৬.৫২	(০.০৬)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট যথা **www.nseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট যথা **www.grobtea.com** -এ ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।
২. উপরের ফলাফলগুলি অডিট কমিটির দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২২ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের বৈঠকে অনুমোদন করা হয়েছে। এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর ৩৩ নম্বর রেগুলেশন অনুযায়ী এবং কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা নিরীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২২ মে, ২০২৫

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
(পি. কে. আগরওয়াল)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN : 00703745)

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: ''ট্রিনিটি প্লাজা'', ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
		মার্চ ৩১, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ডিসেম্বর ৩১, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৫৭,৭৬২.১২	৩৯,২৭০.৬৮	৬০,২০৪.৯০	১৮৪,৪১৯.৫৬	১৬৯,২৬১.৩২
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৬,৪৭৬.৭৯	৪,৫৬৩.৩৫	৯,৯৪৫.২৯	২৬,৬৬১.৮২	২৭,০৮৪.৭৯
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৬,৪৭৬.৭৯	৪,৫৬৩.৩৫	৯,৯৪৫.২৯	২৬,৬৬১.৮২	২৭,০৮৪.৭৯
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(২,৩৭১.৭৯)	৩,৭০৫.৪২	৬,৫৮৪.৫০	১২,৬৬০.৩৯	৬৮,৩৭৬.৫৮
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	১,১৪০.৩৮	(১,৮৮২.৫৪)	৪,৭৬১.৩৮	১৪,৬৬৭.৭৯	৬৯,৩৬৯.০৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো)				১৩৬,২১৪.৩৮	১২৩,৬১৪.৬৯
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :					
	১. মৌলিক	০.১৮	৩.২১	৬.৫৩	১৩.৫২	৪৮.৬৩
	২. মিশ্রিত	০.১৮	৩.২১	৬.৫৩	১৩.৫২	৪৮.৬৩

দ্রষ্টব্য :
সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ২৩ মে, ২০২৫ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in/investor-services.php) এবং বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই) (www.bseindia.com) -তে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ২৩ মে, ২০২৫

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড -এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

অ্যালফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

CIN: L74999WB1919PLC003516
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৩/৩, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: ০৩৩ ২২২৬ ৮৬১৯ / ২২২৯ ৯১২৪
ই-মেল: kolkata@alfredherbert.com, ওয়েবসাইট: alfredherbert.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৬৪.৯০	১,০২৪.৯৯	১৯৪.৭৭	৭০.০৭	১,০৪৩.৫৮	২১৯.৭৭
২	নিট লাভ/(ক্ষতি)সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ববর্তী)	(১৯.৬৬)	৬৯৫.২২	৫২.৭১	(১৫.৫৯)	৭১১.৪৭	৫১.৪৩
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	(১৯.৬৬)	৬৯৫.২২	৫২.৭১	(১৫.৫৯)	৭১১.৪৭	৫১.৪৩
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	০.৮৪	৬২৩.০৪	৭২.২৬	৩.৬৮	৬৩৪.৭২	৬৭.৪৭
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	(১২.১৭)	(৬৩.২৯)	১,৪৭৬.৫৯	(৭.৭০)	২১৮.১৫	১,৫৬৭.৬৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪
৭	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) : মৌলিক (টা.)	০.১১	৮০.৭৬	৯.৩৭	০.৪৮	৮২.২৮	৮.৭৫
	মিশ্রিত (টা.)	০.১১	৮০.৭৬	৯.৩৭	০.৪৮	৮২.২৮	৮.৭৫

দ্রষ্টব্য :
১ উপরে উল্লিখিত তথ্যটি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''লিস্টিং রেগুলেশনস'') -এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা বিস্তারিত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের একটি অংশ।
২ কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা লিস্টিং রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ এর শর্ত অনুসারে প্রয়োজনীয় ফলাফলের নিরীক্ষা করেছেন এবং তাদের একই তারিখের প্রতিবেদনের মাধ্যমে একটি অপরিবর্তিত মতামত দিয়েছেন।
৩ সম্পূর্ণ ত্রৈমাসিক এবং নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে, অর্থাৎ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.alfredherbert.co.in) পাওয়া যাবে এবং নীচে উপলব্ধ দ্রুত প্রতিক্রিয়া কোডটি স্ক্যান করেও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।
৪ একত্রিত আর্থিক ফলাফলে নিম্নলিখিত সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থাগুলির ফলাফল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে
ক. হারবার্ট হোল্ডিংস লিমিটেড
খ. অ্যালফ্রেড হারবার্ট লিমিটেড
৫ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতি শেয়ার ১০ টাকা (প্রতি ইকুইটি শেয়ার ৫ টাকা) অভিহিত মূল্যের ৫০% হারে লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে, যা কোম্পানির আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে।
৬ ৩১ মার্চ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল ৩১ মার্চ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত অনিরীক্ষিত বছরের পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান, যা সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের শেষ, যা কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সীমিত পর্যালোচনার আওতায় ছিল।
৭ পূর্ববর্তী সময়কাল/বছরের পরিসংখ্যান বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানের সাথে তুলনা করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনঃশ্রেণীভুক্ত/পুনর্গঠন করা হয়েছে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৩ মে, ২০২৫

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
এ. ভি. লোধা
চেয়ারম্যান
(DIN: 00036158)

জিপিটি হেলথ্‌কেয়ার লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- U70101WB1989PLC047402, ওয়েবসাইট- www.ilshospitals.com,
ই-মেল- ghl.cosec@gptgroup.co.in, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	
		৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১০,১৪০.২২	৯,৯৪২.৫৮	৪০,৭০৯.১৪	৪০,০১৯.৩০
২	নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৬৩৬.৮৯	১,৮৪১.৪৩	৬,৯৩৪.৫৬	৬,৮০৪.৩৪
৩	নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,২৮৯.০০	১,২৮১.৬৩	৪,৯৯২.১৭	৪,৭৭৬.৯০
৪	মোট ব্যাপক আয়	১,৩০৬.৯৩	১,৩১১.৭৬	৪,৯৮৭.৪০	৪,৭৭৮.৫০
৫	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি	৮,২০৫.৪৮	৮,২০৫.৪৮	৮,২০৫.৪৮	৮,২০৫.৪৮
৬	অন্যান্য ইক্যুইটি			১৬,৫৭৯.৫৮	১৩,৬৪৩.৫৫
৭	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* মৌলিক এবং মিশ্রিত	১.৫৭*	১.৫৯*	৬.০৮	৫.৯৬

দ্রষ্টব্য :
১ উপরোক্তটি ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ilshospitals.com -তেও পাওয়া যাবে।
২ কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ @ ১৫% চূড়ান্ত লভ্যাংশ অর্থাৎ প্রতি ইকুইটি শেয়ারে ১.৫০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করেছে, যা আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের শর্তাধীন। কোম্পানিটি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য @ ১০% বা প্রতি ইকুইটি শেয়ারের জন্য ১ টাকা অন্তবর্তী লভ্যাংশ দিয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ সহ মোট লভ্যাংশ হল প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারের ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের ২.৫০ টাকা।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ২৩ মে, ২০২৫

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
দ্বারিকা প্রসাদ তাঁতিয়া
এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান
DIN: 00001341

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: ''ট্রিনিটি প্লাজা'', ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
		মার্চ ৩১, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ডিসেম্বর ৩১, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩৬,৮৭৩.২৮	২২,৩৫১.৯১	৪৪,১১২.১৩	১১৭,৭৮৫.৩৬	১১০,৭২৯.৮০
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৬,১৮৮.১৭	২,৭৭১.৪৮	৭,৯৬৮.৭১	১৯,৩৩৪.২৪	১৯,৯২৪.১৮
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৬,১৮৮.১৭	২,৭৭১.৪৮	৭,৯৬৮.৭১	১৯,৩৩৪.২৪	১৯,৯২৪.১৮
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪,৬০৭.৮৯	২,০৩৩.৬৭	৫,৫৯৪.৬১	১৪,৩৮৪.৩৪	১৪,২০২.৯৪
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৪,৬০৩.২২	২,০৩৫.২৩	৫,৬৩০.২০	১৪,৩৭৪.৫১	১৪,২০৮.১৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো)				৮৭,৪৪৮.২২	৭৫,০২৭.১৩
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :					
	১. মৌলিক	৪.৭২	২.০৮	৫.৭৩	১৪.৭৩	১৪.৫৪
	২. মিশ্রিত	৪.৭২	২.০৮	৫.৭৩	১৪.৭৩	১৪.৫৪

দ্রষ্টব্য :
সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ২৩ মে, ২০২৫ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in/investor-services.php) এবং বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই) (www.bseindia.com) -তে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ২৩ মে, ২০২৫

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড -এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

সোনিয়া-রাহুলের সংস্থায় ‘অনুদান’ দিয়েছেন কংগ্রেস নেতারাই

বিস্ফোরক দাবি ইডির

নয়াদিল্লি, ২৩ মে: সোনিয়া গান্ধি-রাহুল গান্ধিদের অনুরোধে তাঁদের সংস্থাতেই বড় বড় অঙ্কের অনুদান দিয়েছেন কংগ্রেস নেতারা। এমনটাই দাবি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। সূত্রের দাবি, ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলার তদন্ত করতে গিয়ে বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে তাদের হাতে।

ইডির দাবি, রাহুল গান্ধির সংস্থা ইয়ং ইন্ডিয়ান্সে গান্ধিদের ‘অনুরোধে’ই লক্ষ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস নেতা। এই ‘ইয়ং ইন্ডিয়ান প্রাইভেট লিমিটেড’ নামক সংস্থাটিই বর্তমানে ন্যাশনাল হেরাল্ড চালায়। রাহুল গান্ধি এবং সোনিয়া গান্ধি একাই ওই সংস্থার ৭৬ শতাংশ শেয়ারের মালিক। বাকি দুই শেয়ার হোল্ডার হলেন প্রয়াত কংগ্রেস নেতা অস্কার ফার্নান্ডেজ এবং মতিলাল ভোরা। গান্ধিদের মালিকানাধীন ‘ইয়ং ইন্ডিয়ান প্রাইভেট লিমিটেড’ ২০১১ সালে ন্যাশনাল হেরাল্ড, কোয়াম-ই-আওয়াজ, এবং নবজীবন, এই তিনটি সংবাদপত্র ‘অ্যাসোসিয়েট জার্নালস লিমিটেডে’র কাছ থেকে অধিগ্রহণ করে। ইডির দাবি, ঘুরপথে মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ‘অ্যাসোসিয়েট জার্নালস লিমিটেডের’ কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির

মালিক হয়ে গিয়েছে কংগ্রেসের ফার্স্ট ফ্যামিলি পরিচালিত ‘ইয়ং ইন্ডিয়ান প্রাইভেট লিমিটেড’।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দাবি করছে, এখানেই শেষ নয়। ওই সংস্থাটি যাতে ফুলে ফেঁপে ওঠে সেটা নিশ্চিত করতে রাহুল গান্ধিরা নাকি বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের অনুরোধ করেন যাতে তাঁরা সংস্থায় অনুদান করেন। ‘ফার্স্ট ফ্যামিলি’কে খুশি করতে বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা লক্ষ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন। সেই তালিকায় আছেন, কর্নাটকের বর্তমান উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার, তেলঙ্গানার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি-সহ বিভিন্ন রাজ্যের নেতা। প্রথম সারির তো বটেই তুলনায় ছোটখাটো বহু কংগ্রেস নেতাও বড় অঙ্কে ওই সংস্থায় অনুদান দিয়েছে। ২০২২ সালেও রাহুলের ওই সংস্থা মোটা অনুদান পেয়েছে। এমনটাই দাবি ইডি সূত্রের। কংগ্রেসের তরফে এই অভিযোগ নিয়ে এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

আইসিএইএলএসের চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন

নয়াদিল্লি, ২৩ মে: ইংরেজি ভাষা অধ্যয়নের অগ্রগতির উপর চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং ইংরেজি শেখা ও শিক্ষাদান দক্ষতার উপর সপ্তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এবং ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট দ্বারা আয়োজিত এই সম্মেলনগুলিতে উদ্ভাবনী ধারণা এবং গবেষণার ফলাফল আলোচনায় পণ্ডিত, ভাষাবিদ, শিক্ষাবিদেরা অংশগ্রহণ করেন। আইসিএইএলএসের মূল লক্ষ্য ছিল ভাষাবিজ্ঞান, সাহিত্য, ডিজিটাল শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা অন্বেষণ।

ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে আইনি পথে হাঁটল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়

ওয়াশিংটন, ২৩ মে: ঐতিহ্যবাহী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বিদেশি পড়ুয়াদের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে আমেরিকা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে হার্ভার্ডের লড়াইয়ে এবার নতুন মোড়। ট্রাম্পকে আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়ার পথে হাঁটছে হার্ভার্ড। তাঁর বিরুদ্ধে জমা পড়েছে আইনি পিটিশন।

হার্ভার্ড প্রেসিডেন্ট ড. অ্যালান গার্বের ট্রাম্পের ‘বেআইনি এবং অযৌক্তিক পদক্ষেপে’র নিন্দা করে একটি বিবৃতি পেশ করেছেন এবং বলেছেন এমন পদক্ষেপের ফলে হার্ভার্ডের হাজার হাজার পড়ুয়া ও গবেষকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের মুখোমুখি হবে। তাঁর কথায়, আমরা সবেমাত্র একটি অভিযোগ দায়ের করেছি। এবং এরপর একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশের জন্য প্রস্তাব আনা হবে। আমরা আমাদের ছাত্র এবং গবেষকদের সমর্থন করার জন্য আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী যা করার করব।

প্রসঙ্গত, প্যালেস্টাইনে হামলার প্রতিবাদে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইজরায়েল-বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইহুদি বিদ্বেষের অভিযোগ তুলে প্রশাসন বেশ কিছু কঠোর নির্দেশ জারি করে। একই সঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ দফা নির্দেশনামা পাঠানো হয়। যা পত্রপাঠ খারিজ করেছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই ধরনের সরকারি হস্তক্ষেপ তারা মানতে নারাজ। তারপরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০ কোটির অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। শুধু তা-ই নয়, শিক্ষা দপ্তরের তরফে নোটিস দিয়ে বহু বিজ্ঞানী ও গবেষককে প্রকল্পের কাজ বন্ধ করতে বলা হয়েছে। তুলে নেওয়া হয় করছাড়ের মর্যাদাও। এখানেই শেষ নয়। এবার সরাসরি ‘দেশদ্রোহী’ আখ্যা দেওয়া হল হার্ভার্ডকে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নং. বিআর-এইচকিউ-কেজিপি-২৫-২৬-০১। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, জেনারেল ম্যানেজার (ইএনজিজি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ খড়গপুর ডিভিসনে এএক্সইএন/বিআরএল/কেজিপি-র আওতাধীনে সেতুর ওপরে স্ট্রাকচারাল স্টিল মেম্বারগুলি শক্তিশালী করা/রেট্রোফিট করা/প্রতিস্থাপন করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ‘ফ্যাটিগ ফেলিওর’ সংক্রান্ত কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৫,৭৫,৫৯১.৬২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,০৭,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮ মাস। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্রঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-196)

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITY

NOTICE INVITING E-TENDER
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-03/25-26, Memo No-318, Date- 22/05/2025

Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samity. Bid Submission Start Date- **22.05.2025.** Bid Submission end Date- **28.05.2025.** Bid Opening Date- **30.05.2025.** For Details Please Visit website http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samity
Daspur :: Paschim Medinipur

DUM DUM MUNICIPALITY

44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028

"DUM DUM MUNICIPALITY HAS published tenders in the Govt website: "wbtenders.gov.in." related to Supply delivery, installation, testing and commissioning of 20 H.P submersible pump - motor set and auto - manual control panel system including all allied works, interconnection and E-M works for a deep tube well under wards 11,14,15 of Dum Dum Municipality under 15th FC (Tied), vide memo no 233/DDM/GEN/25-26 Dtd 23.5.2025, Last date for dropping is 07.6.2025 and Opening on 09.6.2025.

Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

MADHUSUDANPUR GRAM PANCHAYAT

Shibkalinagar, Kakdwip, South 24 Parganas

ABRIDGED NIT

On behalf of **Madhusudanpur Gram Panchayat** under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist, Invites 16 no bid -Vide NIT No **110/XVFC-tied/NIT/MGP/2025 to 125/XVFC-UNTIED/NIT/MGP/2025, Dated-23/05/2025,** on tubewells, drain, roads & Others. Last date of submission of online Bid is **02/06/2025 upto 12 noon.** For details please visit to our GP Office.

Sd/-, Pradhan
Madhusudanpur Gram Panchayat

TENDER

E- Tender invited by The Prodhan, **Palsunda-II Gram Panchayat** (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Bareya, Nadia. **NIET- 01(2025-26), FUND 5TH SFC, Dt. - 23.05.2025.** Last date of submission **31.05.2025 up to 12:00p.m.** For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan,
Palsunda-II Gram Panchayat.

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-QUOTATION

N.I.E. EQ. No. 26/PW/Eng/25 Dt. 21-05-25

Visit to website www.wbtenders.gov.in For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY

Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-3/2025-26** for "Renovation of Flood Shelter for MED office use under Krishnanagar Municipality" and **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-4/2025-26** for "Construction of Cement Concrete Road at Sukkul Road in Ward No - 07 under Krishnanagar Municipality."The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details.

Tender id: 2025_MAD_851540_1 & 2025_MAD_851594_1.

Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, **Narayanpur -II Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Topla, Nadia. **NIET NO- 01/NARA- II/5th SFC /2025-26 (TIED FUND), 02/NARA- II/5th SFC /2025-26 (UNTIED FUND),** Last date of submission **02.06.25 up to 1p.m.** For details please contact to the office visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan,
Narayanpur- II Gram Panchayat.

Nischinda Gram Panchayat

Bally, Howrah

E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **e-NIT No. 07/ 1 to 07/4/ NGP/2025-26.** Published date: **23/05/2025.** Last date of Bid submission: **31/05/2025 up to 11:00 AM.** Date of opening: **02/06/2025 at 11:30 AM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

বেড়ুই সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম:-বেড়ুই, ডাকঘর -ইলছোবা মণ্ডলাই, থানা-পাণ্ডুয়া, জেলা- হুগলী,
(নিবন্ধন সংখ্যা ০৯ HG, তারিখ ২৮-০২-১৯৩০)

Memo No - Election Berui/02 Dt-23.05.2025

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম- নিবন্ধক হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশনামা নং ৬১২ তারিখ ২১/০৫/২০২৫ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে বেড়ুই সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগন কে জানানো হচ্ছে যে আগামী **ইংরাজি ২২/০৬/২০২৫ (রবিবার) সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত বেড়ুই প্রথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে নীচের আলোচ্যসূচি অনুযায়ী** (সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন নিম্নে এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর প্রদত্ত নির্ঘন্ট অনুসারে) বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্যকে উপস্থিত থেকে পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬,পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরণ করে **পরিচালক মণ্ডলীর ১২ (বারো) জন সদস্য (তন্মধ্যে ২ (দুই) টি আসন মহিলাদের এবং ১(এক) টি আসন তপশিলি জাতি /তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত)**নির্বাচন করতে তথা বিশেষ সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।

আলোচ্যসূচি:পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন

তারিখ: ২৩/০৫/২০২৫
স্থান: বেড়ুই

স্বা/- সন্দীপ নিয়োগী
সমবায় পরিদর্শক

নির্বাচনী নির্ঘন্ট

ক্রম	বিষয়	তারিখ ও বার	স্থান	সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১	মনোনয়নপত্র বিতরণ ও গ্রহণ	৩০/০৫/২০২৫ ৩১/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১২ টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার অথবা তার অনুমোদিত ব্যক্তি
২	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	০২/০৬/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১২টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	০২/০৬/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৪	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	০৩/০৬/২০২৫ বিকাল ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়	০৩/০৬/২০২৫ বিকাল তিনটা পর্যন্ত।	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৫	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ	০৩/০৬/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বিকাল ৩(তিন)টার পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৬	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	২২/০৬/২০২৫	বেড়ুই প্রাথমিক বিদ্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৭	ভোট গণনা	২২/০৬/২০২৫	ঐ	ভোট গ্রহণ শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৮	ভোটের ফল প্রকাশ	২২/০৬/২০২৫	ঐ	ভোট গণনা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা

বিঃদ্রঃ-: ২০০৬ ও ২০১১ সমবায় আইন প্রযোজ্য
তারিখ: ২৩.০৫.২০২৫

স্বা/- শ্রী অভিজিৎ বিশ্বাস
এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার,
বেড়ুই সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

স্বা/- প্রলয় বিশ্বাস
এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার,
বেড়ুই সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

TENDER

E-Tender invited by prodhan **Gopinathpur Gram Panchayat** (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Gopinathpur, Nadia. **NIT No 1/2025-26, Last date of submission 28.05.2025 up to 6p.m. NIT No 02/2025-26,** Last date of submission **05.06.2025 up to 6p.m.** visit www.wbtenders.gov.in For details please contact to the office.

Sd./- Prodhan,
Gopinathpur Gram Panchayat.

Guskara Municipality

Guskara: Purba Bardhaman

Tender Notice No:- 01/2025-26
Memo No: 255/GM Dated : 23.05.2025

Tender is invited by this Municipal Authority for construction of concrete road, earthen road, Drain & repairing etc. under Guskara Municipality. Last date of submission tender application 16.06.2025 up to 3.00 P.M. For detail visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**

Sd/-
Chairperson
Guskara Municipality

Guskara Municipality

Guskara: Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender No:- 02/2025-26(1st Call)
Memo No: 258/GM Dated : 23.05.2025

Following e-Tender is hereby invited by this Municipal Authority for Water Body Rejuvenation at Municipal Lodge Pukur at Ward No. 07 under Guskara Municipality. Last date for bid submission of e-tender is on 14.06.2025 up to 12.00 PM. For detail visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**

Sd/-
Executive Officer
Guskara Municipality

Guskara Municipality

Guskara: Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender No:- 03/2025-26(1st Call)
Memo No: 267/GM Dated : 23.05.2025

Following e-Tenders are invited by this Municipal Authority for 04 nos. development works in different wards under Guskara Municipality. Last date of bid submission of e-tenders is 03.06.2025 up to 12.00 P.M. For detail visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**

Sd/-
Chairman
Guskara Municipality

OFFICE OF THE COUNCILLORS BARUIPUR MUNICIPALITY

E-TENDER

Online bids are invited by the undersigned from reputed Agency/Vendor/Contractor for (1) Construction of Proposed Urban Health & Wellness Center (UHWC) at ward no. 02 & 12 under Baruipur Municipality vide e-**NIT-WBMAD/ULB/BM/NIT-04(e)/2025-26,** last date: **07.06.2025 up to 9 AM.** Details information may be obtained during office hours **11 AM-5 PM.** Website: **wbtenders.gov.in**

Sd/- **Executive Officer, Baruipur Municipality**

e-TENDER NOTICE

NIT No. 06/PM/PWD/2025-26, Dated: 23/05/2025 for 1no Civil work Tender submission closing date **09/06/2025 at 10:00 hrs.** For details visit: **www.wbtenders.gov.in,** website: **www.pujalimunicipality.in,** office Notice Board.

Sd/- **Tapas Biswas**
Chairperson
Pujali Municipality

W.B.S.R.D.A.

South 24 Parganas Division

TENDER NOTICE

i) e-NIT No: 02/EE/WBSRDA/S24/MTN/2025-26 dt. 23.05.2025. ii) e-NIT No: 01/EE/WBSRDA/S24/SF /2025-26 dt. 23.05.2025 The Executive Engineer, WBSRDA, South 24 Parganas Division invites two nos. percentage rate, **e-NIT No: 02/EE/WBSRDA/S24/MTN/2025-26 dt 23.05.2025 & 01/EE/WBSRDA/S24/SF/2025-26 dt. 23.05.2025. The last date of bid submission for two numbers of NITs are 09.06.2025 at 17:00 hours.** Details of which may be viewed in the Website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Executive Engineer & Head of PIU
WBSRDA, South 24 Parganas Division

NIT No. SFDC/MD/NIT- 02(e)/2025-26

SFDC Ltd. Invites bid for the work "CONSTRUCTION OF 5 TPH FLOATING FISH FEED AND 5 TPH SINKING OR SHRIMP FEED PLANT PROJECT and OTHER INFRASTRUCTURE ON TURNKEY BASIS AT KALYANI, DISTRICT-NADIA, WEST BENGAL", total amounting to Rs.71,43,78,540.00. Last date of (online) bid submission on 16/06/2025 upto 3.00 p.m. and date of opening technical bid on 18/06/2025 at 3.00 p.m. respectively. For details, please visit our website www.wbsfdcltd.comor https://wbtenders.gov.in.

Office of the MADHURKUL GRAM PANCHAYAT

Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK

NIT No: 06/DOM/MGP/15th FC 2025-26, 07/DOM/MGP/15th FC 2025-26 & 08/DOM/MGP/15th FC 2025-26. Publishing & Submission Start Date: **23.05.2025 from 9.00 AM.** Bid Submission Closing Date: **31.05.2025 up to 12.00 PM.** Bid Opening Date: **02.06.2025 after 12.00 PM**
Details See In: www.wbtenders.gov.in

Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

Office of the MADHURKUL GRAM PANCHAYAT

Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK

NIT No: 05/DOM/MGP/15th FC 2025-26. Publishing & Submission Start Date: **22.05.2025 from 5.00PM.** Bid Submission Closing Date: **31.05.2025 up to 12.00 PM.** Bid Opening Date: **02.06.2025 after 12.00 PM.** Details See In: www.wbtenders.gov.in

Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

OFFICE OF THE BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT

P.O- BANNYESWAR DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK

Tender are invalid through online Bid System under following. **1) NIT NO:- 01/BANNYESWAR GP/15TH CFC/2025-26, DATE:-19.05.2025.**
The last date for submission of all tender is **29.05.2025 up to 14.00 Hours.**
For details please visit web site htpp://wbtenders.gov.in as office notice.

Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

BONGAON MUNICIPALITY

Restoration of damages road due to laying of 800 mm dia D.I (K-9) rising Pipeline from Bongoan College more to Back side of Bongoan College under Bongoan Municipality.

Tender reference: WBMAD/NIeT/13/2025-26/BM/PWD
Date: 23.05.2025
Tender ID-2025_MAD_851562_1

1. Bid Submission Start date **23.05.2025 at 05.30 PM.** 2. Prebid meeting date **02.06.2025 at 02.00 PM.** 3. End date **14.06.2025 at 05.30 PM.** 4. Bid opening date: **17.06.2025 at 11.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২, পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail- kumraparagp@gmail.com

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য (15th FC) E-Tender করছে।
E-NIT-04/Kumra/25-26, E-NIT-05/Kumra/2024-25,
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা/- প্রধান
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া–৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়ার অধীনে। **ই–টেন্ডার নংঃ ২২_২০২৫–২৬, কাজের বিবরণঃ** টিকিয়াপাড়া কোচিং কমপ্লেক্স এবং ইএমইউ/সিএস/হাওড়া,পূর্ব রেলওয়েতে ৩টি ওএইচ ট্যাঙ্কের পেন্টিং সহ সম্পূর্ণ মেরামতি (টিকিয়াপাড়ায় ২টি এবং ইএমইউ/সিএস/হাওড়ায় ১টি)। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৭৬,৩৬,৩০২.৫৭ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৫২,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ৮ (আট) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের তারিখে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৯.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান–** ই–টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। দ্রষ্টব্যঃ আইআরইপিএস (ই–টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। HWH-98/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE PATIKABARI GRAM PANCHAYAT

P.O : PATIKABARI, NOWDA BLOCK
MURSHIDABAD * WEST BENGAL * 742121

The undersigned is hereby published the e -Tender vide **No. 4/PGP/15th FC/2025-26 (Tender ID: 2025_ZPHD_850662_1 to 4), 5/PGP/15th FC/2025-26 (2025_ZPHD_850873_1 to 6) & 6/PGP/15th FC/2025-26 (2025_ZPHD_850999_1 to 6)** for various works. Bid submission start date (online) **23/05/2025 from 10-00 a.m.** Bid submission closing date (online) **29/05/2025 upto 3-50 p.m.** Details of NIeT & Tender documents may be downloaded from "http://wbtenders.gov.in"

Sd/- Prodhan
Patikabari Gram Panchayat
Nowda, Murshidabad

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.

(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 343, 365, 368, 388 (2nd Call) (24-25)/ 2025-2026
NIeT- 70 to 75/2025-2025 Dated- 23-05-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Burdwan, North 24 Parganas, Jalpaiguri, Paschim Medinipur, Dakshin Dinajpur, Coochbehar and Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **24-05-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **09-06-2025 upto 3.00 pm**

Date: 23.05.2025 **Sd/- Executive Engineer**

পুড়শুড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

Ph.- 9647138016/9153841159

গ্রাম ও পোঃ- পুড়শুড়া, থানা-পুড়শুড়া, জেলা-হুগলী
রেজি নং-৮৫ এইচ.জি., তাং- ২০.০৫.১৯৬১
Email :- pursurahskusltd@gmail.com

খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, তথা সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার, হুগলী রেঞ্জ এর আদেশ নম্বর ৮৫৫৬ তারিখ ২৯.০৭.২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে পুড়শুড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগণকে জানাচ্ছি যে, উক্ত সমবায় সমিতির পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা সমিতির অফিস সহ স্থানীয় প্রশাসনিক অফিসগুলিতে ২৩.০৫.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হল। সমিতির সকল সদস্যদের উক্ত ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন (যদি থাকে) এর জন্য সমিতির অফিসে লিখিত আবেদনের অনুরোধ করা হচ্ছে ২৩.০৫.২০২৫ থেকে ০৫.০৬.২০২৫ তারিখের মধ্যে যে কোন কাজের দিন বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত সমিতির অফিসগৃহে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে হবে।চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ০৯.০৬.২০২৫ তারিখে বেলা ১২টায়।

গৌরাঙ্গ চৌধুরী
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
পুড়শুড়া এস.কে.ইউ.এস. লিঃ

কৃষ্ণদাস ঘোষ
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
পুড়শুড়া এস.কে.ইউ.এস. লিঃ

Office Of The DEBKUNDU GRAM PANCHAYAT

P.O.+P.S.–Beldanga, Dist.– Murshidabad (W.B), Pin–742133

NIeT. No. 01/Debkundu GP/2025-26, Memo No. 204 (19)/DGP and Dated : 22/05/2025. Date of publishing: **23/05/2025 from 9.00 a.m.** on htpp://wbtenders.gov.in
Bid downloading starts from: **23/05/2025 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **06/06/2025 up to 6.00 p.m.** Last date of Bid submission: **06/06/2025 up to 6.00 p.m.** Technical Bid opening date: **09/06/2025 after 11.00 a.m.**
For details logon to htpp://wbtenders.gov.in or contact with office of the undersign. **NIeT. No. 02/Debkundu GP/2025-26, Memo No. 205(19)/DGP and Dated : 22/05/2025 NIeT. No. 03/Debkundu GP/2025-26, Memo No. 206(19)/DGP and Dated : 22/05/2025.** Date of publishing: 23/05/2025 from 9.00 a.m. on htpp://wbtenders.gov.in
Bid downloading starts from: **23/05/2025 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **30/05/2025 up to 4.55 p.m.** Last date of Bid submission: **30/05/2025 up to 4.55 p.m.** Technical Bid opening date: **02/06/2025 after 11.00 a.m.**
For details logon to htpp://wbtenders.gov.in or contact with office of the undersign.

Sd/- Prodhan
Debkundu Gram Panchayat

RAJHAT UNION LARGE SIZED PRIMARY CO-OPERATIVE AGRICULTURAL CREDIT SOCIETY LTD.

(Regd. No. 18 HG, Dated- 20.12.1957)
Vill: RAJHAT, PO: RAJHAT, PS: POLBA,
Block: Polba-Dadpur, District: Hooghly, Pin-712123
Date: 24.05.2025

Notice of Publication of Draft Electoral Roll

এতদ্বারা রাজহাট ইউনিয়ন লার্জ সাইজড প্রাইমারি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ এর সকল সদস্য/ সদস্যাগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, অদ্য ইং ২৪.০৫.২০২৫ তারিখ উক্ত সমবায় সমিতির খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে।
তালিকা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য তারিখগুলি নিম্নে প্রদত্ত হলো-

	বিষয়	তারিখ	স্থান
১	আপত্তি/ অভিযোগ জানানোর শেষ তারিখ	ইং ১১/০৬/২০২৫ (দুপুর ৩টে পর্যন্ত)	সমিতির কার্যালয়
২	শুনানির তারিখ	ইং ১২/০৬/২০২৫ (দুপুর ১২টা থেকে ২টো)	সমিতির কার্যালয়
৩.	চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ	ইং ১৩/০৬/২০২৫	সমিতির কার্যালয়

বিশদে অবগত হওয়ার জন্য রাজহাট ইউনিয়ন লার্জ সাইজড প্রাইমারি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ এর প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

Sd/-
(ABHIJIT KARMAKAR)
Assistant Returning Officer
RAJHAT ULSPCACS Ltd.

Sija Kamalpur S.K.U.S. Ltd.

Reg. No. 26 HG, Date : 05.03.1957
P.O. Khamargachi, P.S. Balaragh, Dist. Hooghly

প্রতিনিধি নির্বাচন (Delegate Election) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৮৩৪ তারিখ ২৫.০৭.২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, সিজা কামালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর আসন্ন প্রতিনিধি নির্বাচন (Delegate Election) আগামী ১৩.০৭.২০২৫ রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। ওই প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘন্ট এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য সমিতির সদস্য ও সদস্যা গনকে আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule for Delegate Election)

ক্র.নং. (Sl.)	বিষয় (Subject)	তারিখ (Date)	সময় (Time)	স্থান (Place)
১	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ (Publication of Draft Voter List)	৩০.০৫.২০২৫	দুপুর ১২টা	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
২	খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত আপত্তি/ অভিযোগ গ্রহণ (Receiving of Claims/ Objection about Draft Voter List)	০২.০৬.২০২৫ হইতে ১০.০৬. ২০২৫ (ছুটির দিন ব্যতীত)	সকাল ১১টা হইতে দুপুর ২টা পর্যন্ত	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৩	খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত আপত্তি অভিযোগ নিষ্পত্তি (Disposal of Claims Objection about Draft Voter List)	১১.০৬.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৪	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ (Publication of Final Voter List)	১৩.০৬.২০২৫	দুপুর ১২টা	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৫	মনোনয়ন বিলি (Distribution of Nomination)	১৬.০৬.২০২৫ হইতে ১৭.০৬.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৬	মনোনয়ন পত্র পেশ (Filling of Nomination Papers)	১৭.০৬.২০২৫ হইতে ১৮.০৬.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৭	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা Scrutiny of Nomination Papers)	২০.০৬.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৮	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Canditates)	২০.০৬.২০২৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পর	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৯	প্রার্থীপদ/ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ (Last Date of Withdrawl of Candidate Nomination)	২১.০৬.২০২৫	বিকেল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
১০	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Candidates)	২১.০৬.২০২৫	বিকেল ৩টার পর	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
১১	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান (প্রয়োজনে) Date, Time & Place) of Poll (If Required)	১৩.০৭.২০২৫	সকাল ১১.৩০ থেকে দুপুর ২.৩০ পর্যন্ত	খামারগাছি হাই স্কুল (কো-এড) এবং জয়কৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়
১২	ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ (Counting of Votes And Declare of Result)	১৩.০৭.২০২৫	ভোট শেষের পর	খামারগাছি হাই স্কুল (কো-এড) এবং জয়কৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়

WBCS Acts এবং **Rules** অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে।
প্রতিনিধি সংখ্যা ও সংরক্ষণ নিম্ন বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী হইবে ঃ-

নির্বাচন ক্ষেত্র অনুযায়ী পদ ও সংরক্ষণ তালিকা, ভোট গ্রহণ কেন্দ্র এবং ভোট গণনা কেন্দ্র

ক্রমিক নং	নির্বাচন ক্ষেত্র	প্রতিনিধির সংখ্যা	সংরক্ষণ তালিকা	ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এবং গণণা কেন্দ্র
১	সিজা	৭	মহিলা-১, তপঃ জাতি / উপজাতি-১, অসংরক্ষিত-৫	জয়কৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়
২	রুকেশপুর	৪	অসংরক্ষিত-৪	জয়কৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩	বানেশ্বরপুর	২	অসংরক্ষিত-২	জয়কৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪	টোনা-প্রতাপপুর	২	অসংরক্ষিত-২	খামারগাছি হাই স্কুল (কো-এড)
৫	পানিখোলা	১	অসংরক্ষিত-১	খামারগাছি হাই স্কুল (কো-এড)
৬	মুক্তারপুর	৪	অসংরক্ষিত-৪	খামারগাছি হাই স্কুল (কো-এড)
৭	কামালপুর	২	অসংরক্ষিত-২	খামারগাছি হাই স্কুল (কো-এড)
৮	গোপালপুর-পরানপুর -হাতিকান্দা	৩	অসংরক্ষিত-৩	খামারগাছি হাই স্কুল (কো-এড)
৯	হামজানপুর	৩	অসংরক্ষিত-৩	খামারগাছি হাই স্কুল (কো-এড)
১০	গৌড়নই	২	অসংরক্ষিত-২	খামারগাছি হাই স্কুল (কো-এড)
১১	খামারগাছি	৪	অসংরক্ষিত-৪	খামারগাছি হাই স্কুল (কো-এড)
১২	ঢাকছাড়া	৭	মহিলা-১, অসংরক্ষিত-৬	খামারগাছি হাই স্কুল (কো-এড)
১৩	বড়াইল	৪	অসংরক্ষিত-৪	খামারগাছি হাই স্কুল (কো-এড)

তাং ঃ ২১.০৫.২০২৫

(প্রলয় বিশ্বাস)
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
সিজা কামালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

(সৌভিক নাথ)
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
সিজা কামালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ভারতের টেস্ট দল ঘোষণা আজ দুপুরে, নেতা শুভমান, ব্রাত্য থাকছেন শামি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ডে পাঁচ টেস্টের সিরিজের জন্য আজ মুম্বইয়ে দল বেছে নিতে চলেছেন নির্বাচকরা। মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের সদর দফতরে বেলা দেড়টায় সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছে। শুভমান গিল অধিনায়কের দায়িত্ব পাচ্ছেন।

রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির অবসরের পর তাঁদের পরিবর্তে টেস্ট দলে থাকতে পারেন করুণ নায়ার ও বি সাই সুদর্শন। মহম্মদ শামিকে বাইরে রেখেই দল ঘোষণা হবে বলে বোর্ড সূত্রে খবর। শামি আইপিএল খেললেও সারাদিনে ১০ ওভারের বেশি বল করতে পারবেন কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারেনি বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম।

রোহিত ও বিরাট না থাকায় চেতেশ্বর পূজারার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হবে কিনা তা নিয়ে চর্চা চলছে। তবে টিম ম্যানেজমেন্টের সদস্যরা ও নির্বাচকরা ৩৭ বছরের পূজারাকে ফেরাতে চাইছেন না বলেই খবর। অস্ট্রেলিয়ায় যে টেস্ট দল গিয়েছিল তাতে খুব বেশি রদবদলের সম্ভাবনা নেই। দেবদত্ত পাড়িক্কলের ফিটনেস সমস্যা আছে। ফলে সরফরাজ খান ইংল্যান্ডের বিমানে উঠবেন বলেই খবর।

শামি না থাকলেও ভারতের পেস ব্যাটারি বেশ শক্তিশালী থাকছে। জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, আকাশ দীপ ও হর্ষিত রানা থাকবেন বলেই খবর। আলোচনায় উঠতে পারে অর্শদীপ সিং ও অংশুল কম্বোজের নাম।

ভারতের সম্ভাব্য টেস্ট দল শুভমান গিল (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, করুণ নায়ার, বি সাই সুদর্শন, সরফরাজ খান, রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ঋষভ পন্থ, ধ্রুব জুরেল, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, আকাশ দীপ, হর্ষিত রানা, শার্দুল ঠাকুর, কুলদীপ যাদব।

শুভমান গিল টেস্ট অধিনায়ক হতে চলেছেন। বিসিসিআই সূত্রে খবর। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

জেতা ম্যাচ হেরে অস্বস্তিতে আরসিবি
কিষাণ-কামিন্সদের দাপটে জয় দিয়ে অভিযান শেষ সানরাইজার্সের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুরন্ত জয় দিয়ে আইপিএল অভিযান শেষ করল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। আর পচা শামুকে পা কাটল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। লখনউয়ে জেতা ম্যাচ হারায় অস্বস্তিতেও পড়ল আরসিবি। কারণ, গুজরাত যদি নিজেদের শেষ ম্যাচ আর পাঞ্জাব কিংস বাকি দুটি ম্যাচ জেতে তাহলে শেষ ম্যাচ জিতলেও প্রথম দুইয়ে থাকা হবে না বিরাট কোহলিদের।

টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিল আরসিবি। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৩১ রান তোলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ঈশান কিষাণ সাতটি চার ও পাঁচটি ছয়ের সাহায্যে ৪৮ বলে ৯৪ রানে অপরাজিত থাকেন। রোমারিও শেফার্ড নেন ২ উইকেট।

জবাবে আরসিবির ওপেনিং জুটি ভাঙে ৭ ওভারে ৮০ রানে। ১০.৪ ওভারে ১২০ ও ১১.২ ওভারে ১২৯ রানে পড়ে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উইকেট। বিরাট কোহলি ২৫ বলে ৪৩, ফিল সল্ট ৩২ বলে ৬২, ময়াঙ্ক আগরওয়াল ১০ বলে ১১ রান করেন। ১৫.৪ ওভারে ১৭৩ রানে পড়ে চতুর্থ উইকেট। সেখান থেকে ১৯.৫ ওভারে ১৮৯ রানে গুটিয়ে যায় আরসিবি। রজত পাটীদার ১৮ ও এই ম্যাচের অধিনায়ক জিতেশ শর্মা করেন ২৪। প্যাট কামিন্স ৪ ওভারে ২৮ রান দিয়ে তিনটি, ঈশান মালিঙ্গা ২ উইকেট নেন। জয়দেব উনাদকাট, হর্ষল প্যাটেল, হর্ষ দুবে ও নীতীশ কুমার রেড্ডি নেন ১টি করে উইকেট। ৪২ রানে হারায় পয়েন্ট তালিকার তিনে নেমে গেল আরসিবি। নেট রান রেটের নিরিখে দুইয়ে চলে গেল পাঞ্জাব কিংস।

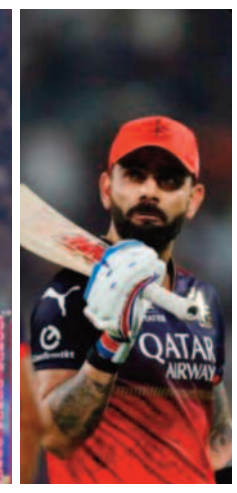

অপরাজিত থাকলেও ৬ রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া ঈশান কিষাণের। ছবি: আইপিএল

আইপিএলে জয়পুরে পাঞ্জাবের সামনে দিল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে ধরমশালায় নিরাপত্তাজনিত কারণে ১০.১ ওভারের পরেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল পাঞ্জাব কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচ। পাঞ্জাবের স্কোর ছিল ১ উইকেটে ১২২। সেই ম্যাচটি আজ প্রথম থেকে শুরু হবে। জয়পুরের সওয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে। পাঞ্জাব কিংস চাইছে বাকি দুটি ম্যাচ জিতে প্রথম দুইয়ে থাকতে। যার প্রথম ধাপ আজকের দ্বৈরথ। পাঞ্জাবের রয়েছে ১২ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট। দিল্লি ক্যাপিটালস চলতি আইপিএলে আজ তাদের শেষ ম্যাচ খেলবে। আঙুলে চোট থাকায় আগের ম্যাচে পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ফিল্ডিং করেননি। আজ তিনি ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবেই খেলতে পারেন।

অনুশীলনে পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। ছবি: পাঞ্জাব কিংস এক্স

জস ইনগ্লিস, মার্কাস স্টইনিস ও কাইল জেমিসন দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। ফলে পাঞ্জাব কিংস একাদশে মিচেল আওয়েন ও জেভিয়ার বার্টলেটের পরিবর্তে খেলতে পারেন ইনগ্লিস ও জেমিসন। আজমাতুল্লাহ ওমরজাই ও স্টইনিসের মধ্যে একজন খেলতে পারেন। দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল আগের ম্যাচে অসুস্থ থাকায় নেতৃত্ব দেন ফাফ দু প্লেসি। গতকাল অক্ষর অনুশীলন করেননি। তিনি খেলতে না পারলে সিম বোলিং অলরাউন্ডার মাধব তিওয়ারি আরও একটি সুযোগ পেতে পারেন। দুই দলের শেষ পাঁচটি সাক্ষাতে পাঞ্জাব জিতেছে ২টিতে। তিনটিতে দিল্লি, কিংসের বিরুদ্ধে ক্যাপিটালসের শেষ জয় এসেছিল ২০২৩ সালে। সর্বশেষ সাক্ষাতে গত বছর জিতেছিল পাঞ্জাব।

টেস্ট থেকে অবসর নিচ্ছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্ট ক্রিকেটকে গুডবাই জানাচ্ছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজ। ১৭ জুন থেকে গলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলবে শ্রীলঙ্কা। সেটিই হবে ৩৮ বছরের ম্যাথুজের শেষ টেস্ট। ২০০৯ সালে টেস্ট অভিষেক। ১১৮টি টেস্টে ৮১৬৭ রান রয়েছে। শতরান ১৬টি, অর্ধশতরান ৪৫টি। টেস্টে তাঁর ৩৩টি উইকেট রয়েছে। ম্যাথুজ সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, টেস্টকে বিদায় জানালেও দেশের হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে ডাক পেলে তিনি খেলতে প্রস্তুত। গত বছর জুনে দেশের হয়ে শেষবার টি২০ আন্তর্জাতিক খেলেছিলেন ম্যাথুজ, তারপর আর সাদা বলের দলে ডাক পাননি।

শহরে ফিরলেন এভারেস্টজয়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের তৃতীয় ব্যাটালিয়নের কনস্টেবল লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল গত ১৯ মে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন। শহরে ফিরলেন শুক্রবার। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে দমদম বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মা। আইপিএস-এর নিরাপত্তা দলের সদস্য, এই পুলিশকর্মীর বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের মথুরি গ্রামে।

কন্যাশ্রী কাপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল, লড়ে হার সাদার্ন সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি: কন্যাশ্রী কাপের ফাইনালে উঠল ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার নিজেদের মাঠে সেমিফাইনালে তারা হারাল সাদার্ন সমিতিকে। লড়াই করেও শেষরক্ষা হলো না সাদার্নের। ম্যাচের ২২ মিনিটে সুলঞ্জনা রাউলের গোলে এগিয়ে ছিল লাল হলুদ। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের ৫৫ মিনিটের মাথায় ব্যবধান বাড়ান সন্ধ্যা মাইতি।

বাগানে ভোট ২২ জুন
জমে উঠেছে দত্ত বনাম বোস লড়াই

অনির্বান গঙ্গোপাধ্যায়

আত্মবিশ্বাসী দেবাশিস দত্তকে কি ভয় পেলেন সৃঞ্জয় বোস ? না হলে ভোটের আগে প্রচারের গতিবেগ বাড়িয়ে দিলেন কেন তিনি? একটা সময় শুধু রবিবার প্রচার করতেন তিনি। তারপর শনি ও রবি। আর এখন সপ্তাহের প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন সৃঞ্জয় বোস। সব ঠিক থাকলে আগামী ২২শে জুন কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হবে মোহনবাগানের ভোট। কিন্তু তার আগে আত্মবিশ্বাসী দেবাশিস দত্তের কাছে অনেকটাই পিছিয়ে সৃঞ্জয় বোস। একটা সময় মোহনবাগান মানেই ছিল বোস এন্ড কোম্পানি। বিনা ভোটেই পদে আসীন হতেন তাঁরা। টুটু বোসের বিরোধী শিবিরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন সুব্রত ভট্টাচার্যরা, কিন্তু তখন ভোট পর্যন্ত তা গড়ায়নি। সেই ইতিহাস মোহন সমর্থকদের সকলের জানা। তবে টুটু বসুর একাধিপত্যে কিছুটা হলেও থাবা বসিয়েছেন দেবাশিস দত্ত। কারণ, বিগত তিন বছরে মোহনবাগানের সাফল্য ঈর্ষণীয়। দেবাশিস দত্তের হাত ধরে নাকি বসন্ত এসেছে মোহন বাগানে। ফুটবল ছাড়াও ক্রিকেট হকিতেও এসেছে সাফল্য। একদিকে যখন সৃঞ্জয় বোস পেছনে টুটু বোসের ছবি নিয়ে তোমাকে চাই পোস্টার ছাপিয়ে সারা বাংলা চষে ফেলছেন, সেখানে দেবাশিস দত্তর ভরসা মোহনবাগানের সাফল্য। বৃহস্পতিবারই হুগলির চণ্ডীতলা ও হাওড়ার সাঁকরাইলে প্রচার করেছেন সৃঞ্জয় বোস। শনি ও রবিবার তাঁর বিশাল কর্মসূচি আহিরীটোলা, বেহালাতে। সেখানে অনেকটাই ধীরে সুস্থে প্রচার সারছেন দেবাশিস দত্ত। তবে মোহনবাগান ভোট প্রচারে নিজেদের সব থেকে হাস্যকর করে তুলেছেন তৃণমূল নেতারা। তাদের শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা। গত ১৭ই মে যে দেবরাজ চক্রবর্তী ও তাপস চট্টোপাধ্যায়দের সৃঞ্জয় বোসের সঙ্গে প্রচার সারতে দেখা গিয়েছিল। শনিবার তাঁরাই আবার হাজির থাকতে পারেন দেবাশিস দত্তের সমর্থনে প্রচার করতে। আবার ১৮ মে হাওড়াতে যে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সৃঞ্জয় বোস-ই মোহনবাগানের প্রকৃত কান্ডারী বলতে শোনা গিয়েছিল। তিনিই আবার গত বৃহস্পতিবার দেবাশিস দত্তের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছেন। শুধু মাত্র মোহনবাগান সমর্থকদের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না সৃঞ্জয় বোস, বৃহস্পতিবার তিনি ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়েছিলেন বেহালায় তাঁর প্রচারে যাতে সৌরভ আসেন তার অনুরোধ জানাতে। নিন্দুকেরা বলে দেবাশিস দত্ত যখন আত্মবিশ্বাসী , প্রত্যয়ী , বিনয়ী তখন চাঁদনীচকের ঠান্ডা ঘর ছেড়ে জিততে মরিয়া সৃঞ্জয় বোসকে দৌড়াতে হচ্ছে রাজ্যের কোনায় কোনায়। কিন্তু ভবানীপুরের বারপুজোয় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এলেও বেহালায় তাঁর প্রচারে আসার আশ্বাস দেননি বলে সূত্রের খবর। তবে ময়দানের বটতলায় কান পাতলে শোনা যাচ্ছে অন্য কথা। নবান্নের ১৪ তলার ইচ্ছায় নাকি সন্ধি করে নিতে পারেন দেবাশিস দত্ত, সৃঞ্জয় বোসরা। কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে ধারে ভারে অনেকটাই এগিয়ে দেবাশিস দত্ত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রীতি জিন্টার মামলায় প্রকাশ্যে পাঞ্জাব কিংসের কর্ণধারদের মধ্যে বড় বিভাজন

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাঞ্জাব কিংস ইতিমধ্যেই প্লে-অফে জায়গা করে নিয়েছে। আজ জয়পুরে তারা খেলবে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে। তার মধ্যেই প্রকাশ্যে দলের কর্ণধারদের মধ্যে বিভাজন। যা নিয়ে চণ্ডীগড়ের আদালতে মোহিত বর্মন ও নেস ওয়াডিয়ার বিরুদ্ধে মামলা করলেন প্রীতি জিন্টা। ২১ এপ্রিল কেপিএইচ ড্রিম ক্রিকেট প্রাইভেট লিমিটেডের একস্ট্রা-অর্ডিনারি জেনারেল মিটিংয়ের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা প্রীতির দাবি ২০১৩ সালের কোম্পানিজ অ্যাক্ট-সহ একাধিক নিয়ম লঙ্ঘন করে সভাটি হয় এবং নতুন ডিরেক্টর নিয়োগ করা হয়েছে। ১০ এপ্রিল ই-মেল পাঠিয়ে প্রীতি ওই সভা ডাকার বিরোধিতা করলেও তা অগ্রাহ্য করা হয় বলে উল্লেখ প্রীতির পিটিশনে। প্রীতির আরো দাবি, তাঁর ও করণ পলের আপত্তিকে আমল না দিয়ে মোহিত ওই সভাতেই মুনীশ খান্নাকে ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করেছেন, নেসের সমর্থন নিয়ে। ওই সভাকে অবৈধ ঘোষণা করে মুনীশের ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করায় স্থগিতাদেশ চেয়েছেন প্রীতি। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া অবধি ওই সভার কোনও সিদ্ধান্তের প্রয়োগ যাতে না হয় সে বিষয়েও আদালতে আর্জি প্রীতির।

আদালতের দ্বারস্থ প্রীতি জিন্টা। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

ভিনরাজ্য থেকে আসা ক্রিকেটারদের নিয়ে চর্চা
সিএবিকে কাঠগড়ায় না তুলে ইতিবাচক ভূমিকা নিক ক্লাবগুলিও

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ড্রাফটে ছিল ৮০২ জন ক্রিকেটারের নাম। ৮ দলের কেউ ১৬, কেউ ১৭ জন রেখে দল গড়েছে। পৃথিবীর সমস্ত নিলামের মতো এখানে তাই স্বাভাবিকভাবেই সিংহভাগ ক্রিকেটার দল পাননি। তারপরই সংবাদমাধ্যমের একাংশ সফট টার্গেট সিএবিকে কাঠগড়ায় তুলে বলছে অমুক ভালো ক্রিকেটার, তমুক ভালো ক্রিকেটার দল পাননি। তাঁরা হেরে গেলেন ভিনরাজ্য থেকে এসে খেলা ক্রিকেটারদের কাছে। হাস্যকর! আইপিএল নিলামেও তো তাবড় প্লেয়ারদের ব্রাত্য থাকতে দেখা গিয়েছে। সব দল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে বাঙালি ক্রিকেটার রয়েছেন সিংহভাগ। তাছাড়া ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ, দলগুলি বিনিয়োগ করছে বিপুল অর্থ। তারা যদি কিছু ক্রিকেটার নেয় যাঁরা ভিনরাজ্য থেকে এসে বাংলার বিভিন্ন ক্লাবে ভালো খেলছেন, তাঁদের নেওয়ায় তো দোষের কিছু নেই। ৮০২ ক্রিকেটারকে নিতে গেলে তো একেকটা দলে অন্তত ১০০ জন করে নিতে হবে!

ভূমিপুত্রদের গুরুত্ব দিতে সিএবি উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে যে সিস্টেম চলে আসছে তা রাতারাতি বদলানো অসম্ভব। ভূমিপুত্রদের তুলে আনার দায় শুধু সিএবির নয়, ক্লাবগুলিরও। তারা কেন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না যে ভিনরাজ্যের প্লেয়ার নেব না? এই প্লেয়াররা ভিনরাজ্য থেকে এসেও পশ্চিমবঙ্গে আধার, ভোটার কার্ড বানিয়ে নিচ্ছেন। সেগুলি কি সিএবি বানায়? ফলে দায়ী সিস্টেম। সিএবি সূত্রে খবর, কয়েক বছর আগে সন্দেহভাজন কিছু ক্রিকেটার সম্পর্কে পুলিশে জানানো হয়েছিল। পুলিশ জানায়, সকলের ভোটার, আধার কার্ড এখানকার। ফলে এখানে কিছু করার নেই সিএবির।

ড্রাফট মেটার কয়েক ঘণ্টা পরেই সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলের কোচ, ট্যালেন্ট হান্ট কমিটি, প্রাক্তন ক্রিকেটারদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়সাধন ঘটিয়ে যাতে বাংলার সাপ্লাই লাইন জোরদার করা যায়। সেই খবর একদিন-এ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সিংহভাগ সংবাদমাধ্যম তা করেনি।

একটা টি২০ লিগে সুযোগ না পেয়ে হা-হুতাশের কিছু নেই। প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের যাতে বঞ্চিত হতে না হয় সেজন্য তৎপর সিএবি, অত্যাধুনিক পরিকাঠামো নিয়ে। প্লেয়ারদের শারীরিক ও মানসিক ফিটনেস উন্নত করার উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। ফাঁক গলে যদি কোনও যোগ্য ক্রিকেটার অসুবিধায় পড়েন, বঞ্চনার শিকার হন, মিডিয়ায় না সরব হয়ে ক্লাবগুলির কর্তারা, কোচেরা তো সিএবিকে জানাতে পারেন। সিএবি সভাপতির নজরে ন্যায্য কিছু আনা হলে তিনি দ্রুত সেই সমস্যা মেটান। তা মাঠকর্মীদের দুর্দশা হোক কিংবা প্রেস বক্সে ভুয়ো রিপোর্টারদের দাপাদাপি।

সর্বোপরি রয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কামব্যাকের ক্ষেত্রে যিনি ক্রিকেট বা অন্য খেলা নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত। তাঁকেও যদি জানানো যায় তিনি সব সময় ক্রিকেটারদের পাশে থাকেন। যার বড় উদাহরণ মুকেশ কুমার, অভিষেক পোড়েলরা। সিএবি যে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে প্রতি দলে অন্তত ২ জন ও প্রথম একাদশে একজন অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেটার রাখা বাধ্যতামূলক করেছে সেটিও তো প্রশংসনীয়। ফলে টিকে থাকতে গেলে লড়াই করতেই হবে। আর বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ শেষ কথা নয়, ক্রিকেটীয় ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। ইংল্যান্ড সফরে ভারতের অনূর্ধ্ব উনিশের দলে বাংলা থেকে যুধাজিৎ গুহ সুযোগ পেয়েছে। না, এ রাজ্যে খেলা ভিনরাজ্যের কেউ না। ফলে যোগ্য প্রতিভাকে দমানো যায় না। তাই ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে পড়ে না থেকে বাংলার ক্রিকেটের সামগ্রিক উন্নতি নিয়ে ভাবা সকলের দায়িত্ব। প্লেয়ারদের কথা তুলে ধরতে দায়িত্বশীল সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা পালন করবে একদিন।

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের নিলামে ম্যাসকটের সঙ্গে উপস্থিত (বাম দিক থেকে) যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাস, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, সচিব নরেশ ওঝা, কোষাধক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী, সহ সভাপতি অমলেন্দু বিশ্বাস।

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের নিলামে উপস্থিত সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও ট্যুর ফিক্সচার ও টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস।

কালীঘাটকে উড়িয়ে জেসি মুখার্জি টি২০ খেতাব মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: জেসি মুখার্জি ট্রফি জিতল মোহনবাগান। শুক্রবার ইডেনে কালীঘাটকে ৪ উইকেটে হারিয়ে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৯ রান তুলেছিল কালীঘাট। সায়নশেখর মণ্ডল ৪১ বলে ৬২, শুভম চট্টোপাধ্যায় ২৬ বলে ৫০, অরুণ চাপরানা ১১ বলে ২১ রান করেন। প্রদীপ কুমার ৩০ রানের বিনিময়ে ৩ উইকেট নেন। এরপর ১ ওভার বাকি থাকতেই ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। সুদীপ কুমার ঘরামি ২৮ বলে ৬২, গীতাংশ খেরা ২৩ বলে ৩৯ রান করেন। শুভঙ্কর বল ১৬ বলে ৩১ রানে অপরাজিত থাকেন। অরুণ চাপরানা ও কৌশিক মাইতি ২টি করে উইকেট নেন। ম্যাচের সেরা সুদীপের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সিএবির ট্যুর, ফিক্সচার ও টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস, অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অবজারভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক।

মেয়েদের ক্লাব ক্রিকেট লিগ টি২০ খেতাব মহমেডানের, বড় বার্তা দিলেন সৌরভ ও ঝুলন

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিএবি পরিচালিত মেয়েদের ক্লাব ক্রিকেট লিগ টি২০ খেতাব ঘরে তুলল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ইডেনে শুক্রবার ফাইনালে ৪৬ রানে হারাল এরিয়ান ক্লাবকে। ফাইনালের আসরে ক্রিকেটারদের উৎসাহিত করতে হাজির ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ঝুলন গোস্বামী। সৌরভ বলেন, মহমেডানকে খেতাব জেতার জন্য অভিনন্দন। এরিয়ানও ভালো খেলেছে। এই মঞ্চকে ব্যবহার করেই ক্রিকেটারদের লক্ষ্য হোক বাংলা তথা ভারতীয় ক্রিকেটে নিজেদের আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। ফাইনালে ৫৬ বলে অপরাজিত ৫৯ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন মহমেডানের অদ্রিজা সরকার। ব্যাট হাতে ধারাবাহিক অদ্রিজার প্রশংসা করে ঝুলন বলেন, ফাইনালের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আগামী দিনে এরিয়ান আরও ভালো করবে। প্রথমে ব্যাট করে মহামেডান ৬ উইকেটে ১৩৭ রান তোলে। ১৫.৩ ওভারে বৃষ্টিতে খেলা বন্ধের সময় এরিয়ানের স্কোর ছিল ৬ উইকেটে ৯১। রান রেটের নিরিখে শেষ অবধি জয়ী ঘোষণা করা হয় মহমেডানকে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**